ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 12 June, 2021 ■ আগরতলা ১২ জুন, ২০২১ ইং ■ ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনা ঃ রাজ্যে জীবনদীপ নিভল আরও আটজনের

মুখ্যমন্ত্রীর পৌরহিত্যে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।। করোনায় মৃত্যুর মিছিল থামতেই চাইছে না ত্রিপুরায়। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত আরও আটজনের মৃত্যু হয়েছে। একদিকে মৃত্যু মিছিল, অন্যদিকে ত্রিপুরায় করোনার সংক্রমণও বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা লাগাতার বাড়তে থাকায় চিন্তা অনেকটাই বাড়িয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় অন্যান্য জেলায় সংক্রমণও গভীর চিন্তায় ফেলেছে। তবে দৈনিক সুস্থতার হার কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে। কিন্তু দৈনিক মৃত্যুর ঘটনা ভীষণ উদ্বেগজনক বলেই মনে করা হচ্ছে।

ত্রিপুরায় গত ২৪ ঘণ্টায় ১৩,৩৯৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ৬৪১ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। দৈনিক আক্রান্তের হার সামান্য বেড়ে হয়েছে ৪.৭৯ শতাংশ। এদিকে, আরও আটজনের মৃত্যু করোনাকালে চিন্তা বাড়িয়েই রেখেছে। কারণ, প্রতিদিন করোনায় আক্রান্তের মৃত্যুর খবরে উদ্বিগ্ন গোটা রাজ্য। অবশ্য, গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৬৫ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তিও পেয়েছেন। তবে চিন্তা এখনও রীতিমতো বাড়িয়ে রেখেছে, নতুন করে করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ২০৩ জন শুধু পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় অবস্থান করছেন। তাতে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা আবারও সংক্রমণে শীর্ষস্থানে রয়েছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন ৫,২৭১ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ১,৪৭৩ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ১১,৯২১ জনকে নিয়ে মোট ১৩,৩৯৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে আরটি-পিসিআরে ৮৬ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ৫৫৫ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৬৪১ জন নতুন করোনা সংক্রমিতের খোঁজ পাওয়া গেছে।

তবে সামান্য স্বস্তির খবরও রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৬৫ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। এতে বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৫২৭১ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৫৮,০৯৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৫২,১৫৮ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার হয়েছে ৫.২০ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৮৯.৮৮ শতাংশ। এদিকে মৃত্যুর হার ১.০৪ শতাংশ। নতুন করে ৮ জনের মৃত্যুর ফলে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৬০১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, ক্রমাগত পশ্চিম জেলা সংক্রমণে শীর্ষে থাকছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ২০৩ জন, দক্ষিণ জেলায় ৭১ জন, গোমতি জেলায় ৫৪ জন, ধলাই জেলায় ৩৯ জন, সিপাহিজলা জেলায় ৫৭ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৭৪ জন, উনকোটি জেলায় ৯৫ জন এবং খোয়াই জেলায় ৪৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক জেলায় করোনার সংক্রমণ অতি দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের পৌরহিত্যে কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে এদিন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিতি ছিলেন আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজ এবং জিবি হসপিটালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারপার্সন সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক, আইজিএম হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ডাঃ দিলীপ দাস সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের পদস্থ আধিকারীকরা।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রদবদলের সম্ভাবনা নাড্ডা-অমিত শাহর সঙ্গে জরুরি বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১১ জুন (হি.স.) : কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রদবদলের সম্ভাবনা ! শুক্রবার দিল্লিতে বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সূত্রের খবর, শীঘ্রই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বড়সড় রদবদল করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। সম্ভবত সেকারণেই, শাহ-নাড্ডাদের সঙ্গে আলোচনা সেরে নিচ্ছেন তিনি। শুধু তাই নয়, এদিন সন্ধ্যায় ৭ লোককল্যাণ মার্গের ওই বৈঠকে কোভিড পরিস্থিতির মোকাবিলা এবং উত্তরপ্রদেশের আসন্ন বিধানসভা ভোটের প্রসঙ্গ এসেছে বলে বিজেপি সূত্রে খবর ।

দ্বিতীয় মোদী সরকার গঠনের পর থেকে একবারও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রদবদল করা হয়নি। অথচ, এই মুহূর্তে গেরুয়া শিবিরের বহু নেতা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্বের আশায় বসে আছেন। আবার মন্ত্রিসভার অনেক সদস্যই একসঙ্গে একাধিক মন্ত্রক সামলাচ্ছেন। বিজেপি শিবির সূত্রের খবর, এই পরিস্থিতির বদল চাইছে বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব। খুব শীঘ্রই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রদবদল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মৃত্যু ৩ হাজারের বেশিই, ভারতে কোভিডে সংক্রমিত ৯১ লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ১১ জুন (হি.স.)।। কখনও কমছে কখনও আবার বাড়ছে, ভারতে আপাতত কোভিডের এই ট্রেন্ড বিরাজমান। আগের দিনের তুলনায় ৩ হাজারের বেশি কমে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৯১,৭০২ জন।

মৃত্যুর সংখ্যা ফের ৩ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে প্রাণ হারিয়েছেন ৩ হাজার ৪০৩ জন করোনা-রোগী। বৃহস্পতিবার সারাদিনে ভারতে করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৫৮০ জন। এক ধাক্কায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমেছে ৪৬,২৮১ জন, ফলে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ১১,২১,৬৭১ জন (৩.৮৩ শতাংশ)। কোভিড টিকাকরণও সমানতালেই চলছে, ভারতে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ২৪,৬০,৮৫,৬৪৯ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩ হাজার ৪০৩ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,৬৩,০৭৯ জন (১.২৪ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ২০,৪৪,১৩১।

সুস্থতা প্রতিদিনই স্বস্তি দিচ্ছে দেশবাসীকে, বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৫৮০ জন। ফলে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ২,৭৭,৯০,০৭৩ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৪.৯৩ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরল, মুকুল রায়ের প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে মমতা

কলকাতা, ১১ জুন (হি. স.)।। ফের তৃণমূলেই প্রত্যাবর্তন মুকুল রায়ের। একুশের বিধানসভা ভোট শেষ হতেই বিজেপি ছেড়ে ফের তৃণমূলে যোগ দিলেন মুকুল রায়। শুক্রবার তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে তৃণমূল ভবনে গিয়ে তৃণমূলে যোগদেন মুকুল রায় ও তার পুত্র শুভ্রাংশু রায়। এরপরই সাংবাদিক সম্মেলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "মুকুল ঘরের ছেলে ঘরে ফিরল,।

মুকুল রায়ের তৃণমূল প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, " ভোটে বিপুল জয় পেয়েছি।দল ইতিমধ্যেই শক্তিশালী। সাধারণ মানুষ সঙ্গে আছেন। মুকুল পুরনো পরিবারের ছেলে। ওকে চমকে-ধমকে এজেন্সি দেখিয়ে মুকুলের উপরে কম অত্যাচার হয়নি। মুকুল নিজেও মানসিক শান্তি পেল। শরীরটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। মুখে বলতে পারত না। বিজেপি করা যায় না। বিজেপিতে যাঁরা আছে তাঁদের শোষণ এত বেশি। মানুষকে মনুষ্যত্ব নিয়ে বাঁচতে দেয় না। মুকুলের চলে আসা এটাই প্রমাণ। মুকুল ঘরের ছেলে ঘরে ফিরল "।

প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন দল ত্যাগ করেছিলেন মুকুল রায়। যোগ দিয়েছিলেন বিজেপিতে। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরেই বেসুরো লক্ষ্য করা যাচ্ছিল মুকুল রায়কে। এরই মাঝে সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে পুরানো দলেই প্রত্যাবর্তন দলের "চাণক্য"- র। এদিন মুকুল রায়ের সঙ্গে তৃণমূলে প্রত্যাবর্তন হয় মুকুল পুত্র শুভ্রাংশু রায়েরও। এদিন তৃণমূল ভবনে মুকুল রায়ের তৃণমূলে যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল নেতা, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায়। মুকুল রায় ও তার ছেলেকে উত্তরীয় পরিয়ে তৃণমূলের স্বাগত জানান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাকড়াবনে বাঘের শাবকের উপস্থিতিতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে

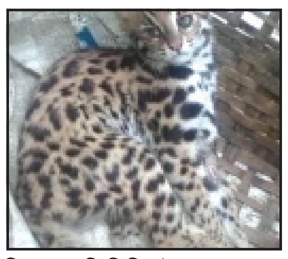

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১১ জুন।। আজ সকালে উদয়পুর কাকড়াবন বিপিন নগর কলোনীতে বাঘের শাবকের উপস্থিতিতে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। বিপিন নগর কলোনীর বাসিন্দা বাবুল অধিকারীর বাড়ির পাশে একটি ধানী জমিতে কয়েক জন শ্রমিক কাজ করতে ছিলেন। কাজ করার ফাঁকে একজন শ্রমিকের নজরে আসে নিকটবর্তী জঙ্গলের মধ্যে একটি বাঘের শাবক।

জমিতে কর্মরত অন্যান্য শ্রমিকরা হৈচৈই শুরু করলে তাদের সাথে এলাকার জনগণ গলা মেলান। সমবেত চেষ্টায় বাঘ শাবকটিকে ধরার চেষ্টা করে। বাঘ শাবকটির গায়ে আগের থেকে চোট থাকার কারণে বাচ্চাটি দৌড়ঝাঁপ করতে পারেনি। তাই এলাকার শ্রমিকদের হাতে ধরা পরে বাঘের ছানাটি। পরবর্তী সময়ে জমির মালিক বাঘ শাবকটিকে বাবুল অধিকারি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রদেশ বিজেপি পদাধিকারীদের সাথে বৈঠক রাজ্য সভাপতির, গৃহীত একাধিক সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।। আজ বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে রাজ্য সভাপতি অধ্যাপক ডা. মানিক সাহার পৌরোহিত্য প্রদেশ শীর্ষ নেতৃত্বদের নিয়ে এক সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাংগঠনিক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, যে-সব মোর্চা, জেলা, মণ্ডলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি হয়নি সেগুলির পূর্ণাঙ্গ কমিটি অতি দ্রুত গঠন করা হবে।

এই বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত হয়েছে, সাতটি মোর্চার পদাধিকারী, ১২টি সেল ও ২৮টি ডিপার্টমেন্টের কনভেনার এবং কো-কনভেনারদের নিয়ে ১১ জুন থেকে ২০ জুন পর্যন্ত প্রদেশ সভাপতি তাঁদের সঙ্গে সাংগঠনিক বৈঠক করবেন। সেই মোতাবেক আজ এক্স-সার্ভিসম্যান সেল, ট্রেড সেল, কো-অপারেটিভ সেল, ডক্টরসসেলের কনভেনার, কো-কনভেনার এবং সেল প্রভারীদের নিয়ে প্রদেশ কার্যালয়ে আলোচনা করেন সভাপতি।

মূলত, রাষ্ট্রীয় সভাপতির নির্দেশ মোতাবেক ২১ জুন আন্তর্জার্তিক যোগদিবস হিসেবে পালন করবে বিজেপি। যোগদিবসে কোভিড বিধি মেনে দলীয় কর্মীদের দ্বারা প্রতিটি মণ্ডলে দুটি করে যোগশিবিরের আয়োজন করা হবে। ২৩ জুন ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বলিদান দিবস এবং ৬ জুলাই জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রদেশ থেকে শুরু করে বুথ পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন এবং তাঁর আদর্শকে সকলের সামনে তুলে ধরবে বিজেপি।

প্রসঙ্গত, ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে গণতান্ত্রিক অধিকারকে হত্যা করেছিলেন। দেশবাসীর উপর নামিয়ে এনেছিলেন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাতসকালে যান দুর্ঘটনায় দীর্ঘ ২ ঘন্টা ধরে জাতীয় সড়কে যানবাহন চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তবে এই যান দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর নেই। ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহকুমা মুঙ্গিয়াকামি থানাধীন ১৮ মুড়া পাহাড়ের ৩৬ মাইল এলাকায়। একটি গ্যাস বুঝাই বুলেট ট্রাক ধর্মনগর থেকে আগরতলা উদ্দেশ্যে আসছিল।

তিপ্রা'র সভাপতি বিজয় রাঙ্খল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।। শুক্রবার তিপ্রা মথাতে যোগ দিলেন বিজেপি-র রাজ্য কমিটির সম্পাদিকা মনিহার দেববর্মা।তিনি বলেছেন গত ৭ জুন প্রদেশ বিজেপি-র সভাপতি মানিক সাহার কাছে পদত্যাগ পত্র জমা দিয়েছেন। এই মুহূর্তে তিনি তিপ্রাসার জন্য কাজ করতে চান। এই কারণেই বিজেপি ত্যাগ করেছেন বলে তিনি জানান। তবে মনিহার কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপি হয়ে মথায় যোগ দিয়েছেন। বিজেপি ছেড়ে জনজাতি নেত্রী মনিহার দেববার্মা বলেন, বিজেপির সাংগঠনিক দুর্বলতা রয়েছে। সদ্য সমাপ্ত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে কংগ্রেসের উদ্যোগে আগরতলায় বিক্ষোভ। ছবি নিজস্ব।

স্ত্রীর মৃত্যুর শোকে ফাঁসিতে আত্মঘাতী স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।। বিশ্রামগঞ্জের বড়জলা এলাকায় আত্মহত্যা করেছে এক যুবক। আত্মঘাতী যুবকের নাম রতন দেবনাথ। স্ত্রীর মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত সে নিজে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে এক যুবক। ঘটনা চড়িলাম আর ডি ব্লকের অন্তর্গত বিশ্রামগঞ্জ থানার অধীন বড়জলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। যুবকের নাম কৃষ্ণ দেবনাথ। পিতার নাম রতন দেবনাথ। কৃষ্ণ পেশায় গাড়িচালক ছিল।

এক বছর আগে মধুমেহ রোগে তার স্ত্রী আইজিএম হাসপাতালে মারা গিয়েছে। সন্তানাদি নেছইনি কৃষ্ণের। নিজের জীবনসঙ্গিনীকে হারিয়ে আর বিয়ে করেনি। গতকাল সন্ধ্যা বেলায়ও বাড়ির সবার সঙ্গে হেসে খেলেছ সে। নিজের ভাতিজিকে সন্ধ্যার সময় পড়াশোনা দেখিয়ে এরপর বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। আর বাড়িতে ফেরেনি। বাড়ির অন্যান্যরা ভেবেছিল হয়তো কোনো বন্ধুর বাড়ি গিয়েছে, আবার আসবে। তাইতো এতোটা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছল পেট্রোল-ডিজেলের দাম রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেসের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/বিলোনীয়া, ১১ জুন।। পেট্রোল ও ডিজেলে মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে শুক্রবার রাজধানী আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কংগ্রেসের তরফে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে।

এদিকে, পেট্রোপন্যের লাগাম হীন মূল্যবৃদ্ধির কারনে সারা দেশ ও রাজ্যের সাথে বিলোনিয়া তেও বিক্ষোভ দেখালো কংগ্রেস। শুক্রবার সকালে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের বিক্ষোভ কর্মসূচির অংশ হিসাবে বিলোনিয়া ব্লক কংগ্রেস প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে। বিলোনিয়া বরোজ কলোনি ইকোপার্ক সংলগ্ন এলাকায় পেট্রোল পাম্পের সামনে। এই দিন বিলোনিয়া ব্লক কংগ্রেস নেতৃত্ব পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে স্লোগান তুলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ।

এদিনের সাধারণ কর্মীদের পাশাপাশি বিক্ষোবের সামিল হন বিলোনিয়া ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি অরূপ দেব ও ঋষ্যমুখের প্রাক্তন বিধায়ক তথা দক্ষিণ জেলা কংগ্রেস নেতা দিলীপ চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। কোভিড বিধিকে মান্যতা দিয়ে এদিন বিক্ষোবের সামিল হন কংগ্রেস দলের নেতাকর্মীরা।মল্যবৃদ্বির প্রতিবাদে কংগ্রেস নেতৃত্বরা আলোচনা রাখতে গিয়ে এই দিনের বলেন যারা একদিন সবকা সাথ সবকা বিকাশের কথা বলেছিল, মূল্য বৃদ্বি হ্রাসের কথা বলেছিল আজ তাদের সময়ে , মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যাবহৃত জিনিসের সবচেয়ে বেশি মূল্যবৃদ্বি হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে। তারই প্রতিবাদ করে এদিনের কর্মসূচি থেকে প্রধানমন্ত্রির পদত্যাগ দাবি করেন কংগ্রেস নেতৃত্বরা।

একটু একটু করে বাড়তে বাড়তে রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছে গেল পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। মুম্বইয়ে লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম ১০২ টাকা ছাড়িয়ে গেল, ৯৪ টাকা ছাড়িয়ে গেল ডিজেলের দাম। চেন্নাইয়ে এই প্রথম পেট্রোলের দাম ছাড়িয়েছে ৯৭ টাকা। গত ৪ মে থেকে এই নিয়ে ২২ দিন বাড়ল পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। এই সময়ে দিল্লিতে ৫.৪৫ টাকা দামি হয়েছে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম বেড়েছে ৬.০২ টাকা। শুক্রবার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে যাত্রা শুরু করল কিষাণ রেল আনারস ও কাঁঠাল নিয়ে দিল্লি পাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।। ত্রপুরায় যাত্রা শুরু করল উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সর্বপ্রথম ''কিষান রেল''। বর্তমানে আগরতলা থেকে কাঁঠাল ও আনারস নিয়ে সরাসরি দিল্লি পৌঁছবে এই রেল। আজ ত্রিপুরা থেকে ১ টন কাঁঠাল এবং ১২ টন আনারস নিয়ে রওয়ানা দিয়েছে ওই ট্রেন। এ-বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রাথমিক ক্ষেত্রের উন্নয়ন। এরই দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই কিষান রেল।

আজ আগরতলা রেল স্টেশনে সবুজ পতাকা নেড়ে ২০ বগির কিষান রেলের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে তিনি বলেন, এই রেল চলাচলের ফলে ত্রিপুরার কৃষকরা যেমন আর্থিক ভাবে উপকৃত হবেন তেমনই বহিঃরাজ্যে বাজার বিস্তারেরও সুযোগ গড়ে উঠবে। তাই তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

ও রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল-কে রাজ্যের সমগ্র কৃষকদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

তাঁর দাবি, এই রেল চালু হাওয়ার ফলে পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রেও খরচ অনেক কমবে। তিনি বলেন, ইতিপূর্বে বিমানে কৃষি পণ্য পাঠাতে খরচা হত প্রতি কেজিতে ২০ টাকা থেকে ৫০ টাকা। আজ তা দিল্লির ক্ষেত্রে মাত্র ২.২৫ টাকা এবং গুয়াহাটির ক্ষেত্রে ৮৮ পয়সা। তাঁর কথায়, করোনা মহামারীর ফলে এখন শুধু কাঁঠাল এবং আনারস পাঠানো হয়েছে। কিন্তু রাজ্যে তার পাশাপাশি ধান, লেবু, কাজু, ড্রাগনফ্রুট, কাশ্মীরি আপেল কুল-সহ আরও ফসলের ভাল উৎপাদন হচ্ছে। তার চাহিদাও বহিঃরাজ্যে বিপুল রয়েছে। তাই পরবর্তী সময়ে বাকি ফসলের রপ্তানির ক্ষেত্রেও বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, কৃষক-বান্ধব ত্রিপুরা সরকার কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে বদ্ধপরিকর। ত্রিপুরার বাইরেও তাঁদের উৎপাদিত ফসল বাজারজাতকরণে সবরকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। তাঁর সাফ কথা, এখন ত্রিপুরার কৃষকদের রাজ্যের বাজারের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না। এদিন ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায়, সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক এবং বিধায়িকা মিমি মজুমদার।

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৭ ◻ সংখ্যা ২৩৯ ◻ ১২ জুন ২০২১ ইং ◻ ২৮ জ্যৈষ্ঠ ◻ শনিবার ◻১৪২৮ বঙ্গাব্দ

শিশুর পুষ্টিকর খাদ্য

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি। স্বাধীন সার্বভৌম ভারতবর্ষে এই প্রভাতী যেন আজও সত্যি। দেশের সরকার যেখানে মানুষের খাদ্য সুরক্ষার বড়াই করে সেখানে খাদ্যাভাব পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শিশুদের বিকাশ বিঘ্নিত হইতেছে। ক্ষুধা বাড়িয়াছে, কমিয়াছে খাদ্যের সুরক্ষা। ভারত খাদ্যের অধিকার আইন করিয়াছে, কিন্তু খাদ্য নিরাপত্তার সূচকে পিছাইয়াছে দেশ। রাষ্ট্রপুঞ্জের সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য হইতে দুই ধাপ সরিয়াছে দেশ। সরকারি পরিসংখ্যানও উদ্বেগজনক। অপুষ্টিতে ভুগিতেছে অন্তত নয় লক্ষ ছয় বৎসর-অনূর্ধ শিশু। সকল শিশুর মধ্যে পুষ্টির ঘাটতির চিত্র কেমন হইতে পারে, তাহা অনুমান করিতেও আশঙ্কা হয়। কোভিড অতিমারি-জনিত লকডাউন এবং বিপুল কর্মহীনতার জেরে খাদ্যাভাব ও অপুষ্টির সমস্যা তীব্র হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে, রাষ্ট্রের ভূমিকা তাহা হইলে কী? ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, নূতন সঙ্কটের মোকাবিলা করিতে গিয়া অনেক রাষ্ট্র খুঁজিয়া পাইয়াছে পুরাতন সমস্যার সমাধানসূত্র। যেমন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ব্রিটেনের খাদ্যাভাব মিটাইতে যে রেশন ব্যবস্থা চালু হইয়াছিল, তাহাই প্রথম সে দেশের দরিদ্রদের দুই বেলা যথেষ্ট আহারের নিশ্চয়তা জুগাইয়াছিল। এই অভিজ্ঞতা হইতেই খাদ্য ও চিকিৎসার আরও সুষম বণ্টনের পথে হাঁটিয়াছিল দেশটি।

আট বৎসর পূর্বে খাদ্য নিরাপত্তা আইন পাশ হইবার পরে নিয়মিত খাদ্য বিতরণের বিস্তৃত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নির্মিত রহিয়াছে। কেবল দেশব্যাপী রেশন ব্যবস্থা নহে, অঙ্গনওয়াড়ি ব্যবস্থা এবং স্কুলের মিড-ডে মিল ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের অধিকাংশ শিশু এবং মায়ের নিকট পৌঁছাইতে পারে সরকার। পঞ্চায়েত-পুরসভা, রাজ্য ও কেন্দ্র, সকল স্তরের সরকার এই বিশাল, নিবিড় খাদ্যসহায়তা ব্যবস্থার সহিত যুক্ত রহিয়াছে। এই ব্যবস্থা তৎপর হইলে, পর্যাপ্ত অর্থ এবং যথাযথ নির্দেশ পাইলে, শিশু-অপুষ্টির বৃদ্ধি রুখিয়া দেওয়া সম্ভব। এমনকি উন্নতিও হইতে পারিত। আক্ষেপ, তাহার কোনও চেষ্টাই হইল না। নিষ্প্রাণ নিয়মরক্ষা হইল শুধু। মিড-ডে মিলে রান্না করা খাবারের পরিবর্তে প্রথমে কেবল চাল আর আলু বিতরণ হইল, বহু পরে তাহার সহিত সয়াবিন, ডাল, ছোলা যুক্ত হইল। তাহাতে সম্পূর্ণ, সুষম পুষ্টি শিশুরা পাইবে কী রূপে, তাহা ভাবিয়া দেখা হইল না। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিও চালের সহিত ডাল-আলু বিতরণ করিল, এবং সেই পরিষেবাও অনিয়মিত সরবরাহের কারণে বহু জায়গায় ব্যাহত। কেন্দ্রীয় সরকারকে মানুষের খাদ্য সুরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় দারিদ্রতার কষাঘাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জরাজীর্ণ অবস্থায় পরিণত হইবে। এই কথা ভুলে গেলে চলবে না আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাহাদের হাতেই তুলিয়া দিতে হইবে দেশ ও সমাজের দায় দায়িত্ব। স্বাভাবিক কারণেই শিশুদের বিকাশ ঘটাইবার জন্য সময় উপযোগী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে জবাবদিহি করিতে হইবে।

মুকুল রায়ের স্ত্রীকে হাসপাতালে দেখতে ফিরহাদ হাকিম

কলকাতা, ১১ জুন (হি. স.): ইতিমধ্যেই জল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন মুকুল রায়। শুক্রবার তৃণমূল ভবনে এসে তৃণমূলে যোগ দেয় মুকুল রায় সহ তার পুত্র শুভ্রাংশু রায়। অন্যদিকে অসুস্থ মুকুল পত্নী। এদিন মুকুল রায়ের স্ত্রীকে হাসপাতালে দেখতে যান কলকাতা পৌরনিগমের মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম। গত কয়েক দিন ধরে অসুস্থ মুকুল রায়ের স্ত্রী। কয়েকদিন আগে করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। বর্তমানে মুকুল রায়ের স্ত্রী কৃষ্ণা রায়ের শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক। একমো সাপোর্টে রাখা হয়েছে তাঁকে। অন্যদিকে মুকুল রায়ের স্ত্রীর ফুসফুস প্রতিস্থাপন করার কথা ভাবছে অ্যাপেলো হাসপাতাল। আর তাই এদিন অ্যাপেলো হাসপাতালে তাকে দেখতে আসেন ফিরহাদ হাকিম। অন্যদিকে, এদিন বিজেপি ত্যাগ করে তৃণমূল ভবনে এসে তৃণমূলে যোগ দেন মুকুল রায় ও তারপুত্র শুভ্রাংশু রায়। মুকুল রায় ও শুভ্রাংশু রায়কে বরণ করে নেয় তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মুকুল রায়ের তৃণমূল যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

করিমগঞ্জের পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় আদর্শ বিজ্ঞান কলেজের সার্বিক উন্নয়নে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন, আশ্বাস শিক্ষামন্ত্রীর

করিমগঞ্জ (অসম), ১১ জুন (হি.স.) : দক্ষিণ করিমগঞ্জের এরলিগুলে অবস্থিত পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় আদর্শ বিজ্ঞান কলেজে আজ শুক্রবার রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগু উপস্থিত হয়ে কলেজর শৈক্ষিক পরিবেশ দেখার পাশাপাশি কলেজ প্রাঙ্গণে বৃক্ষ রোপণ করেছেন। আজ বিকেল চারটা নাগাদ কলেজে উপস্থিত হয়ে বৃক্ষ রোপণ করার পাশাপাশি শিক্ষক সহ কলেজ পরিচালন সমিতির পদাধিকারীদের সঙ্গে এক আলোচনা সভায়ও অংশ নেন মন্ত্রী। কলেজ পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যান করিমগঞ্জের জেলাশাসক খগেশ্বর পেগুর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় কলেজের পক্ষ থেকে অধ্যক্ষ্যা জয়শ্রী চক্রবর্তী শিক্ষামন্ত্রীকে উত্তরীয় পরিয়ে ও পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জানান। সভায় কলেজ পরিচালন সমিতির পক্ষ থেকে কলেজে আসার বেহাল পথকে আশু সংস্কারের জন্য শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দাবি জানানো হয়। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে একটি খেলার মাঠ নির্মাণের জন্যও মন্ত্রীর কাছে দাবি জানানো হয়েছে। এছাড়া কলেজে বিদ্যুৎ পরিষেবা ভালো করার জন্য সোলার সিস্টেমের ব্যবস্থা করে দিতে মন্ত্রীর কাছে দাবি জানিয়েছেন শিক্ষক কর্মচারীরা। কলেজের সার্বিক উন্নয়নে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বলে কলেজ কর্তৃপক্ষকে আশ্বাস দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগু।

বিধিনিষেধ শিথিল করল হিমাচলপ্রদেশ সরকার

শিমলা, ১১ জুন (হি. স.): আগামী ১৪ জুন থেকে হিমাচলপ্রদেশে ঢুকতে লাগবে না করোনার নেগেটিভ আরটি-পিসিআর রিপোর্ট। রাজ্যে ১৪৪ ধারা তুলে নেওয়া হয়েছে। তবে নৈশ কার্ফু চলবে। রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা অনুসারে, দোকান সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে। তবে শনি ও রবিবার পুরোপুরি বন্ধ থাকবে। বিকেল ৫টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত। ৭৫ বা তার বেশি কর্মচারী রয়েছে এমন অফিস ১৪ জুন থেকে ৫০ শতাংশ উপস্থিতি নিয়ে খুলতে পারে। সেই সঙ্গে সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ, আয়ুর্বেদিক কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ ২৩ জুন থেকে খোলা যাবে। ফার্মাসি এবং নার্সিং স্কুলও খোলা রাখা যাবে ২৮ জুন থেকে। ৫০ শতাংশ যাত্রী নিয়ে সরকারি পরিবহণেও অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

মৎস্যজীবী খুনে ১০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছে ইতালি

নয়াদিল্লি, ১১ জুন (হি.স.) : ইতালির জাহাজ থেকে ছোড়া গুলিতে নিহত দুই ভারতীয় মৎস্যজীবীর পরিবার ১০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টকে এমনটাই জানাল কেন্দ্র। শুক্রবার কেন্দ্রের তরফে সুপ্রিম কোর্টকে এই তথ্য জানিয়ে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন ইতালির তরফে দেওয়া হয়েছে এই অর্থ।

২০১২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ইতালির বাণিজ্য জাহাজ এনরিকা লেক্সির দুই নৌরক্ষী ম্যাসিমিলানো লাত্তোরে এবং সালভাতোর গিয়োনে ভারতীয় মৎস্যজীবীদের ভুল করে জলদস্যু ভেবে গুলি চালিয়েছিলেন। ওই ঘটনার আজেশ বিঙ্কি এবং গেলাস্টাইন নামে দুই ভারতীয় মৎসজীবী নিহত হন। দুই নৌরক্ষী গ্রেফতার হলেও পরে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে এবং ভারতে ইতালির রাষ্ট্রদূতের দেওয়া মুচলেকার ভিত্তিতে তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়। এরপর কেরল সরকারের সম্মতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের তরফে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ১০ কোটি টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ইতালি সরকারকে। শুক্রবার সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা হলফনামা দিয়ে শীর্ষ আদালতকে জানিয়েছেন, সেই নির্দেশ পালন করেছে ইতালি সরকার।

নগর ভারতের সবুজায়ন

হরদীপ সিং পুরি

প্রকৃতির সঙ্গেঁ শান্তি স্থাপন ২১ শতকের আবশ্যিক কর্তব্য, এটা অবস্যই সবার শীর্ষে থাকবে, প্রত্যেকের জন্য, যে কোনো স্থানে একে দিতে হবে অগ্রাধিকার"। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব, আন্তোনিও গ্যুতরেস ১৯৭৪-এর পর থেকে প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব জুড়ে নানা দেশ, নানা সম্প্রদায় এবং ব্যক্তিবর্গ আমাদের গ্রহের প্রতি ও ভবিষৎ প্রজন্মের জন্য আমাদের দায়িত্বকে স্মরন করতে ও বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে সমবেত হই। এই বছর এই দশকের লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে বাস্তুতন্ত্র 'পুনরুদ্ধার কল্পে রাষ্ট্রসংঘের দশক'-এর সূচনা করা হল।

যেহেতু উন্নয়নের চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই একটা সবুজ ও স্বাস্থ্যকর ভবিষতের জন্য আমাদের সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে তা প্রয়োগ করার ক্ষমতাও বেড়েছে। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রসংঘের কর্মসূচি ২০৩০-এর মর্মস্থলের অন্যতম লক্ষ্য টেকসই উন্নয়ন ও পরিবেশগত সুরক্ষার মধ্যে এক স্পর্শকাতর ভারসাম্য আনয়ন। মোদী সরকারের বিগত সাত বছরে ভারতের নীতি ও রাজনৈতিক প্রকরনের এইসব টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (এস ডি জি) অর্জনের একটি সুবিন্যস্ত আবেদন প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ২০৩০ কর্মসূচির আদর্শবাক্যঃ টেকসই উন্নয়নের স্বচ্ছতা (স্বচ্ছ ভারত) আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। এটা ছিল, কার্যত আমাদের শহরাঞ্চলের পটভূমির সার্বিক রূপান্তরের অগ্রদূত। ২০১৫-র জুনে বিশ্বের সর্বকালের সর্ববৃহৎ নগরায়ন বিষয়ক মন্ত্রকের একগুচ্ছ কল্যানমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে তার সূচনা করা হয়; এই কর্মসূচিগুলি হল-প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (নগর), পুনরুজ্জীবন ও নগর পরিবহনের জন্য অটল মিশন (আমরুত) এবং

স্মার্ট সিটি মিশন (এস সি এম)। আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রকের কল্যানমূলক মিশন সমূহের সূচনা করা হয়েছিল প্রায় একই বছরে ২০১৬-য় এবং তা করা হয়েছিল টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা(এস ডি জি)-এর রূপায়নের সঙ্গেঁ সঙ্গঁতি রেখে। তথাপি, যে বিষয়টি খুবই চিত্তাকর্ষক তা হল এইসব এস ডি জি-র মধ্যে সংশ্লিষ্ট কল্যানমূলক মিশন সমূহের মর্মস্থলের অভিষ্ট কর্মগুলি প্রতিফলিত হয়েছে। এইসব জাতীয় মিশনগুলি তাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার ক্ষেত্রে আবহওয়া পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্যাগুলির মোকাবিলা করতে টেকসই উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করা হয়েছে— যা মূলত কর্মসূচিগুলির অপরিহার্য অংশ।

স্বচ্ছ ভারত মিশন(নগর)-এ ভারতকে উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ মুক্ত করা বা ও ডি এফ অর্জনের উপর জোড় দেওয়া হয়েছে এছাড়াও এই মিশনে কঠিন বর্জ ব্যবস্থাপনা ক্ষমতা গঠন এবং সমাজে আচরনগত পরিবর্তন আনয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বার্ষিক 'স্বচ্ছসর্বেক্ষন' সমবায় ও প্রতিযোগিতামূলক মৈত্রীতন্ত্র এই নাগরিকগন কর্তৃক নেতৃত্ব প্রদত্ত 'জন-আন্দোলন'-এর পশ্চাতে চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে। অনুমান করা হচ্ছে ২০২২ সাল নাগাদ এস বি এস ইউ-এর আওতায় যে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে তার ফলে জি এইচ জি নির্গমনের কার্বন ডাই অক্সাইডের ১৭.৪২ মিলিয়ন টন হ্রাস করা সম্ভব হবে।

স্মার্ট সিটি মিশন আমাদের শহরগুলির প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সঙ্গেঁ সঙ্গেঁ প্রশাসনকে উন্নত করতে দায়িত্ব নিচ্ছে। এছাড়াও শহরগুলির ব্যবস্থাপনার স্থীতিশীলতা ও দুর্যোগে মোকাবিলারও দায়িত্ব নিচ্ছে। পাশাপাশি আমাদের নগর কেন্দ্রগুলিতে শক্তি ক্ষমতা ও মোটর-বিহীন পরিবহন ক্ষমতাকে উন্নত করতে স্মার্ট সুমাধান ব্যবস্থা রূপায়ন করছে। উপরন্তু আমাদের শহরগুলির আবহওয়া বিষয়ক স্পর্শকাতর দিকগুলির বিকাশ, ক্লাইমেট স্মার্ট অ্যাসেসমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক প্রয়োগ করা হচ্ছে। এই অত্যাধুনিক কর্মকাঠামো শহরাঞ্চলের অধিবাসিদের জন্য সবুজ ও স্থিতিশীল ব্যবস্থার প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক মানের জীবনযাত্রার মান গড়ে তুলেছে।

এ পর্যন্ত ৪১৭.৫ কিলোমিটার স্মার্ট সড়কের জন্য পরিকাঠামো, ৩০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সৌর প্যানেল এবং ২৫৩.৫ এম এল ডি ক্ষমতাযুক্ত জল পরিশোধন ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সবচে ২০২২ সাল নাগাদ এ সি এম-এর আওতায় জি এইচ জি নির্গমনের মাত্রা কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে ৪.৯৩ মিলিয়ন টনে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

আমরুত-এর ক্ষেত্রে জল সরবরাহ ও ব্যবস্থপনা, শক্তি সক্ষমতা বৃদ্ধি, এবং আরো সবুজ বাতায়ন বৃদ্ধির জন্য ৫০০ মহানগরীকে লক্ষ্য হিসেবে ধার্য করা হয়েছে। বর্তমানে ৩,৭০০ একর জায়গার

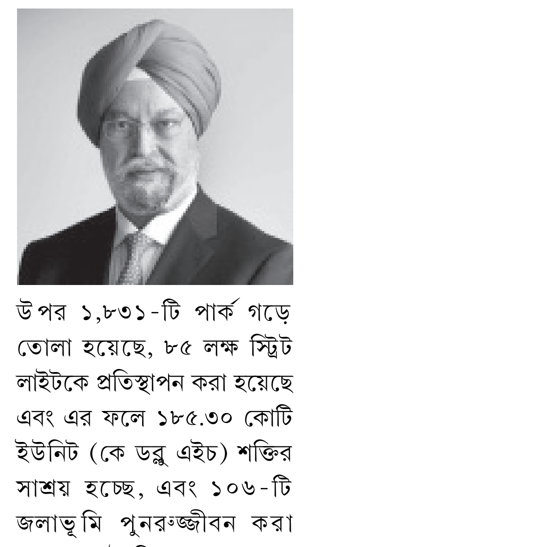

উপর ১,৮৩১-টি পার্ক গড়ে তোলা হয়েছে, ৮৫ লক্ষ স্ট্রিট লাইটকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং এর ফলে ১৮৫.৩০ কোটি ইউনিট (কে ডব্লু এইচ) শক্তির সাশ্রয় হচ্ছে, এবং ১০৬-টি জলাভূমি পুনরুজ্জীবন করা হয়েছে। এই মিশন ২০২২ সাল নাগাদ ৪৮.৫২ মিলিয়ন টন কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমনের পরিমান হ্রাস করতে সক্ষম হবে।

আজ ভারতে পরিবেশগত সচেতনতার রূপান্তরধর্মী ঢেউ, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং সার্বিক উন্নয়ন স্থিতিশীল কর্মসূচির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে। মোদী সরকারের সাত বছরে এ ধরনের নগর উন্নয়নমূলক অগ্রগতি এবং পাশাপাহি স্থিতিশীলতা, দুর্যোগের ঝুঁকি স্থিতিশীলতা, সামাজিক সম্প্রদায় গঠন সরকারের পথ নির্দেশিকার মর্মবাণি হয়ে উঠেছে।

এতা আমাদের পরিবেশ রক্ষা করতে সহায়তা করবে, উপরন্তু আসন্ন দশকে আস্তুতন্ত্র পুরুদ্ধার ও আবহওয়া পরিবর্তনের কারনে যে ঝুঁকি রয়েছে তার সমাধান কল্পে সাহায্য করবে।

(লেখক কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রী)

কেমন আছেন ইটভাটার শ্রমিকরা ?

সুতপা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

কেমন রোনা ভাইরাস আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে অনেক কিছু শিখিয়ে দিল, যার মধ্যে অন্যতম হল সামাজিক অসাম্য। এই সমাজে ধনী আরও ধনী হচ্ছে আর গরিব মানুষ খিদের জ্বালায় সুইসাইড করছে। এ সমাজ আমাদের সামনেই ছিল। শুধু আমরা এই সমাজকে দেখতে পেতাম না। খুব চোখে লাগল দিন কয়েক আগে ইনস্টাগ্রামে স্ক্রল করতে করতে আচমকাই একটা খবর দেখতে পেলাম। হাবড়ার কাছে কোনও একটি ছোট অনটনের জ্বালা সইতে না পেরে সবাই মিলে আত্মহত্যা করেছে। তার পরের খবরটা হল এ দেশের নাগরিকদের ইতালির গুচ্চি পরিবারের তরফে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। কারণ এ দেশের কোনও এক নাগরিককে তারা একটি আড়াই লক্ষ টাকা দামের স্টাইলিশ কুর্তি বিক্রি করেছে। এক দেশ, এক অর্থনীতি, শুধু দুরত্বটা স্বর্গ আর নরকের। একইভাবে চারপাশে অনেক বহুতলের মধ্যে দিয়ে হাটতে হাটতে যখন ইমারতের কারিগরদের খোঁজ নিই, তখন এই অসাম্য এক ভয়াবহ কষ্টের মধ্য নিক্ষেপ করে যার থেকে সংবেদনশীল মানুষরা রেহাই পেতে

পারে না। সেই অনুসন্ধানে হানা দেওয়া গিয়েছিল কয়েকটি ইটভাটায়। কেমন আছেন ইটভাটার শ্রমিকরা- জানতে চাইলে চোখের সামনে ফুটে উঠেছিল বছর বারো (তেরোর গঙ্গা-মুনার ছবিটা। নদীর নামে নামকরণ হয়েছিল দুই বোনের। দু'জনেই এখন অপটু হাতে ইট তৈরির কাজ করছে বাবা-মায়ের সঙ্গে। আদুর গায়ে ধুলো মাটি মাখা। এটাই ইটভাটার চেনা ছবি। এই গঙ্গা যমুনা সলে যায় না। কারণ, তার কোনও

ব্যবস্থাই নেই। ওদের মা বাজুরা বাই, মধ্য তিরিশে ইট বইতে বইতে কোমরখানাই (ভেঙে ফেলেছেন। অবশ্য বাজুরা একাই নন, ইটভাটার অধিকাংশ মাঝবয়সি মহিলা শ্রমিকদের কোমরভাঙা। এবং তথুলক ভাবে দেখতে চাইলে দেখতে পাই ইটভাটার শ্রমিকদের মধ শতকরা ৯০ শতাংশ কর্মীরাই মহিলা। খালি পায়ে মাথায় গরম ইটের বোঝা নিয়ে হাঁটতে হাটতে পায়ে ফাস্কা পড়ে যায়। খোলামাঠের আগুন ঝরানো তাপমাত্রা, ভাটার ভেতরে চুঙি রকাছাকাছি তাপমাত্রা আরও বেশি তার মধ্যেই কাজ চলে প্রায় প্রতিটি ইটভাটায় ঠিকাদাররা শ্রমিকদের "অগ্রিম" প্রদান করে থাকেন, এই ব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রমিকদের পুরো পরিবারকেই ইটভাটার কাজে বাধ্য করা হয়। অগ্রিম বাবদ দেওয়া মাধ্যমে এইশব মজুররা ঠিকাদারের কাছে বাঁধা পড়ে একরকম বন্ধুরা মজদুরে পরিণত হন। অখানে

যেসব শ্রমিক আসেন, তাঁদের মধ্যে শতকরা ৯০ শতাংশই ভূমিহীন কৃষক অথবা প্রান্তিক চাষি। ন্যূনতম মজুরি আইনের কথা এই ইটভাটার অন্দরে গল্প হয়ে যায়। এই মজুরদের মধ্যে কেউই আইনি প্রতিকার চাওয়ার অবস্থায় নেই। মান্ধাতার যুগের অভিবাসী শ্রমিক সংক্রান্ত আইন এইসব পরিযায়ী শ্রমিকদের কোনও সুরক্ষাই দিতে সক্ষম হয় না। বন্ধুয়া মজদুরি ব্যবস্থায় ইটভাটায় কর্মরত মহিলা এবং অল্পবয়সী মেয়ে শ্রমিকদের উপর যৌন নিপীড়নের ঘটনাও শোনা যায়। একটু উঁচু তলার খাতালেখা বাবুটি অথবা ঠিকাদার পক্ষের কেউ যখন লোলুপ দৃষ্টি দিয়ে গঙ্গা, যমুনা, ইছামতী, সরস্বরতীদের উন্নত কৈশোরের দিকে তাকান, ওরা 'ঘরে তোদের মা-বোন নেই' বা 'আ মোলো যা' বলার পরিবর্তে ধন্য হয়ে যায়। ওইটুকু কৈশোর কিন্তু ঠিক জানে এক রাতের যৌনতার মানে ভরপেট খাবারে নিশ্চয়তা। আসানসোল বা তার আশপাশের এলাকায় ইটভাটা শ্রমিকরা অন্যান্য মহিলাদের মতোই বর্জ্যের টিপি থেকে কয়লা সংগ্রহ করেন, এই কয়লা গৃহস্থালির প্রয়োজনে ব্যবহৃত জ্বালানি হিসাবে বিক্রি করে সামান্য দু'পয়সা উপার্জন করা যায়। তাঁদের মতো মানুষরা কয়ল াসংগ্রহ না করলে তা ওখানেই অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকত। তাঁর এই কাজের মাধ্যমে তিনি প্রকৃতপক্ষে দেশের শক্তি সংরক্ষণ করছেন, অথচ আইনের চোখে তিনিই অফরাধী। টালি নির্মাণকারী এক মহিলা শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানতে পারলাম তাঁর ঋণদায়গ্রস্ত পরিবার ঋণ পরিশোধ না করতে পেরে আক্ষরিক অর্থেই মাথার ওপর থেকে ছাদ হারিয়ে বসেছিল। তাঁদের ছাদের টালিগুলিই ছিল একমাত্র সম্পদ, যা বেচে তাঁরা কিছু টাকা জোগাড় করে ঋণের একটি কিস্তি পরিশোধ করতে পেরেছিলেন। যখন তিনি আবার নতুন করে টালি তৈরি করছেন তাঁদের ছাদ ছাওয়ার জন্য। এইসব খনি এলাকার ইটভাটার শ্রমিকরা অনেকেই বর্জ্যের টিপি থেকে কয়লা সংগ্রহ করে থাকেন। দিনান্তে যে দশটি বিশটি টাকা তাঁদের আয় হয়, সেটাই তাঁরে সম্বল। অথচ এই কাজ করতে গিয়ে তাঁদেরও খনি খাদানে বিস্ফোরণ, বিষাক্ত গ্যাস, গুঁড়ো পাথর কণা এবং অন্যান্য বায়ুবাহিত দুষিত পদার্থের দ্বারা গুরুতর ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়। কখনও কখনও, ১২০ টনের ডাম্পার ট্রাক খাদানের প্রান্তে এসে খনি থেকে তোলা উপরিতের মাটি জাতীয় বর্জ্য ঢেলে দেয়, হতদরিদ্র মহিলাদের কেউ কেউ ছুটে এসে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এই মাটি থেকে বর্জ্য কয়লা সংগ্রহ করতে এসে শেষ পর্যন্ত কয়েক টন মাটির তলায় চাপা পড়েন।

অন্যদিকে দক্ষিণ দিকের জেলাগুলিতে ইটভাটার শ্রমিককুল আবার ঝড়বৃষ্টির জন্য কর্মহীন হয়ে পড়েন বহু সময়। ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের তাণ্ডবে বেশ অনেক এলাকার নদীবাঁধ ভেঙে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একাধিক গ্রাম। ব্যাহত হয়েছে জনজীবন। ইয়াসের জেরে কাজ হারিয়েছেন বহু মানুষ। প্রায় একই রকম ছবি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়ার রূপানারায়ণ নদীর তীবরর্তী এলাকার । ইয়াসের তাণ্ডবে প্লাবিত ইট ভাটাগুলি। আর তার জেরেই কাজ হারিয়ে দিশেহারা শ্রমিকরা। পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ার রূপানায়ণ নদীর তাঁর প্রায় কয়েকশো ইটভাটা। তাতেই কাজ করে প্রায় কয়েক হাজার শ্রমিক। কিন্তু ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের জেরে কাজ হারাতে হয়েছে তাঁদের বাঁধ ভেঙে সমুদ্রে জল ঢুকে গিয়েছে ইটভাটাগুলিতে। নষ্ট হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকার কাঁচা ইট, কয়লা। এমনকি ইটভাটার চুল্লিগুলির মধ্যেও সমুদ্রের জল ঢুকে পড়ে। সেই কারণেই প্রায় কয়েক কোটি টাকার ক্ষতির মুখে ইটভাটার মালিকরা। ইটভাটার চুল্লিগুলির মধ্যে জল ঢুকে পড়ায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য ভ্যাটি বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন ইটভার মালিকরা। এই অবস্থায় ভাটা পুনরায় চালু করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে মালিকদের। মালিকরা সরকারের কাছে অনুরোধ জানন, সরকার যেন কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

অন্যদিকে ইটভাটা বন্ধ হওয়ায় কাজ হারিয়ে দিশেহারা শ্রমিকরা। লকডাউনের কারণে ভিনরাজ্যে গিয়েও কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। ফলে সংসার চালানো দায় হয়ে পড়েছে। কবে সারাই হবে বাঁধ। কবেই বা ফিরে আসবে ইটভাটার পুরনো শ্রী। আশায় দিন গুনছেন ইটভারা শ্রমিকরা। চক্রাকার এবং অসংগঠিত শ্রমিকদের স্থায়ী সংগঠিত শ্রমিকদের সঙ্গে তুলনা করা যায় না, কারণ শিল্পবিপ্লবের জেরে খামার থেকে কারখানায় অর্থাৎ স্থানান্তরিত হয়েছেন। তবে চক্রাকার পরিযান ভারতেই একমাত্র দেখা যায় এমন নয়। অন্তর্বর্তী পরিযায়ীরা আন্তর্জাতিক পরিযায়ীর তুলনায় সংখ্যা, বেশি, অনুপাতের হিসেবে ৩:২। বহু অন্তর্বর্তী পরিযায়ীরাই অসংগঠিত অর্থনীতিতে যুক্ত। অভিযোগ, ভিনরাজ্য থেকে ইটভাটায় কাজে আসা শ্রমিকরা বঞ্চনার শিকার। শিক্ষার অধিকার হারাচ্ছে তাঁদের ছেলেমেয়েরা। গঙ্গা, সরস্বতী, দামোদর, রূপনারায়ণ, ইছামতী, চুর্ণীর ধারে এই ইটভাটায় দেড়শো-দু'শো পরিযায়ী শ্রমিক কাজ করেন। এঁরা মূলত ঝাড়খণ্ড, বিহারের বাসিন্দা। অক্টোবর থেকে জুন- অর্থাৎ বর্ষার আগে পর্যন্ত কাজ চলে। এক চিলতে অন্ধকারের ঘরেই তাঁদের বাস। বোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই শুরু হয়ে যায় কাজ। চুল্লির ধোঁয়া উঠতে শুরু করে আকাশপানে। ইটভাটায় কাজ চলে দিনভর, রাত জুড়ে। আহ্নিক গতি-বার্ষিক গতি, সব জুড়েই কাজের একই গতি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার হারাধন সংঘে করোনা টিকাকরণ কর্মসূচি। ছবি- নিজস্ব।

বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা ওড়ালেন শচীন পাইলট

নয়াদিল্লি, ১১ জুন (হি.স.) : বিজেপিতে নিজের যোগদানের জল্পনা উড়িয়ে দিলেন স্বয়ং কংগ্রেস নেতা শচীন পাইলট। শুক্রবার তিনি বলেন, বিজেপি থেকে কেউ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। এদিন উত্তরপ্রদেশের বিজেপি নেতা রিতা বহুগুণা যোশি বলেন, জিতিন প্রসাদের পরে রাজস্থানের কংগ্রেস নেতা শচীন পাইলটও তাঁদের দলে যোগ দিতে চলেছেন। এদিন রিতা বহুগুণা যোশির মন্তব্য সেই জল্পনাকেই উস্কে দেয়। কিন্তু শচীন নিজে গেরুয়া পার্টিতে যোগ দেওয়ার সব জল্পনা উড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, বিজেপি থেকে কেউ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। রিতা বহুগুণা নিজে ২৫ বছর ধরে কংগ্রেস করেছেন। পরে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। এদিন রাজস্থানের কংগ্রেস নেতা বলেন, ”রিতাজি বলেছেন, তাঁর সঙ্গে শচীনের কথা হয়েছে। তিনি হয়তো শচীন তেণ্ডুলকরের সঙ্গে কথা বলেছেন। আমার সঙ্গে তাঁর কথা বলার সাহসই নেই।” কংগ্রেস গত বছর অভিযোগ করে, বিজেপি রাজস্থানে অশোক গহলৌতের সরকার ফেলার জন্য শচীনকে টোপ দিয়েছে। শচীনও কংগ্রেস ত্যাগের জন্য প্রায় প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু রাহুল গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকের পরে তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন।

তাঁর কথায়, ”আমাদের পার্টি নেতৃত্ব কী করেছেন বা করেননি, তা নিয়ে আমি কোনও কথা বলব না। এখন অনেক সিদ্ধান্তই আদর্শের ভিত্তিতে নেওয়া হচ্ছে না। এখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে প্রসাদ রাম পলিটিক্সের ভিত্তিতে।” পরে তিনি বলেন, ”একসময় ছিল আয়ারাম গয়ারাম পলিটিক্স। পশ্চিমবঙ্গে কী হয়েছিল আমরা সবাই দেখেছি। অনেকে ভাবল, বিজেপি জিতবে। তাই তারা দলত্যাগ করল। এক্ষেত্রে কেউ আদর্শের ভিত্তিতে ভোটে লড়ছে না। তারা ভাবছে, ভোটে জিতলে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হবে।”

শরদ পাওয়ারের বাড়িতে প্রশান্ত কিশোরের সঙ্গে বৈঠককে ঘিরে রাজনৈতিক জল্পনা তুঙ্গে

মুম্বই, ১১ জুন (হি.স.) : ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোরের মুম্বই সফর ঘিরে রাজনৈতিক জল্পনা তুঙ্গে। বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ারের বাড়িতে শুক্রবার দ্বিপ্রাহরিক আহার করতে যাওয়া প্রশান্ত কিশোর অবশ্য জানিয়েছেন, এই সাক্ষাৎ নেহাতই সৌজন্য সাক্ষাৎ। কিন্তু অনেকেই এই বৈঠককে ‘মিশন ২০২৪’-এর সূচনা পর্ব হিসেবে ধরে নিচ্ছেন। যদিও তেমন কোনও দাবি প্রশান্ত বা শরদ পাওয়ার কারও তরফেই করা হয়নি। প্রশান্ত জানিয়েছেন, সদস্যসমাপ্ত পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ু নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও এমকে স্টালিনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন বর্ষীয়ান শরদ। সেই কারণেই নির্বাচনে মমতা-স্টালিনের সাফল্যের পর শরদ পাওয়ারকে ধন্যবাদ জানাতেই তাঁর বাড়ি গিয়েছেন প্রশান্ত। কিন্তু প্রশান্তের এমন দাবিকে উড়িয়ে দিচ্ছে ওয়াকিবহাল মহল। মনে করা হচ্ছে, আপাত ভাবে তুচ্ছ হিসেবে একে যতই দেখাতে চাওয়া হোক, ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের সলতে পাকানোর কাজ হয়তো আজই শুরু হয়ে গেল। যদিও ২ মে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের সাফল্যের পরই প্রশান্ত কিশোর জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি আপাতত এই কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চান। তবে প্রশান্ত এমন কথা বললেও অনেকেই মনে করছেন, প্রশান্ত মুখে যাই বলুন রাজনীতির সঙ্গে তাঁর সংশ্রব এখনও শেষ হয়নি। এবার শরদ পাওয়ারের বাড়িতে তাঁর এই ঝটিকা সফর ঘিরে নতুন করে তৈরি হল জল্পনা? তাহলে কি আগামী লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর উলটো দিকে কোনও মুখকে তুলে ধরা নিয়ে আলোচনাই আজকের এই ‘সৌজন্য’ সাক্ষাতের আড়ালের আসল উদ্দেশ্য? সেই মুখ কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? উত্তর সময়ই দেবে। মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

পেট্রোল-ডিজেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, করিমগঞ্জে কংগ্রেসের বিক্ষোভ

করিমগঞ্জ (অসম), ১১ জুন (হি.স.) : পেট্রোল ও ডিজেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে দেশের সাধারণ জনগণের নাভিশ্বাস চরমে উঠেছে। বিজেপি শাসনামলে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি চরম শিখরে পৌঁছেছে। আর এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে সাধারণ মানুষের ওপর। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার সমগ্র দেশব্যাপী বিভিন্ন পেট্রোল পাম্পের সামনে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে প্রতীকী বিক্ষোভ প্রদর্শন কর্মসূচি পালন করেছে কংগ্রেস। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরার নির্দেশে করিমগঞ্জ কংগ্রেসও প্রতীকী বিক্ষোভ প্রদর্শন কর্মসূচি পালন করেছে।

করিমগঞ্জ শহরের শিলচর রোডে সেন-কো পেট্রোল পাম্পের সামনে দু-ঘণ্টার প্রতীকী বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন জেলা কংগ্রেসের নেতারা। শুক্রবার সকাল দশটায় প্রতীকী বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু হয়। দুপুর দুটোয় বিক্ষোভ প্রদর্শনে যতি টানেন কংগ্রেস নেতাগণ। পেট্রোপণ্যের অস্বাভাবিক মুল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় সরকারকে টার্গেট করে কংগ্রেস নেতাগণ বিভিন্ন স্লোগানে এলাকা সরগরম করে তুলেন। কংগ্রেস নেতারা বলেন, কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ সরকারের শাসনামলে পেট্রোল ডিজেলের ট্যাক্স ছিল ৯ টাকা ২০ পয়সা। কিন্তু বিজেপি শাসনামলে এই ট্যাক্স গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৩২ টাকায়। বিজেপি সরকার কর্তৃক পেট্রোপণ্যের ওপর ধার্য অতিরিক্ত ট্যাক্স দেশের জনগণকে নাজেহাল করে তুলেছে। একটু একটু করে বাড়তে বাড়তে পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি চরম শিখরে গিয়ে পৌঁছেছে। স্বাধীন ভারতবর্ষে একমাত্র বিজেপি শাসনামলেই পেট্রোল ডিজেলের দাম রেকর্ড সংখ্যক বার বেড়েছে বলেও কংগ্রেস নেতারা অভিযোগ করেন। পেট্রোপণ্যের ওপর থেকে সম্পূর্ণ শুল্ক প্রত্যাহার করারও দাবি জানান কংগ্রেস নেতারা। সেই সঙ্গে সকল প্রকার জ্বালানি তেলকে জিএসটির আওতায় আনারও জোরদার দাবি উত্থাপন করেন তাঁরা। বলেন, প্রায় প্রতিদিনই নিয়ম করে পেট্রোপণ্যের দাম বাড়ছে। কোনও দিন আবার দাম অপরিবর্তিত থাকছে। কিন্তু পেট্রোল ডিজেলের দাম কমার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। ফলে প্রতিদিন রাত পোহালেই চিন্তা বাড়ছে সাধারণ মানুষের।

এদিনের প্রতিবাদী বিক্ষোভ প্রদর্শনে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেন জেলা কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি বিশ্বজিৎ ঘোষ, সহ-সভাপতি উত্তম মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেসের প্রশাসনিক সাধারণ সম্পাদক সুব্রত দেব, মুখপাত্র শুভঙ্কর দাস, সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ নাগ, জেলা মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সংঘমিত্রা দাস, আইনজীবী অসীম দেব, সৈয়দ জাহান, সন্দীপ নন্দী, রাজেন চৌধুরী, প্রদীপ কুরি, ভিকি কুরি সহ দলের বিভিন্ন স্তরের কর্মী।

শিক্ষামন্ত্রী ডা. পেগুর হাতে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে আর্থিক সাহায্যের চেক করিমগঞ্জ যুবমোর্চার

করিমগঞ্জ (অসম), ১১ জুন (হি.স.) : করোনা অতিমারির সঙ্গে লড়াইয়ে সরকারের পাশে দাঁড়ালো করিমগঞ্জ জেলা বিজেপি যুবমোর্চা। সেবা-ই সংগঠন, এই কর্মসূচির অধীনে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছে যুবমোর্চা। শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগুর হাতে সহায়তা রাশির চেক তুলে দেন জেলা যুব মোর্চার সভাপতি অমিত পাল।

শিক্ষামন্ত্রী একদিনের কর্মসূচি নিয়ে শুক্রবার করিমগঞ্জ সফরে এসেছিলেন। বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানের ফাঁকে শিক্ষামন্ত্রী দলীয় কার্যকর্তাদের সঙ্গে এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাতে জেলা সদর কার্যালয় শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতি ভবনে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে জেলার দলীয় কার্যকর্তাদের সঙ্গে তিনি বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে মতবিনিময় করেন। যুবমোর্চার পক্ষ থেকে জেলা সভাপতি অমিত পাল শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগুকে পশমি শাল পরিয়ে অভ্যর্থনা জানান। সেই সঙ্গে করোনা মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে সহায়তা রাশির একটি চেকও শিক্ষামন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয় জেলা যুবমোর্চার ১১টি মণ্ডলের পক্ষ থেকে।

করোনা অতিমারির হাত থেকে সাধারণ জনগণকে রক্ষা করতে যুবমোর্চা গত এক বছর থেকে নিরন্তর প্রয়াস জারি রেখেছে। গত বছর করোনার প্রথম ঢেউয়ের সময়ও সংক্রমণ প্রতিরোধে বিভিন্ন ভাবে জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছিল যুবমোর্চা। পরিস্থিতির শিকার অসহায় লোকেদের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী সহ মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণ করেন যুবমোর্চার কার্যকর্তারা। এবারও সেবা-ই সংগঠন কর্মসূচির অধীনে অসহায়দের মধ্যে খাবার বিতরণ সহ সাধারণ জনগণের মধ্যে মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণ অব্যাহত রেখেছে জেলা যুব মোর্চা। শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগুর হাতে সহায়তা রাশির চেক তুলে দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবমোর্চার সাধারণ সম্পাদক পাপ্পু কুরি, দেবাংশু গুপ্ত, দিগ্বিজয় ধর, স্বরাজ চৌধুরী, সুরজিৎ শীল, পিনাকপানি দাস, রকি দাস প্রমুখ।

দিল্লি থেকে অমৃতসর, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে প্রতিবাদ কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১১ জুন (হি.স.): পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধিতে নাজেহাল সমগ্র দেশবাসী। একটু একটু করে বাড়তে বাড়তে মূল্যবৃদ্ধির শিখরে পৌঁছেছে দুই জ্বালানি তেলের দাম। স্বাভাবিকভাবেই পকেটে টান পড়ছে সাধারণ মানুষের। এমতাবস্থায় শুক্রবার দেশব্যাপী বিভিন্ন পেট্রোল পাম্পের সামনে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে প্রতীকী বিক্ষোভ প্রদর্শন করল কংগ্রেস। দিল্লি থেকে অমৃতসর, হুবলি থেকে জলন্ধর-দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতীকী বিক্ষোভ প্রদর্শন করল কংগ্রেস।

দিল্লিতে এদিন বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় কংগ্রেস নেতা কে সি বেণুগোপাল জানিয়েছেন, ’যখন ইউপিএ ক্ষমতায় ছিল, তখন পেট্রোল ও ডিজেল ট্যাক্স ছিল ৯.২০ টাকা। তা এখন ৩২ টাকা। পেট্রোল-ডিজেলের উপর থেকে সম্পূর্ণ শুল্ক আরোপ প্রত্যাহার করা হোক, এই দাবি জানাচ্ছি আমরা। জিএসটি-র আওতায় আনতে হবে জ্বালানি তেল।’ দিল্লির পাশাপাশি এদিন পঞ্জাবের অমৃতসর, জলন্ধর, কর্ণাটকের হুবলি সর্বত্র জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে প্রতীকী বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

বিতর্কসভায় বেফাঁস মন্তব্য! চিত্র পরিচালক আয়েশার দেশদ্রোহের মামলা

লাক্ষাদ্বীপ, ১১ জুন (হি.স.): লাক্ষাদ্বীপের মানুষদের উপর আঘাত হানতে করোনাভাইরাসকেই জৈব অস্ত্র’ হিসেবে ব্যবহার করছে কেন্দ্রীয় সরকার। টিভি চ্যানেলের বিতর্কসভায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এমন মন্তব্যের অভিযোগে চলচ্চিত্র পরিচালক আয়েশা সুলতানার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের মামলা দায়ের করল বিজেপি-র লাক্ষাদ্বীপের শাখা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আয়েশার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে লাক্ষাদ্বীপ পুলিশ।

আয়েশার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের মামলা ছাড়াও বিদ্বেষমূলক মন্তব্যের অভিযোগ আনা হয়েছে। পরিচালক নিজে লাক্ষাদ্বীপের বাসিন্দা। তিনি প্রথম চলচ্চিত্র পরিচালক এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের। বিতর্কসভায় আয়েশার বক্তব্য ছিল, মহামারীর প্রথম ঢেউয়ে লাক্ষাদ্বীপে একটিও সংক্রমণ ধরা পড়েনি। কিন্তু গত ডিসেম্বরে প্রফুল্ল প্যাটেল নতুন প্রশাসক হয়ে আসার পর থেকেই একের পর এক তুঘলকি আইন-বিধি চালু হচ্ছে। যার জেরে দ্বিতীয় ঢেউয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সংক্রমণ। তাঁর মতে, লাক্ষাদ্বীপের মানুষদের উপর আঘাত হানতে করোনাভাইরাসকেই জৈব অস্ত্র’ হিসেবে ব্যবহার করছে কেন্দ্রীয় সরকার।

তাৎপর্যপূর্ণ দিল্লি সফর, মোদী ও নাড্ডার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন যোগী

নয়াদিল্লি, ১১ জুন (হি.স.): দু”দিনের সফরে বৃহস্পতিবার দিল্লিতে এসেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। প্রথম দিনই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করেছিলেন যোগী, পরবর্তী দিন শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন যোগী আদিত্যনাথ। শুক্রবার সকালেই প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন, ৭ লোক কল্যাণ মার্গে পৌঁছে যান যোগী আদিত্যনাথ। সেখানে বেশ কিছু সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন যোগী আদিত্যনাথ।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে যোগী আদিত্যনাথ চলে যান বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডার বাসভবনে। সেখানে নাড্ডার সঙ্গেও বেশি কিছু সময় ধরে কথা বলেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী ও নাড্ডার সঙ্গে কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে যোগীর, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা চলছে। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন উত্তর প্রদেশে। কিন্তু, যোগী সরকারের বিরুদ্ধে কোভিড নিয়ে নানা বিতর্ক উঠেছে। বিরোধীরা তো বটেই, রাজ্য বিজেপি-র অন্দরেও যোগীর ভূমিকা নিয়ে একটা অসন্তোষ দানা বেঁধেছে বলে সূত্রের খবর। এমতাবস্থায় মোদী, শাহ ও নাড্ডার শরণে এলেন আদিত্যনাথ।

প্রয়াত বিশিষ্ট সমাজকর্মী রাধামোহন, শোকে বিহ্বল প্রধানমন্ত্রী

ভুবনেশ্বর, ১১ জুন (হি.স.): প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী, অর্থনীতির অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং পদ্মশ্রী রাধামোহন। ভুবনেশ্বরের বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার মধ্যরাত বারোটা নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে বিশিষ্ট সমাজকর্মী রাধামোহনের বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। শ্বাসকষ্ট-সহ অন্যান্য শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে ভুবনেশ্বরের হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন পদ্মশ্রী রাধামোহন। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে পরলোক গমন করেছেন তিনি। কৃষিক্ষেত্রে অবদানের জন্য ২০২০ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন রাধামোহন ও তাঁর মেয়ে সবরমতী।

কৃষিক্ষেত্রে অন্নদাতাদের উপকারের জন্য ”সম্ভব” নামক একটি সামাজিক সংগঠন খুলেছিলেন রাধামোহন। ওড়িশা সরকার তাঁকে উৎকল সেবা সম্মানে ভূষিত করেছিল। ১৯৪৩ সালে ওড়িশার নারায়ণগড়ের ছোট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রাধামোহন। তিনি অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। রাধামোহনকে রাজ্যের ইনফরমেশন কমিশনার নিযুক্ত করেছিল ওড়িশা সরকার।

অধ্যাপক রাধামোহনের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টুইট করে শোক-বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ’কৃষির প্রতি ভীষণ অনুরাগী ছিলেন অধ্যাপক রাধামোহন। অর্থনীতি ও বাস্তুশাস্ত্র সম্পর্কিত বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের জন্যও তিনি শ্রদ্ধেয়। তাঁর প্রয়াণে ব্যথিত। পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা। ওম শান্তি।’

ফের সন্ত্রাসী উপদ্রব, শোপিয়ানে বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ জঙ্গিদের

শ্রীনগর, ১১ জুন (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের উপদ্রব বেড়েই চলেছে। এবার জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলায় পুলিশ ও সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর জওয়ানদের লক্ষ্যে করে গুলি চালাল জঙ্গিরা। সন্ত্রাসী হামলায় হতাহতের কোনও খবর নেই। শুক্রবার দুপুরে শোপিয়ান জেলার জাইনাপোরা এলাকার আগলারে পুলিশ ও সিআরপিএফ জওয়ানদের যৌথ বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানায় হয়েছে, শুক্রবার দুপুরে শোপিয়ান জেলার জাইনাপোরা এলাকার আগলারে পুলিশ ও সিআরপিএফ জওয়ানদের যৌথ বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। হামলা চালানোর পরই জঙ্গিরা পালিয়ে যায়, যদিও এদিনের হামলায় হতাহতের কোনও খবর নেই। হামলা চালানোর পরই জঙ্গিরা পালিয়ে যায়, গোটা এলাকা ঘিরে চিরুনি তল্লাশি চালিয়েও সন্ত্রাসবাদীদের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।’

সম্পূর্ণ সুস্থ দিলীপ কুমার, হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলেন প্রবীণ অভিনেতা

মুম্বই, ১১ জুন (হি.স.): সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন প্রবীণ অভিনেতা দিলীপ কুমার। শুক্রবার মুম্বইয়ের পিডি হিন্দুজা হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে অভিনেতা দিলীপ কুমারকে। স্বামী সুস্থ হয়ে ওঠায় খুশি অভিনেতার স্ত্রী সায়রা বানু। সায়রা বানু জানিয়েছেন, ’আমরা ভীষণ খুশি। ফুসফুস থেকে জল সরেছে। তিনি এখন বাড়ি যাচ্ছেন। প্রার্থনার জন্য সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।’শ্বাসকষ্ট ও অক্সিজেনের সমস্যায় গত রবিবার মুম্বইয়ের পি ডি হিন্দুজা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল ৯৮ বছর বয়সী দিলীপ কুমারকে। দিলীপ কুমারের দু”টি ফুসফুসেই জল জমে যায়। বিগত কিছু দিন চিকিৎসকরা তাঁকে প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণে রেখেছিলেন। অক্সিজেন সাপোর্টেও রাখা হয়েছিল অভিনেতা দিলীপ কুমারকে। চিকিৎসার পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে শুক্রবার বাড়ি ফিরলেন দিলীপ কুমার।

প্রবল বর্ষণে জনজীবন বিপর্যস্ত মুম্বইয়ে, জলমগ্ন বহু রাস্তা

মুম্বই, ১১ জুন (হি.স.): বর্ষার আগমণ হয়েছে গত ৯ জুন, অবিরত বৃষ্টিতে সেই দিনই নাজেহাল হতে হয়েছিল মুম্বইকে। মাঝে একদিন পর, শুক্রবার আবারও টানা বর্ষণে বিপর্যস্ত হল বাণিজ্যনগরীর জনজীবন। একটানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে আন্ধেরি পূর্ব, মাহিম, সিওন প্রভৃতি এলাকা।মুম্বইয়ের সিওন এলাকা, মাতুঙ্গার কিং সার্কেলও একেবারে জলের তলায় চলে গিয়েছে, মুম্বইয়ে অবিরাম বৃষ্টির জেরে জল জমে যায় আন্ধেরির সাবওয়েতে। টানা বর্ষণে বাণিজ্যনগরীর বিস্তীর্ণ এলাকা একেবারে জলের তলায়। বৃষ্টি এখনও থামেনি বরং বর্ষণ বাড়ছে। রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় ধীর গতিতে চলাচল করছে যানবাহন। আইএমডি (মুম্বই) জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় মুম্বাইয়ের কোলাবাতে ২৩.৪ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে, সান্তাক্রুজে বৃষ্টি হয়েছে ১০৭.৪ মিলিমিটার।

ভারতে ৩৭.৪২-কোটির ঊর্ধ্বে কোভিড টেস্ট, সুস্থতা ৯৪.৯৩ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১১ জুন (হি.স.): ভারতে ৩৭.৪২-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১০ জুন সারা দিনে ভারতে ২০,৪৪,১৩১ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৩৭,৪২,৪২,৩৮৪-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ২০,৪৪,১৩১ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৯১ হাজার ৭০২ জন।

সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ফের কমল ভারতে, বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ৪৬,২৮১। ৪৬ হাজার ২৮১ জন কমে যাওয়ার পর ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ১১ লক্ষ ২১ হাজার ৬৭১-তে (৩.৮৩ শতাংশ) পৌঁছেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১, ৩৪,৫৮০ জন। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ৩,৬৩,০৭৯ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.২৪ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৩,৪০৩ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,৭৭,৯০, ০৭৩ জন (৯৪.৯৩ শতাংশ)।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

বারামুল্লায় আগুনে গৃহহীন অসংখ্য পরিবার, আহত ৬ জন

শ্রীনগর, ১১ জুন (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলায় বিধ্বংসী আগুন ভস্মীভূত হয়ে গেল কমপক্ষে ১৫টি বাড়ি। গৃহহীন হয়ে পড়েছে অসংখ্য পরিবার, আহত হয়েছেন ৬ জন। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কমপক্ষে ১৭০-২০০ জন। বৃহস্পতিবার রাতের আগুন দমকল ও সেনাবাহিনীর তৎপরতায় শুক্রবার ভোররাত দু”টো নাগাদ নিয়ন্ত্রণে এসেছে। বৃহস্পতিবার রাতে বারামুল্লা জেলার নূরবাগ এলাকায় একাধিক বাড়িতে আগুন লাগে। গ্যাস লিকেজ থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে মনে করা হচ্ছে।আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ১৫টি বাড়িতে। দমকল আসার আগেই আগুন ভয়াবহ রূপ নেয়। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে প্রত্যেকটি বাড়ি। দমকলের সঙ্গে আগুনের নেভানোর কাজে হাত লাগায় ভারতীয় সেনা। দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর শুক্রবার ভোররাত দু”টো নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অগ্নিকাণ্ডে ৬ জন আহত হয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কমপক্ষে ১৭০-২০০ জন।

৯০-হাজার ছুঁইছুঁই কোভিড-সংক্রমণ, ব্রাজিলে মৃত্যু আরও ২,৩৪৪ জনের

রিও ডি জেনেইরো, ১১ জুন (হি.স.): ব্রাজিলে করোনার আগ্রাসন কমছেই না, মৃত্যুর সংখ্যাও উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা-সংক্রমিত ২,৩৪৪ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৯,৮০২ জন। ফলে ব্রাজিলে ৪ লক্ষ ৮২ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারা দিনে) ব্রাজিলে নতুন করে ২,৩৪৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৮২ হাজার ১৩৫-তে পৌঁছেছে। আগের দিনের তুলনায় ব্রাজিলে প্রায় দু”হাজার বেড়েছে নতুন আক্রান্তের সংখ্যা, বৃহস্পতিবার সারাদিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৮৯,৮০২ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১৭,২১৫,১৫৯ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১৫,৬৭০,৭৫৪ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,০৬২,২৭০ জন।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

১৫ হাজারের ঊর্ধে সংক্রমণ, আমেরিকায় করোনায় মৃত্যু ৪২৪ জনের

ওয়াশিংটন, ১১ জুন (হি.স.): আমেরিকায় আরও ৪২৪ জনের প্রাণ কেড়ে নিল করোনাভাইরাস, পাশাপাশি আক্রান্তের সংখ্যা ১৪ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল। মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ৪২৪ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। আমেরিকায় বৃহস্পতিবার সারাদিনে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৪,৮৮০ জন। ফলে আমেরিকায় ৩৪,২৭৫,৭৮৩-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের মোট সংক্রমণ।আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৪২৪ বেড়ে আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৬ লক্ষ ১৪ হাজার ০০৭ জনের। আমেরিকায় সুস্থতার হার দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে। মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ২৮,২৭৮,৩৯৪ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৫৩ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩৮২ জন।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

তিনি সব কিছুতেই ভীত, নাম-না করেই মোদীকে খোঁচা রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১১ জুন (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিশানা করে ফের আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। এবার অবশ্য নাম-না করেই প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করেছেন রাহুল। কংগ্রেস সাংসদ শুক্রবার টুইটে লিখেছেন, ’সত্যি থেকে, প্রশ্ন থেকে ও কার্টুন থেকে-তিনি সব কিছুতেই ভীত।’ এদিন বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করে রাহুল আরও একটি টুইটে লিখেছেন, ’জিডিপি ক্রাশ করছে, বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে, জ্বালানির দাম আকাশছোঁয়া, আর কতভাবে দেশকে লুটবে বিজেপি?

রাহুল প্রতিদিনই নেটমাধ্যমে কোনও না কোনও বিষয়ে নরেন্দ্র মোদী সরকারকে আক্রমণ করেন। কখনও আবার নাম নিয়েই প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোপ দাগেন সোনিয়া-পুত্র। শুক্রবার অবশ্য কারও নাম নেননি রাহুল। তিনি শুধু টুইটে লিখেছেন, ’সত্যি থেকে, প্রশ্ন থেকে ও কার্টুন থেকে-তিনি সব কিছুতেই ভীত।”” রাহুলের এদিনের টুইটের নিশানায় যে প্রধানমন্ত্রী, তা বুঝতে খুব বেশি দেরি হয়নি রাজনৈতিক মহলের।

পাকিস্তানে উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই বাস, মৃত্যু ১৮ জনের

ইসলামাবাদ, ১১ জুন (হি.স.): পাকিস্তানের বালুচিস্তান প্রদেশে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি বাস। বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১৮ জনের। শুক্রবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বালুচিস্তান প্রদেশের খুজদারে। যাত্রীবোঝাই বাসটি ওয়াধ থেকে দাদু অভিমুখে যাচ্ছিল, বালুচিস্তান প্রদেশের খুজদার জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় বাসটি। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ১৫ জনের, পরে আরও ৩ জনের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৩০ জন।

পুলিশ সূত্রের খবর, শুক্রবার ওয়াধ থেকে দাদু অভিমুখে যাচ্ছিল একটি যাত্রীবাহী বাস, খুজদার জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় বাসটি। দুর্ঘটনাস্থলেই ১৫ জনের মৃত্যু হয়। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

মানসিক স্বাস্থ্যের বারোটা বাজায় যেসব জনপ্রিয় খাবার

বিষণ মনে কফি পান করছেন চাঙা হতে? বরং মাথায় রাখুন ক্যাফেইন মানসিক স্বাস্থ্যে বিরূপ প্রভাব ফেলে।

খাদ্যাভ্যাস শুধু শরীরে নয় মনের ওপরেও প্রভাব রাখে। মানসিক চাপে থাকলে অনেক সময় ভাজা-পোড়া মুখরোচক খাবার খেতে ইচ্ছে হয়। মন খারাপে সময়ে কাটাতে অনেকেই কফি পান করেন। কেউ আবার দেবদাস হয়ে মদও ধরেন।

তবে বিষয় হল এগুলোর কোনোটাই মনের স্বাস্থ্যে ভালো প্রভাব ফেলে না। কেনো?

এই বিষয়ে 'ইট দিস নট দ্যাট' ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বিস্তারিত জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ সিডনি গ্রিন।

ক্যাফেইন: কফি, চকোলেট, সোডা বা এই ধরনের ক্যাফেইন সমৃদ্ধ পানীয় বা খাবার মনের ওপর প্রভাব ফেলে। গ্রিনের মতে, "খাদ্যাভ্যাসে অতিরিক্ত ক্যাফেইন যোগ করা উদ্বেগ বাড়ায়। অতিরিক্ত বলতে ৪০০ মি.গ্রা. বা ৪ কাপের বেশি কফি। কারণ এটা মস্তিষ্কের যে অংশ হুমকি বা বিপদ চিহ্নিত করে সে অঞ্চল উদ্দীপ্ত করে।" এছাড়াও ক্যাফেইন উদ্বেগ কমাতে সক্ষম মস্তিষ্কের এমন অঞ্চলকে অকেজো করে দেয়। আর যদি মন-মানসিকতা খারাপ থাকে অর্থাৎ মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে জটিলতায় থাকলে অতিরিক্ত ক্যাফেইন সমস্যা আরও বাড়িয়ে দেয়। অ্যালকোহল

দেবদাস হয়ে মদ পান করছেন? তবে মাথায় রাখুন, মানসিক যন্ত্রণা আরও ভয়াবহ করে তোলে অ্যালকোহল।

গ্রিন বলেন, "সারা রাত অ্যালকোহল বিপাকে শরীরকে পরিশ্রম করতে হয়। ফলে ভালো ঘুমের পর্যায় যেতে বেগ পেতে হয়। যা সামগ্রিকভাবে ঘুমের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।"

তিনি আরও বলেন, "গবেষণায় দেখা যায়, ১০ ঘণ্টা ঘুমের ঘাটতি দেহে ৫০০ ক্যালরি বাড়িয়ে দেয় যা মন মেজাজের ওপর বিরক্তিকর প্রভাব ফেলে।" ঘুম চক্রকে অবহেলা করা ঠিক নয়। এটা মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে এবং অ্যালকোহল গ্রহণ, বিশেষ করে রাতে পান করা মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

কৃত্রিম মিষ্টি মন ভালো রাখতে প্রক্রিয়াজাত খাবার ও কৃত্রিম মিষ্টি থেকে দূরে থাকা প্রয়োজন। গ্রিন বলেন, "গবেষণায় প্রাথমিকভাবে জানা গেছে কৃত্রিম মিষ্টি অন্ত্রে ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে পেটের স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। যা মন খারাপ ও উদ্বেগের মাত্রা বাড়ায়। তবে এই ক্রিয়া কীভাবে সংগঠিত হয় তা জানার জন্য আরও গবেষণার প্রয়োজন।"

মহামারীর সময়ে অনেকেই মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা ভুগছেন। এর মাত্রা আরও বেড়ে যায় প্রক্রিয়াজাত খাবার ও চা বা পানীয়তে কৃত্রিম মিষ্টি যোগ করলে।

ভাজা খাবার ভাজা-পোড়া খাবার স্বাস্থ্যের জন্য যে ভালো না তা জানা কথা। তবে এই ধরনের খাবার শরীরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলার পাশাপাশি মনের ওপরেও বাজে প্রভাব ফেলে। জাপানের 'নিপ্পন মেডিকেল স্কুল' ও 'সেন্টার ফর পাবলিক হেল সায়েন্স'য়ের গবেষণা অনুযায়ী, ভাজাপোড়া খাবার হতাশার সহনশীলতার মাত্রা কমায়। ২০১৬ সালে করা এই গবেষণার ফলাফলে জানানো হয়, ভাজাপোড়া খাওয়া হতাশা বা উদ্বেগের মাত্রা বাড়িয়ে তোলে। তাছাড়া এটা কেবল শরীরই খারাপ করে না পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যেরও অবনতি ঘটায়।

স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস বাজে খাবারের প্রতি ঝোঁক কমায়

কদিন পর দেখা যায় ফিরে আসে মুখরোচক খাবারের প্রতি ঝোঁক। তবে প্রতিদিন স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার অভ্যাস গড়লে শুধু যে অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার ইচ্ছে কমে তা নয়। পাশাপাশি শরীর ও মন দুটোই ভালো থাকে।

স্বাস্থ্যকর খাবারের আগ্রহ সৃষ্টি

যুক্তরাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য-বিষয়ক প্রতিষ্ঠান 'ব্যালেন্স ওয়ান সাপ্লিমেন্ট'য়ের পুষ্টিবিদ ট্রিস্টা বেস্ট বলেন, "স্বাস্থ্যকর ও সুষম খাবারের প্রতি মনোযোগ দিলে দেহ নিজে থেকেই অস্বাস্থ্যকর খাবারের প্রতি ঝোঁক হ্রাস করে।" ইটদিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি আরও বলেন, "এর কারণ হল আমাদের শরীর এতে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং নিজে থেকেই বাজে খাবার থেকে দূরে থাকতে আগ্রহ বোধ করে।"

ভাজাপোড়া খাওয়ার ঝোঁক কমায় স্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে পেট ভরা হলে পরে অস্বাস্থ্যকর ও ভাজাপোড়া খাওয়ার প্রবণতা হ্রাস পায়।

স্বাস্থ্য-বিষয়ক ওয়েবসাইট 'টেস্টিং ডটকম'য়ের পুষ্টি-বিশেষজ্ঞ রিচি-লি হটজ বলেন, "যখন নিয়মিত স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ করবেন তখন লবণ ও মিষ্টিযুক্ত এবং প্রক্রিয়াজাত অস্বাস্থ্যকর খাবারের ওপর থেকে নিজেই আগ্রহ হারাবেন।"

দেহের কার্যকারিতা রক্ষায় পুষ্টি সরবরাহ করে

"আমাদের শরীর সক্রিয় থাকতে খাবারের শক্তি, ভিটামিন, খনিজ, 'ফ্লুইড' ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রয়োজন" বলেন, 'মাই নেট ডায়েরি'র পুষ্টিবিদ ব্রেন্ডা ব্রাসলো।

তার কথায়, "পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর খাবার শরীরকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে সুস্থ রাখতে ও সঠিকভাবে কাজ করতে সহায়তা করে।"

স্বাস্থ্যকর খাবার শরীর সুস্থ রাখার পাশাপাশি শারীরিক সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতেও সহায়তা করে।

ব্রাসলো আরও বলেন, "চোখ, ত্বক, দাঁত, নখ ও চুল ভালো রাখতে উপকারী পুষ্টিকর খাবার। এছাড়াও, হৃদযন্ত্র, রক্তনালী ও হজম ক্রিয়া উন্নত রাখতে এমনকি ধমনী পরিষ্কার রাখতেও পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া জরুরি।"

শক্তি অনুভব করা

"নিয়মিত স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া শরীর সুসরাখে, শক্তি যোগায়, ঘুম ভালো হয় এবং শরীরচর্চার কারণে হওয়া ক্ষয় পূরণে সহায়তা করে", বলেন যুক্তরাষ্ট্রের নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ সারাহ স্লিশ্টার।

তার মতে, "স্বাস্থ্যকর সুষম খাবার পর্যাপ্ত 'মাক্রো' ও 'মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট' সমৃদ্ধ যা শরীরের কার্যকারিতা রক্ষায় ভূমিকা রাখে।" প্রদাহ কমায় সকল পুষ্টিবিদই পুষ্টিকর খাবার সম্পর্কে একই কথা বলেন যে, স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ প্রদাহ কমাতে সক্ষম। স্বাস্থ্যকর খাবারে থাকে প্রদাহ নাশক উপাদান।

'হার্ভার্ড হেল' দেখিয়েছে যে, কম প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়া প্রদাহ কমায়। যা দীর্ঘস্থায়ী রোগের সঙ্গে অনেকটাই সম্পর্কিত।

অন্ত্রের সুস্থতা বাড়ায়

"স্বাস্থ্যকর খাবার হজমে সহায়তা করে। এতে করে পেট ফোলাভাব, অস্বস্তি ও অন্যান্য সমস্যা দূর হয় এবং দেখতে সুঠাম লাগে।" বলেন সান ফ্রান্সিসকোতে অবস্থিত 'ইজিকেয়ার ক্লিনিক'য়ের পুষ্টিবিদ শ্যানন হেনরি।

স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া সার্বিকভাবেই সুস্থতার ওপর প্রভাব রাখে।

'নেচার মেট বোলিজম'য়ে প্রকাশিত গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায়, ৯ হাজার অংশগ্রহণকারীর ওপর পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে অন্ত্রের মাইক্রোবায়োমের সম্পর্ক রয়েছে।

পেট ভরা ও তৃপ্ত অনুভূতি

খাওয়ার পরও ক্ষুধার অনুভূতি নিশ্চই ভালোলাগার কথা না। তাই দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা অনুভূতির জন্য খাবারে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট যোগ করুন। প্রোটিন, আঁশ-জাতীয় কার্বোহাইড্রেট ও স্বাস্থ্যকর চর্বি পেট ভরা অনুভূতি দিতে সহায়তা করে। আর হজম ক্রিয়াকেও উন্নত করে। খাবারে এই সকল উপাদান সঠিকভাবে রাখার সহজ উপায় সম্পর্কে

'ইউ.এস. ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার'য়ের 'মাই প্লেট গাইডলাইন'য়ের নির্দেশিকা থেকে জানা যায়- খাবারের প্লেট অর্ধেক সবজি বা ফল দিয়ে পূর্ণ করা, সোয়া ভাগ লিন প্রোটিন বা চর্বিহীন মাঙস এবং বাকি সোয়া ভাগ আঁশ-জাতীয় কার্বোহাইড্রেইট বা শস্য দিয়ে পূর্ণ করা উচিত।

আর খাবার রান্নায় স্বাস্থ্যকর প্রোটিন জলপাইয়ের তেল ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে পেট ভরা থাকবে এবং স্বাস্থ্যকর খাবারও খাওয়া হবে।

মন ভালো থাকবে

'হার্ভার্ড হেল' অনুযায়ী, সঠিক খাবার গ্রহণ করা হলে তা শরীরকে ভালো মতো কার্যকর রাখতে সাহায্য করে। আমরা যা খাই তা সরাসরি আমাদের মস্তিষ্কের ওপর প্রভাব ফেলে মন মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করে। 'ইউনিভার্সিটি অব মিশিগান হেল' এর গবেষকদের মতে, পাঁচটি ভিন্ন রকম খাবার যথা- ট্রাইটোফেন (মুরগি, বাদাম, দুধ-জাতীয় খাবার), ম্যাগনেসিয়াম (শস্য, সবজি), ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট (ডার্ক চকোলেট), ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড (মাছ ও বীজ), পলিফেনল (কফি, বেরি, আঙুরের রস) ইত্যাদি সরাসরি মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

কমলা: দিনের শুরুতে এক গ্লাস কমলার রস খাওয়া কেবল ভিটামিন সি'র চাহিদা মিটায় না পাশাপাশি জলীয় অংশের চাহিদাও পূরণ করে। কমলায় ৮৬ শতাংশ পানি। ফলে তা শরীরকে আর্দ রাখতে সাহায্য করে।

শরীর ভালো রাখতে জলীয় খাবার

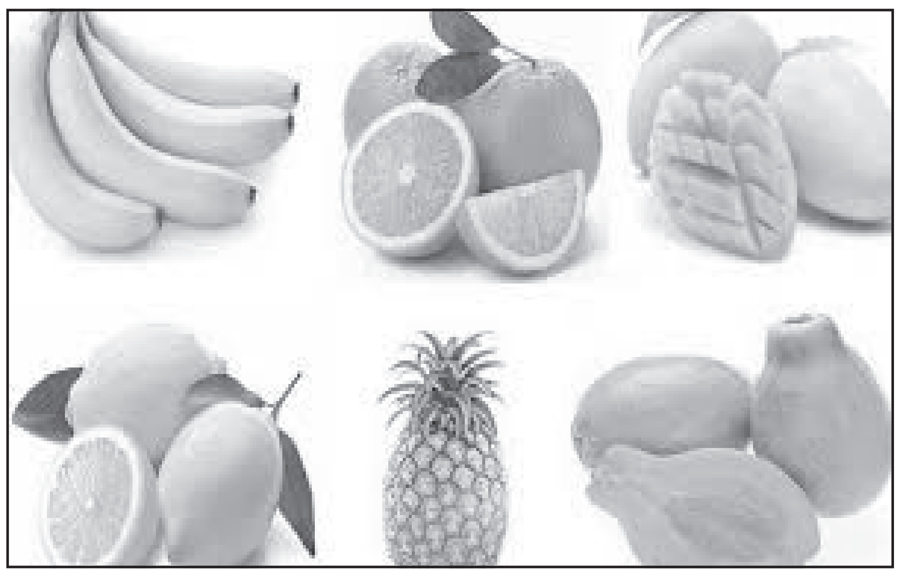

জলেতে তৃষ্ণা মেটে। তবে গরমে দেহ আর্দ রাখার পাশাপাশি শক্তিও দরকার। আমাদের দেশে শীতকাল ছাড়া বেশিরভাগ ঋতুতেই ঘামতে হয়। মেঘলা দিনেও আর্দ আবহাওয়ার কারণে অল্প পরিশ্রমে ঘাম হয়। সঙ্গে শরীর থেকে বেরিয়ে যায় প্রয়োজনীয় লবণ। শুধু জল পানে এই ঘাটতি পূরণ হয় না। সঙ্গে চাই বাড়তি কিছু।

নিউ ইয়র্ক'য়ের নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ কেরি গান্স বলেন, "গরমে অনেকের ঘাম বেশি হয় এবং শরীর থেকে জল বের হয়ে যায়। ঘামের সঙ্গে কেবল পানি নয় ইলেক্ট্রোলাইটও শরীর থেকে বের হয়ে যায়।" 'ওয়েল অ্যান্ড গুড ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি আরও বলেন, "পর্যাপ্ত পানি এবং ইলেক্ট্রোলাইটের অভাবে শরীরে অতিরিক্ত তাপের সৃষ্টি হয়।" শরীরের আর্দতা পুনরায় যোগাতে সোডিয়াম ও পটাশিয়ামের মতো ইলেক্ট্রোলাইট গ্রহণ করা জরুরি। নিউ ইয়র্কের চিকিৎসক ডানা কোহেন জানান, "প্রাপ্ত বয়স্কদের ওজনের ৬০ ভাগ পর্যন্ত জল। জলশরীরকে সুষ্ঠুভাবে চালাতে, বর্জ্য পদার্থ বের করে দিতে, মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়াতে সহায়তা করে।" সবজি এবং ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন, খনিজ ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান থাকে যা দেহের পুষ্টির ঘাটতি পূরণে সহায়তা করে। ডা. কোহেন এবং গানস'য়ের মতে জলীয় উপাদান সমৃদ্ধ কয়েকটি ফল ও সবজি সম্পর্কে জানানো হল।

তরমুজ: তরমুজে জলীয় অংশের পরিমাণ প্রায় ৯২ শতাংশ এবং এতে রয়েছে খনিজ উপাদান ম্যাগনেসিয়াম ও ভিটামিন সি এবং এ।

শসা: ৯৬ শতাংশ জলীয় অংশ রয়েছে, যা গরমকালের জন্য উপযুক্ত। ত্বক ভালো রাখা ও উন্নত আঁশ খাবার তালিকায় রাখতে শসা খুবই উপকারী।

লেটুস: মজাদার সালাদ তৈরিতে লেটুস পাতা বেশ জনপ্রিয়। যারা খাবার তালিকায় বাড়তি পানি যোগ করতে চান তাদের জন্য লেটুস ভালো উপায় হতে পারে। রোমাইন লেটুসে ৯৫ শতাংশ জল, তাই সবুজ সালাদ খাওয়া ও পাশাপাশি জলীয় উপাদান গ্রহণের ক্ষেত্রে লেটুস উপকারী।

টমেটো: সালাদ তৈরিতে টমেটোর ব্যবহার জনপ্রিয়। এতে জলীয় অংশ বেশি। এছাড়াও রয়েছে পটাসিয়াম। ঘামের কারণে শরীর থেকে বের হয়ে যাওয়া খনিজ ও ভিটামিন পূরণে টমেটো সহায়তা করে।

স্ট্রবেরি: স্ট্রবেরির ৯১ ভাগই জলীয় অংশ। এর আঁশবহুল অংশ পর্যাপ্ত ভিটামিন, খনিজ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ।

খরমুজ বা বাঙ্গি: বাঙ্গির ৯০ শতাংশ জলীয় অংশ এবং এটা ভিটামিন এ'র ভালো উৎস (এক কাপ বাঙ্গিতে দৈনিক চাহিদার ১২০ শতাংশ ভিটামিন এ থাকে)। ত্বক ও চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে বাঙ্গি খাওয়া উপকারী।

স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস বাজে খাবারের প্রতি ঝোঁক কমায়

শুধু ওজন কমাতেই নয়, স্বাস্থ্যকর খাবার মনও ভালো রাখে।

সুস্থ থাকতে স্বাস্থ্যকর খাবারের বিকল্প নেই। তবে বেশিরভাগ সময় ওজন কমানোর ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর খাবারের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়।

প্রাণিজ উৎস বাদে প্রোটিনের চাহিদা মেটানোর উপায়

বাঙালির পরিচয় মাছে ভাতে। তবে আজকাল মুরগির মাংসই বেশি খাওয়া হয়। দাম, রান্নার সুবিধা, সহজলভ্যতা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণ আছে এর পেছনে।

অপরদিকে মুরগির ডিম আরেকটি খাবার যা বাঙালির খাদ্যাভ্যাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এছাড়াও গরু, খাসি, কবুতর, কোয়েল পাখি ইত্যাদির মাংসও আছে খাদ্যাভ্যাসে। তবে তা নিয়মিত নয়। অনেকের জন্যই সেগুলো শখ করে বিশেষ দিনগুলোতে খাওয়ার খাবার।

পুষ্টিগত বিবেচনায় মাংস থেকে প্রোটিন পাওয়াই থাকে মূল উদ্দেশ্য। যা মুরগির মাংস ও ডিম থেকে পূরণ করায় কোনো ক্ষতি নেই। তবে কিছু মানুষ আছেন যারা প্রাণিজ উৎসের খাবার বাদ দিতে চান।

আবার 'বার্ড ফ্লু'য়ের আতঙ্ক থেকেও অনেকে মুরগির মাংস ও ডিম থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। কেউ হয়ত একেবারেই মাংস খাওয়া বাদ দিতে চান। এখন প্রশ্ন হল, তাহলে প্রোটিনের চাহিদা মেটাবে কে?

খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে প্রোটিনের চাহিদা মেটানো উপায়।

প্রোটিন যতটুকু দরকার চাহিদা মেটানোর আগে তো জানতে হবে চাহিদাটা কতটুকু। বিশেষজ্ঞদের মতে, একজন মানুষের শারীরিক ওজনের প্রতি কেজির বিপরীতে ০.৮ থেকে ০.১০ গ্রাম প্রোটিন প্রয়োজন প্রতিদিন।

প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ উৎসের মধ্যে তুলনা করলে প্রোটিনের জন্য প্রাণিজ উৎসই আদর্শ। তবে যারা মাংস খান না তাদের কোনো উপায় নেই তা তো হতে পারে না। 'সাপ্লিমেন্ট' ছাড়াও আরও অসংখ্য উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের উৎস আছে। উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে প্রোটিন গ্রহণের সীমাবদ্ধতা হল তাতে সব ধরনের 'অ্যামিনো অ্যাসিড' পাওয়া যায় না। ফলে তা প্রোটিনের উৎস হিসেব পরিপূর্ণ হতে পারে না।

তবে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রোটিন গ্রহণের মাধ্যমে সেই সীমাবদ্ধতাও মোকাবেলা করা সম্ভব। কোন ফল ও সবজি খাবেন প্রতিদিন দুই থেকে তিনবার ফল ও সবজি খাওয়া প্রত্যেকের লক্ষ্য থাকা উচিত। প্রোটিনের উৎস হিসেবে ফল বেশ দুর্বল। তবে অনেক সবজিতে উচ্চমাত্রায় প্রোটিন পাওয়া যায়। পালংশাক, বকচই, মসুর ডাল ও শাক, ফুলকপি, মাশরুম, মটরশুঁটি, ভূট্টা, ব্রকলি ইত্যাদি তাদের মধ্যে অন্যতম। ফলের মধ্যে কলা, পেয়ারা, জাম, অ্যাভোকাডো ইত্যাদি থেকে প্রোটিন মিলবে।

বাদাম ও বীজ ধরনের খাবার

এই ধরনের খাবারে 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট' মিলবে প্রচুর। পুষ্টিবিদরা বলেন, প্রতিদিন একমুঠ পরিমাণ বাদাম কিংবা বীজ-জাতীয় খাবার খাওয়া উচিত সবার। এদের মধ্যে কয়েকটি প্রোটিনের উৎস হিসেব চমৎকার। যেমন 'শিয়া সিড' মাত্র দুই টেবিল-চামচ পরিমাণ খেলেই প্রায় চার গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যাবে। 'হেম্প সিড'ও প্রায় একই পরিমাণ প্রোটিন সরবরাহ করতে পারে। এছাড়াও খেতে পারেন 'ফ্লাক্সসিড', কুমড়ার বীজ, কাজুবাদাম, কাঠবাদাম, আখরোট ও চিনাবাদাম। শষ্যজাতীয় খাবার যব, 'কিনোয়া', বার্লি, গম ইত্যাদি শষ্যজাতীয় খাবারের মধ্যে আদর্শ প্রোটিনের উৎস। আবার চালও এক ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড সরবরাহ করে যা শরীরে গিয়ে প্রোটিন উৎপাদন করে। যারা পুরোপুরি শাকাহারি তাদের জন্য ভিন্ন প্রোটিনের উৎস হতে পারে 'পিনাট বাটার', 'টোফু', 'স্পিরুলিনা' ও 'ইস্ট'। মনে রাখতে হবে, যে ধরনের খাদ্যাভ্যাসেই অনুসরণ করা হোক না কেনো খাবারের ভিন্নতা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই খাবার দিনের পর দিন খেলে যতটুকু স্বাস্থ্যগত উপকার পাবেন, বিভিন্ন ধরনের খাবার খেলে সবসময়ই তার তুলনায় বেশি উপকার মিলবে।

চাখ সুন্দর ও আকর্ষণীয় দুই হবে, পড়ুন টিপসগুলি

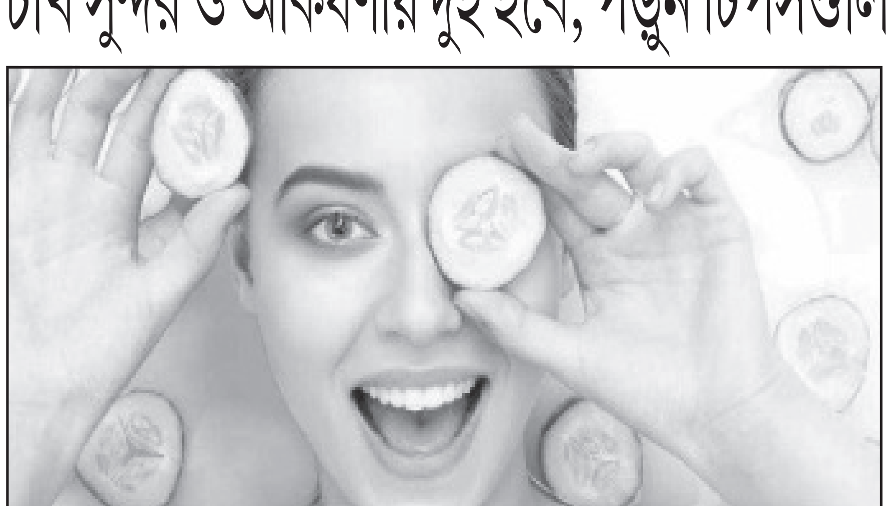

চোখ প্রত্যেকটি মানুষের মনের আয়না। কারুর চোখ দেখেই বলে ফেলা যায় সে সুস্থ আছে কিনা। চোখ ছাড়া কার্যতই দেখতে গেলে আমরা অচল। তাই এই চোখ দুটি সুন্দর ও আকর্ষণীয় রাখার বেশ দরকার আছে আমাদের কাছে।

তবে আজকালকার এই দৌড়ঝাঁপের জীবনে নিজের যত্ন নেওয়ার সময় অনেকেই পাই না আমরা। সেক্ষেত্রে চোখের তলায় কালি, চোখের নিচ ফুলে যাওয়া এই সমস্যাগুলি লেগেই থাকে। চোখ দেখলেই ক্লান্তির ছাপ ফুটে ওঠে তার মাধ্যমে। এর ফলে এবার থেকে চোখের প্রতিও সজাগ হন। খুব সাধারণ কিছু কাজ দৈনন্দিন রুটিনের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলুন যাতে করে চোখ থাকবে সুন্দর। চোখের সঠিক পরিচর্যা, ব্যায়াম ও কিছু খাবারের সাহায্যে তা সহজেই করা সম্ভব। (২

১. প্রত্যেকদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আগে ভাল করে চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে চোখ পরিষ্কার করে নেবেন। এরপর নরম কাপড় বা ভেজা কাপড় দিয়ে বাড়তি জল মুছে ফেলতে হবে। এই গরমের সময়ে দিনে অন্তত ৬ থেকে ৭ বার চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিতে পারেন। এছাড়াও কাজ করতে করতে চোখ জ্বালা করলেও এটাই করবেন, অনেকটা লাভ পাবেন।

আরো পোস্ট- গরমে ঠান্ডা কুল কুল "কাস্টার্ড"

২. খারাপ গুণের প্রসাধনী সামগ্রী চোখে লাগাবেন না। চোখের ত্বক খুব স্পর্শকাতর। তাই তার অবহেলা কোনোভাবেই চলবে না। চোখের মেকআপের আগেও চোখকে সুরক্ষা দেয় মন কিছু লাগিয়ে নেবেন।

৩. অতিরিক্ত পরিশ্রম, রাত জাগা এড়িয়ে চলতে পারলে খুব ভালো। রাতে ৮ ঘন্টা ঘুম খুব দরকার। বিছানায় শুয়ে বই পড়া এবং কম আলোয়ে পড়াশোনা একদম করবেন না। সরাসরি আলোয়ে না পড়ে পাশ থেকে বা উপর থেকে এসে পড়া আলোয়ে পড়াশোনা করলে চোখে আলোর চাপ লাগে না।

৪. চোখের নিচের অংশের ফোলাভাব কমাতে এবং চোখের ক্লান্তি দূর করতে আলু থেঁতো করে সেই রস পাত্রে ঢেলে তুলোয় করে তা ভিজিয়ে নিয়ে চোখের নিচের অংশে ব্যবহার করুন

আবার খুব কাজ করে চোখ জ্বালা করলে চোখ সতেজ ও ভাল রাখতে কিণ্ণদুটি চোখের উপর শশার চাকতি গোল করে কেটে নিয়ে চোখ বন্ধ করে চোখের উপর কিছুক্ষণ ধরে রাখুন। এগুলি যে সময়ে আপনি ফাঁকা থাকবেন তখন করতে পারেন।

অল ত্রিপুরা স্টোন চিপস্ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ছবি- নিজস্ব।

এক দেশ এক রেশন কার্ড প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে চালু করার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১১ জুন (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে 'এক দেশ এক রেশন' কার্ড চালু করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে পরিযায়ী শ্রমিকদের কথা মাথায় রেখে 'ওয়ান নেশন ওয়ান রেশন কার্ড' প্রকল্প দ্রুত চালু করার নির্দেশ দেয় দেশের শীর্ষ আদালত। পরিসংখ্যান মতে, 'এক দেশ এক রেশন কার্ড' প্রকল্পে যোগ দেওয়ার জন্য রেশন কার্ডের সঙ্গে আধারের সংযুক্তিকরণ, বায়োমেট্রিকের মাধ্যমে চিহ্নিত করার মতো কাজে পশ্চিমবঙ্গ অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে। কেন্দ্র সরকারের হিসেব অনুযায়ী, রাজ্যের প্রায় ৯৬ শতাংশ রেশন দোকানে ই-পিওএস (ইলেকট্রনিক পয়েন্ট অব সেল) যন্ত্র বসে গিয়েছে। এই যন্ত্রে রেশন কার্ডের আসল মালিকই চাল-গম নিতে এসেছেন কি না, তা চিহ্নিত করা যায়। ৮০ শতাংশ রেশন কার্ডের সঙ্গে আধারের সংযুক্তিকরণও হয়ে গিয়েছে। ফলে এক দেশ এর রেশন কার্ড প্রকল্প চালু করতে কোনও বাধা নেই। এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "রায়ের কথা এখনও জানি না। নির্দেশের কপি দেখে এই বিষয়ে বলব।" উল্লেখ্য, পরিসংখ্যান মতে দেশের ৩৪টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে 'ওয়ান নেশন ওয়ান রেশন কার্ড' প্রকল্প চালু করা হয়েছে। শুধুমাত্র দিল্লি, অসম ও পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্প এখনও চালু হয়নি। বিশ্লেষকদের মতে, এই প্রকল্প চালু হলে পরিযায়ী শ্রমিকদের সুবিধা হবে।হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

মুকুল রায়ের তৃণমূলে যোগদান, নারদা তদন্ত নিয়ে অভিষেক মনু সিঙ্ঘভির খোঁচা

নয়াদিল্লি, ১১ জুন (হি.স.) : বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে ফের যোগ দিলেন মুকুল রায়। ছেলে শুভ্রাংশু রায়কে সঙ্গে নিয়ে শুক্রবার তৃণমূলে যোগ দেন মুকুল রায়। এই খবরের পরই টুইটারে নারদ মামলা নিয়ে খোঁচা দিলেন কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি।
মুকুল রায়ের যোগদান নিয়ে তিনি টুইটে বলেন, "খবর অনুযায়ী মুকুল রায় ও তাঁর ছেলে তৃণমূলে প্রত্যাবর্তন করছেন। তবে কি নারদ তদন্ত নিয়ে তাঁদের অবস্থান বদলাবে কেন্দ্রীয় সংস্থা?" আসলে এমন মন্তব্যের কারণ একটাই। নারদ মামলা নিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে খোঁচা দেওয়া। কয়েকদিন আগে নারদ মামলা ইস্যুতে সিবিআই-এর তৎপরতা তুঙ্গে উঠেছিল।
গ্রেফতার করা হয়েছিল ফিরহাদ হাকিম, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, মদন মিত্র ও শোভন চট্টোপাধ্যায়ের মত হেভিওয়েট নেতাদের। এরপর নাটকীয়ভাবে বারবার এই মামলার মোড় ঘুরতে থাকে। গত ৯ জুন এই মামলার শুনানিতে সিসিটিভি ফুটেজ চায় কলকাতা হাইকোর্ট। গত ১৭ মে চার হেভিওয়েট নেতা-মন্ত্রীর গ্রেফতারের পর ঠিক কি ঘটেছিল বিশদে জানতে চায় কলকাতা হাইকোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চ। সিবিআই-র কাছে ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ চাইল বৃহত্তর বেঞ্চ।
কিন্তু এদিন মুকুল রায়ের তৃণমূলে হইচই পড়তেই অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি টুইটে খোঁচা দেন। লেখেন, "খবর অনুযায়ী মুকুল রায় ও তাঁর ছেলে তৃণমূলে প্রত্যাবর্তন করছেন। তবে কি নারদ নিয়ে তাঁদের অবস্থান বদলাবে কেন্দ্রীয় সংস্থা?" উল্লেখ্য, শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৪ টে নাগাদ তৃণমূলে ঘরওয়াপসি করেন সপুত্র মুকুল রায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে তৃণমূল ভবনে উপস্থিত ছিলেন। মুকুলের পাশেই বসেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

কোভিড-বিধি লঙ্ঘনকারী এবং কারফিউ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর হাফলং পুলিশ, সম্পূর্ণ হয়নি আইসিইউ নির্মাণকাজ

হাফলং (অসম), ১১ জুন (হি.স.) : কোভিড অতিমারির জেরে সমগ্র রাজ্য জুড়ে হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এখন কিছুটা হ্রাস পেলেও একাংশ লোক এখনও এই অতিমারিকে হালকাভাবে নিচ্ছেন। একাংশ লোক কোভিড বিধি মেনে চলছেন না। এমন-কি সরকারি নিয়ম নীতি লঙ্ঘন করে চলছেন কতিপয়।
হাফলং শহরে কারফিউ অমান্য করে একাংশ মানুষ বিনা কাজে বাইরে ঘুরে বেরাচ্ছেন। যার দরুন এবার পুলিশ সরকারি নিয়ম নীতি লঙ্ঘনকারী এবং কারফিউ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে ডিমা হাসাও জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে চলছে। আর এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে হোম আইসোলেশনে থাকা রোগীদের মৃত্যু হচ্ছে বেশি। বৃহস্পতিবার রাতে করোনায় আক্রান্ত এক রোগীর মৃত্যু ঘটে হাফলং সরকারি হাসপাতালে। মাহুরের বাসিন্দা সুবীর রায় নামের ৭৫ বছরের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয় বৃহস্পতিবার রাতে।
হাফলং সরকারি হাসপাতালের সুপার ডা. কল্পনা কেম্প্রাই জানান, গত ৫ জুন ওই ব্যক্তির শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়ার পর তিনি হোম আইসোলেশনে ছিলেন। কিন্তু গতকাল ওই রোগীর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটায় তাঁকে বিকেলে হাফলং সরকারি হাসাপাতালে যখন ভরতি করা হয় তখন তাঁর অক্সিজেন ল্যাভেল ছিল ৭৫। যার দরুন চিকিৎসালয়ে ভরতি করানোর তিন ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু ঘটে সুবীর রায় নামের ওই বৃদ্ধের। ডা. কল্পনা কেম্প্রাই বলেন, অনেক রোগী হোম আইসোলেশনে থাকার পর এমন অবস্থায় হাসপাতালে আসেন তখন ওই সকল রোগীকে বাঁচানো অসম্ভব হয়ে ওঠে। তার পরও অধিকাংশ মানুষ কোভিডকে নিয়ে এখনও সচেতন নয় বলে মন্তব্য করেন ডা. কল্পনা কেম্প্রাই।
এদিকে ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,৮৬৭। এর মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১,১৮৫ জন। ডিমা হাসাও জেলায় সুস্থ হয়ে ওঠা রোগীর হার ৬৪ শতাংশ। ইতিমধ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ডিমা হাসাও জেলায় মৃত্যু হয়েছে মোট ১৫ জনের। বর্তমানে জেলায় করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৬৪০। তার মধ্যে হোম আইসোলেশনে রয়েছেন ৫৮৯ জন রোগী। বর্তমানে হাফলং সরকারি হাসপাতালে ৪৫ জন রোগীর চিকিৎসা চলার পাশাপাশি ১৩ জনের চিকিৎসা চলছে কোভিড কেয়ার সেন্টারে।
অন্যদিকে হাফলং সরকারি হাসপাতালে ১১ শয্যা বিশিষ্ট আইসিইউ নির্মাণের কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। ১০ জুন এই আইসিইউ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে ওঠবে বলে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বাশাসিত পরিষদের অধীনস্থ স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যনির্বাহী সদস্য স্যামুয়েল সাংসন জানিয়েছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত আইসিইউ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। কবে নাগাদ এই আইসিইউ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হবে এ নিয়ে আজ শুক্রবার নিশ্চিত ভাবে কিছু জানাতে পারেননি হাফলং সরকারি হাসপাতালের সুপার ডা. কল্পনা কেম্প্রাই। তিনি বলেন, আইসিইউ নির্মাণের কাজ পূর্ত বিভাগের অধীনে দ্রুতগতিতে চলছে। তবে কবে নাগাদ এই আইসিইউ নির্মান কাজ সম্পূর্ণ হবে তা পূর্ত বিভাগই ভালো করে বলতে পারবে, জানান হাসপাতালের সুপার ডা. কেম্প্রাই।

করিমগঞ্জের ফারমপাশা পঞ্চায়েতের মিরাদিঘিরপাড় গ্রামের বেহাল রাস্তা, চরম দুর্ভোগ জনতার

করিমগঞ্জ (অসম), ১১ জুন (হি.স.) : জাতীয় সড়ক থেকে মাত্র ৫০০ মিটার দূরে অবস্থিত একটি গ্রামের জনগণ স্বাধীনতার ৭৩ বছর পরও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত। প্রায় দেড় শতাধিক পরিবারের হাজারো জনতার যোগাযোগের একমাত্র সম্বল গ্রামীণ সড়কটি সংস্কারের অভাবে ধুঁকছে। হাঁটু সমান কাঁদা মাড়িয়ে গ্রামের মানুষকে চলাফেরা করতে হচ্ছে। রাজনৈতিক নেতারা এই গ্রামের জনগণের দুঃখ দুর্দশার কথা কানে তোলারও প্রয়োজন মনে করছেন না। দক্ষিন করিমগঞ্জ উন্নয়ন খণ্ডের অন্তর্গত ফারমপাশা গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর আওতাধীন মিরাদিঘিরপাড় গ্রামের জনগণকে বেহাল রাস্তার জন্য চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে মানুষ যখন মঙ্গলে বসতি স্থাপনের চিন্তা করছেন, তখন জাতীয় সড়ক থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে অবস্থিত মিরাদিঘিরপাড় গ্রামের জনগণকে গ্রামীণ সড়কের জন্য রীতিমতো সংগ্রাম করতে হচ্ছে।
করোনা কালে কোনও সংকটজনক রোগীকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যেতে হলে, গ্রামের মানুষকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে পুলিশ, দমকল, অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছার মতো কোনও যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই এই গ্রামের। গ্রামের ভুক্তভোগী জনগণ সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের ওপর ক্ষোভ ঝেড়ে বলেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েও পঞ্চায়েত স্তরের কোনও নেতা কথা রাখেননি। তাঁরা আরও বলেন, ২০১৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে এআইইউডিএফ প্রার্থী আজিজ আহমেদ খানকে দুহাত উজার করে ভোট দিয়েছিলেন। তাঁদের একটাই দাবি ছিল, যোগাযোগের একমাত্র সম্বল গ্রামীণ সড়কটি যেন চলাচলের উপযুক্ত করে তোলেন। কিন্তু পাঁচ বছরে একটি বারের জন্যও এই গ্রামে পা মাড়াননি তিনি। ফারমপাশা জিপি সভানেত্রী টিঙ্কু দাসও কথা দিয়ে কথা রাখেননি বলে প্রচণ্ড ক্ষোভ উগরে দেন ভুক্তভোগী গ্রামবাসীরা। গ্রামের মানুষ আরও বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় প্রেসিডেন্ট(সভানেত্রী) পদপ্রার্থী টিঙ্কু দাস প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, নির্বাচিত হলে আমার প্রথম কাজই হবে এই গ্রামের সড়ক নির্মাণ করে দেওয়া। তাঁর কথায় বিশ্বাস করে গ্রামবাসী একজোট্টা হয়ে তাঁকে ভোট দিয়েছিলেন। তিনি নির্বাচিতও হয়েছিলেন। কিন্তু সভাপতির চেয়ারে বসেই টিঙ্কু দাস সকল প্রতিশ্রুতি ভুলে যান। পঞ্চায়েতের তিনটি বছর কেটে গিয়েছে। কিন্তু তিনি এই গ্রামের দিকে আর ফিরেও তাকাননি বলে সভানেত্রী টিঙ্কু দাসের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন দুর্দশা পীড়িত গ্রামবাসী।

গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গের করোনা আক্রান্ত ৪,২৩১ জন

কলকাতা, ১১ জুন (হি. স.): ধীরে ধীরে রাজ্য জুড়ে কমছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। অবশেষে পাঁচ হাজারের নিচে নামল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গের করোনা আক্রান্ত ৪, ২৩১ জন। শুক্রবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন একদিনে করোনা আক্রান্ত ৪,২৩১ জন। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ১৪,৫২,৯৮৭। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ৮৯ জনের। যার ফলে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৬,৭৩১। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে ০৪,৩২১। ফলে মোট সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১৪,২১,০৯৪। যার জেরে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৭.৮০ শতাংশ।

করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হলে জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষা, বলেছেন শিক্ষামন্ত্রী

করিমগঞ্জ (অসম), ১১ জুন (হি.স.) : জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে মাধ্যযমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। দু-তিন দিনের মধ্যেই চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি করা হবে। তবে সবটাই নির্ভর করবে সর্বশেষ করোনা পরিস্থিতির উপর। রাজ্যে এক লক্ষ চাকরি প্রদানের লক্ষ্যে সরকার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আর এই নিযুক্তি প্রক্রিয়া শীঘ্রই শুরু হবে। আজ শুক্রবার করিমগঞ্জ সফরে এসে সংবাদ মাধ্যমকে এ-কথাগুলি জানান শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগু। একদিনের করিমগঞ্জ সফরে এসে শিক্ষামন্ত্রী প্রথমে মাইজগ্রামে পলিটেকনিক কলেজ পরিদর্শনে যান। কলেজের ছাত্রাবাস চালু না হওয়ায়, অতিসত্বর সে বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন মন্ত্রী। কলেজের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের কথাও বলেন তিনি। মন্ত্রী সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে বলেন, অনলাইনে পড়াশোনা জারি রয়েছে হায়ার এডুকেশনের ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে সবকিছু মিলিয়ে দিতে বারণ করে বলেন, এখন স্কুলে গ্রীষ্মকালীন ছুটি চলছে। ছুটি শেষ হওয়ার পর কোভিড পরিস্থিতির উন্নতি না হলে এলপি, এমই, হাইস্কুলের ছাত্রদের বাড়িতে পাঠদান করাতে হতে পারে বলে জানান। এদিন বিজেপির দলীয় সদর কার্যালয় শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতি ভবনে এক সভায় মন্ত্রী বলেন, বড় বড় দালান, গগনচুম্বী অট্টালিকা তৈরি করে সমাজের উন্নয়ন হয় না। সমাজের উন্নয়নের জন্যয় মানবসম্পদের উন্নয়ন প্রয়োজন। একজন মানুষ প্রকৃত শিক্ষিত হলে সমাজের উন্নয়নে এর প্রভাব পড়বে। আর সমাজের উন্নয়ন হলে রাষ্ট্রের কল্যাণ অবধারিত। মন্ত্রী ডা. পেগু বলেন, রাজ্যে উন্নয়ন দ্রুতগতিতে ত্বরান্বিত করতে মুখ্যরমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার কার্যালয়ে রাউন্ড দ্য ক্লক ফরমুলায় তিন শিফটে চলছে কাজ। শিক্ষামন্ত্রী দলীয় কার্যালয়ে কার্যকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, করিমগঞ্জে সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও, কিছুটা রাজনৈতিক সমস্যা রয়েছে। এর জন্য জেলার তিনটি আসনে পরাজিত হতে হয়েছে বিজেপিকে। এর পরও স্বস্তির বিষয় হল জেলা পরিষদ, শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বিজেপি দলের। আগামী লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে দিতে জেলা নেতৃত্বকে সজাগ করে দেন শিক্ষামন্ত্রী। দিল্লিতে ফের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার নিশ্চিত করতে হবে। সেই সঙ্গে ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে ফের ক্ষমতায় নিয়ে আসার জন্যৃ এখন থেকেই কাজ করে যেতে হবে। এজন্য দলের সর্বস্তরের কার্যকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান মন্ত্রী। বলেন, বসে থাকলে চলবে না। বুথ লেভেল থেকেই কাজ শুরু করতে হবে। জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য শিক্ষা ব্যববস্থা সহ জেলার অন্যান্যি বিষয়ে মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বক্তব্য পেশ করেন। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন সাংসদ কৃপানাথ মালাহ। সভায় উপস্থিত ছিলেন এসসি বোর্ডের চেয়ারম্যান কৃষ্ণ দাস, ডা. মানস দাস, শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দেবব্রত সাহা, জেলা পরিষদ সভাপতি আশিস নাথ, প্রদেশ বিজেপির সদস্য সুদীপ চক্রবর্তী, যুবমোর্চার জেলা সভাপতি অমিত পাল, শান্তা চৌধুরী, পাপ্পু কুরি সহ দলীয় অন্যান্যিস পদাধিকারী ও কর্মীবৃন্দ। প্রথমবারের মতো দলীয় কার্যালয়ে আগত শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগুকে উত্তরীয় পরিয়ে ও পুষ্পস্তবক দিয়ে উষ্ণ সংবর্ধনা জানান জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য। এর পর দলীয় কার্যালয়ে উপস্থিত সকলে একে একে শিক্ষামন্ত্রীকে দলীয় কার্যালয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানান।

নিলামবাজারে শিক্ষামন্ত্রী রণোজ পেগুকে সংবর্ধনা বিজেপির দক্ষিণ করিমগঞ্জ মণ্ডলের

নিলামবাজার (অসম), ১১ জুন (হি.স.) : শিক্ষামন্ত্রী রণোজ পেগুকে নিলামবাজারে উষ্ণ সংবর্ধনা জানালো বিজেপির দক্ষিণ করিমগঞ্জ মণ্ডল। এরালিগুলে অবস্থিত পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় আদর্শ বিজ্ঞান কলেজে নির্ধারিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার পথে নিলামবাজারের তেমাথায় শিক্ষামন্ত্রীকে উত্তরীয় ও পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। শিক্ষামন্ত্রীর সফর সঙ্গী করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালাহ ও জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্যকেও উত্তরীয় পরিয়ে পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। দক্ষিণ করিমগঞ্জের একমাত্র উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিলামবাজার কলেজে বিজ্ঞান শাখা চালু করার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর হাতে একটি স্মারকপত্র তুলে দেন বিজেপি নেতা নীলোৎপল দাস। শহরাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নতির পাশাপাশি ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী করিমগঞ্জ জেলার পিছপড়া গ্রামীণ এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ভগ্ন শৈক্ষিক পরিবেশের উন্নতিকল্পে বিশেষভাবে শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নীলোৎপল। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এ বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করতে শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগুকে অনুরোধ জানান বিজেপি নেতা দাস। নিলামবাজার কলেজে বিজ্ঞান শাখা চালু করার পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নতিকল্পে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে বলে বিজেপি নেতাকে আশ্বস্ত করেন শিক্ষামন্ত্রী রণোজ পেগু। শিক্ষামন্ত্রীকে স্মারকপত্র প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ করিমগঞ্জ মণ্ডলের সহ-সভাপতি দীপঙ্কর দাস, দক্ষিণ করিমগঞ্জ যুবমোর্চা সভাপতি জ্যোতিষ্ক পোদ্দার, কিষাণ মোর্চার দক্ষিণ করিমগঞ্জ মণ্ডল সভাপতি অমিত নাগ, সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ দাস, বনশ্রী দাস, পূর্ণিমা নাগ, বাসব চক্রবর্তী, বিপ্র নাথ, জন্মেজয় দাস প্রমুখ।

দলবদল নিয়ে হরেকৃষ্ণ কোঙারের মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে বিতর্কে তথাগত রায়

কলকাতা, ১১ জুন (হি. স.) : তৃণমূলের 'দলবদলুদের' বিজেপি থেকে ফের তৃণমূলে ফিরে যাওয়ার হিরিক পড়েছে। এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে বিভিন্ন মহলে। ফেসবুকে এ নিয়ে রাজ্য বিজেপি-র প্রাক্তন সভাপতি তথা ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়ের প্রকাশ্য মন্তব্যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।
তথাগতবাবু লিখেছেন, "তৃণমূল থেকে বিজেপিতে আসা যে সব নেতা আবার তৃণমূলে ফিরে গেছেন তাঁদের সম্বন্ধে আমি প্রয়াত সিপিএম নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙারের একটি মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করছি। "মল মূত্র ত্যাগ করলে মানুষ দুর্বল হয় না, সবলই হয়"। ১৯৬৪ সালে যখন কম্যুনিস্ট পার্টি ভাঙে তখন সিপিআই নেতাদের সম্বন্ধে এই উক্তি।" শুক্রবার এই মন্তব্যের পর প্রচুর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।
পিকে রায় লিখেছেন, "আদর্শহীন ব্যক্তিই সুবিধা ভোগী ও লোভী হয়।" তপোময় সেনভদ্র লিখেছেন, "দলত্যাগীচ্ছু বিজেপি নেতাদের উদ্দেশ্যে আপনি একদম সঠিক উপমা তুলে ধরেছেন।" সৌরভ চক্রবর্তী লিখেছেন, "আপনার কথাটা আমি ১০০ু সমর্থন করি। ২০২১ বিধান সভা নির্বাচনে টিএমসি থেকে এত মল মূত্র বেরিয়ে যাওয়ার পরেও টিএমসি যেন শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। আর মল মূত্র দিয়ে যে ভোটে ঠাই হয় না, সেই প্রমানও পেয়েছি আমরা।"
সামসুর রহমান লিখেছেন, "আপনার মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য। ভোটের আগে দলকে একটু সর্তক করলে বিপর্যয় আসত না। আপনার মতো বর্ষীয়ানদের মতামতকে মর্যাদা দেওয়া উচিত ছিল। সবাই তখন ক্ষমতার মৌতাতে অন্ধ ছিল। পিছনে তাকাবার অবকাশ ছিল না। আপনার মতো পোড়খাওয়া ব্যক্তিত্ব, স্পষ্টবাদীদের পার্টির প্রয়োজন আজীবন থাকবে। আজ আমরা ঘরছাড়া। ঘর লুঠ হয়ে প্রান হাতে করে লক্ষ লক্ষ কর্মী অসহায়। প্রাকৃতিক দূর্যোগের মধ্যে খোলা আকাশের নিচে জঙ্গলে দিন কাটাচ্ছি।"
গোপাল চন্দ্র দাস লিখেছেন, "এই ত্যাগে কংগ্রেস কিন্তু দুর্বল থেকে দুর্বল তর হয়েছে.. এই ভাইরাসগুলো নেওয়াই উচিৎ হয়নি.. পশ্চিমবঙ্গের বিজেপির রাস আরএসএস-এর উপর ছেড়ে দেওয়া উচিৎ ছিল।" অঞ্জন হালদার লিখেছেন, "বেশিরভাগই সুপ্রীমোর নির্দেশেই এসেছিল। মিশন সাকসেস করে ফিরে যাচ্ছে !"
সত্যজিৎ ভুইয়া লিখেছেন, "নিষ্ঠার সঙ্গে যদি দল চালিত হয়, দেশের স্বার্থে, রাজ্যের স্বার্থে চাকরী ছেড়ে দিতেও রাজি! কিন্তু এই মল মূত্র ত্যাগ করলেই তা সম্ভব! সঙ্গে গ্রহণ করা ও বন্ধ করতে হবে! মুড়ি মুড়কির মতো তোলাবাজ, কাটমানিখোর আদর্শহীন, দুধেল গরুর ভাইজানদের দলে নিয়ে দলের বারোটা বাজিয়ে সব কেটে পড়ছে। তৃণমূলের কোনো সমস্যা নেই! ওরা 'কালীঘাটের ময়না' খ্যাত রেজ্জাক ভাইজানকে যেমন দলে নিতে পারে, তেমনি 'বিছানা চাটা'খ্যাত ঋতব্রতকেও জড়িয়ে ধরতে পারে। আবার যাদের নিজেরাই 'গদ্দার, চোর, মীরজাফর' বলেছিল, তাদের সঙ্গে আবার মিশে যাবে। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির স্বন্তন্ত্রতা, আদর্শ বলে একটা বস্তু আছে। সেটা রক্ষা করা এক ও একমাত্র কর্তব্য!"
দেবাশিস ঘোষ লিখেছেন, "জানালা খোলা বা বন্ধের ওপর ঘরের পরিবেশ নির্ভর করে। সদর দরজা খোলা ও বন্ধের ওপর বাড়ির নিরাপত্তা নির্ভর করে। সবার ওপরে গৃহকর্তার সুস্থির মতি। কীটপতঙ্গ ঘাপটি মেরে থাকে আজীবন।" কুবলাই খান লিখেছেন, "কথাটা বিজেপির জন্য যতটা না সত্য তারচেয়ে বেশি সত্য তৃণমূলের জন্য। ভোটের আগে যারা তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিল, আপনারা তাদের জনপ্রিয়তা যাচাই না করে বিধায়কের টিকিট দিয়েছিলেন। ফলাফলা ওই মল মুত্র ত্যাগ করার মতই।"
গৌতম মিত্র লিখেছেন, "ধারাবাহিকভাবে হারের ময়নাতদন্ত পড়ছি ও ভাবছি ওই সব নোঙরা বানের জল ঢুকিয়ে লাভ তো হয়ই নাই, বরং বাড়িতে থাকা বিশুদ্ধ জলও কলুষিত হয়ে গেছে। বলতে লজ্জা হয়, দলের পুরাতন একশ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মী ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে দলের চরম ক্ষতি করেছেন। আরও বিপজ্জনক হল--এতে টাকার খেলা চলেছে, তথাগতবাবু। সৌম্যজ্যোতি বসু লিখেছেন, "ভারতবর্ষে যত 'অসংসদীয়', 'অমার্জিত' শব্দবন্ধের জন্মদাতা কি এই কম্যুনিস্টরাই? শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "আর যারা বরাবর সঙ্গে ছিল, বেশি করে থাকতে চেয়েও অভিমানে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু এখনও আদর্শচ্যুত নয়, তাদের বেলা কী বলবেন?" ভারতীয় জনতা মজদুর ট্রেড ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ রায় লিখেছেন, "এখানে আপনার যুক্তিটা রূপদান পেয়েও সঠিকভাবে রুপদান পেলো না।" গৌতম অধিকারী লিখেছেন, "ভারতের ৬০০টা জেলায় ৬০০ রকম স্বতন্ত্র ভিন্ন ফ্লেভারের হিন্দুধর্ম পাওয়া যায়। হিন্দুধর্মের এই আঞ্চলিক ব্রান্ডগুলোকে স্বীকৃতি দিতে হবে, তুলে ধরতে হবে, তাহলে হিন্দুুের মধ্যে বহিরাগত বনাম আঞ্চলিক বলে কোনো বিরোধ থাকবেনা, একজোট হওয়া অনেক সহজ হবে। তার কারণ, ১৯৬৪ সালে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি অর্থাৎ সিপিআই ভেঙে সিপিআই (এম) হয়েছিল। সেখানে তাদের এই উক্তি যুক্তিসঙ্গত কারণ, দীর্ঘদিনের জমে থাকা মল-মুত্র তারা পরিত্যাগ করে সুস্থ ও সবল হয়েছিল।
বিজেপির ক্ষেত্রে এটি উল্টো। কারণ, বিজেপি দল ভেঙে কোনো নতুন দল তৈরি হয়নি। তাহলে, প্রশ্ন এই অবাঞ্ছিত মল-মুত্র কার বা কাদের? এখানে উল্লেখ্য, ১৯৬৪ সালে সিপিএমের নেতার সেই 'মল-মূত্র' জনিত উক্তি কিন্তু ভোটের প্রাক্কালে বা রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্য যেচে ধার করা হয় নি, বরং, তা প্রথম থেকেই সেখানে বিদ্যমান ছিল।
আপনার কথায়, দলবদলুরা যদি মল-মুত্র হয়ে থাকে তাহলে, বিজেপির রাজ্য নেতারা ভোটের প্রাক্কালে তৃণমূল থেকে এই মল-মুত্র কেন সংগ্রহ করেছিলেন? তারা কি তাহলে জেনে বুঝেই মল-মূত্র সেবন করেছিলেন, যাতে আমাদের সকলের শরীর দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়ে? এই প্রশ্ন গুলি কিন্তু বর্তমান রাজ্য নেতৃত্বদের দিকে রয়েই গেল।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

দক্ষিণ আফ্রিকায় আছড়ে পড়ল করোনার তৃতীয় ঢেউ

প্রিটোরিয়া, ১১ জুন (হি. স.): চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের আশঙ্কাকে সত্যি করে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইতিমধ্যে আছড়ে পড়ল মারণ কোভিডের তৃতীয় ঢেউ। সেদেশের স্বাস্থ্যদফতরের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার বিবৃতি দিয়ে সরকারিভাবে সেকথা স্বীকারও করে নেওয়া হয়েছে।পাশাপাশি জানানো হয়েছে, আগের তুলনায় সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৩০ শতাংশ।
দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর কমিউনিকেবল ডিজিজ বা এনআইসিডি-র পক্ষ থেকে টুইটে স্বীকার করে নেওয়া হল, করোনার তৃতীয় ঢেউ দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশ করেছে। টুইটে তারা জানায়, "এবার বলা যেতেই পারে করোনার তৃতীয় ঢেউ দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশ করেছে। কারণ ইতিমধ্যে মিনিস্টেরিয়াল অ্যাডভাইজরি কমিটি জানিয়েছে, দেশে সাতদিনের গড় সংক্রমণের (৫৯৫৯ জন) মাত্রা আগের তুলনায় অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। এটা করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের কারণেই হয়েছে। আগের ঢেউয়ের তুলনায় ৩০ শতাংশ বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে সংক্রমণ।"
এদিকে, এই খবর সামনে আসতেই রীতিমতো উদ্বেগ ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মনে। উল্লেখ্য, গতবছর থেকেই করোনায় বদলে গিয়েছিল গোটা বিশ্বের জনজীবন। প্রথম ঢেউয়ের পর দ্বিতীয় ঢেউয়েও বিপর্যস্ত হয় একাধিক দেশ। ভারতেও একমাস আগে চিত্রটা ছিল ভয়াবহ।
এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববাসীর চিন্তা আরও বাড়িয়েছে করোনার তৃতীয় ঢেউ।

তার ছিঁড়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু, উত্তেজনা ইটাহারে

ইটাহার, ১১ জুন (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারে বিদ্যুতের খুটির তার ছিড়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। শুক্রবার ভোরবেলা বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার করেন তার ছেলে। বৃদ্ধার মৃত্যুতে এলাকায় নিরাপদ সংযোগ প্রতিস্থাপন ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। বিক্ষোভের জেরে অবরোধ করা হয় জাতীয় সড়কও। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলেও পরিস্থিতি চরম হয়ে ওঠে।

ইটাহারের কুরমানপুর এলাকার ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃত বৃদ্ধার নাম আরতি দাস। বয়স ৬১ বছর। স্থানীয় বাসিন্দাদের থেকে জন্য গিয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বৃষ্টির সঙ্গে প্রবল ঝড় শুরু হয়। এই সময় বিদ্যুতের খুঁটির তার ছিড়ে পড়ে ওই বৃদ্ধার টিনের ঘরের ওপরে। এতেই ঘরটিতে বিদ্যুৎ প্রবাহের কারনে ঘরেই বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হন তিনি। বৃদ্ধার ছেলে ও বৌমা অন্য ঘরে থাকায় ঘটনাটি টের পাননি কেউই। শুক্রবার সকালে ঘরের ভেতর বৃদ্ধার নিথর দেহ দেখতে পান তার ছেলে ও বৌমা।

বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে বৃদ্ধার মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা এলাকায় বিদ্যুতের খোলা তারের বদলে আচ্ছাদিত তার লাগানো ও বৃদ্ধার মৃত্যুর ক্ষতিপুরনের দাবীতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। শুক্রবার সকাল থেকে এই দাবীতে ৩৪নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান ইটাহারের কুরমানপুরের বাসিন্দারা। পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলেও তাদের দাবী বিদ্যুৎ দফতরের কর্তারা সেখানে না গেলে তারা অবরোধ তুলবেন না।

স্থানীয় বাসিন্দা বিদ্যুৎ মন্ডল জানান, 'আমাদের এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে ট্রান্সফর্মার বসাতে ও কেবলের তার বদল করতে হবে। বারবার আবেদন জানিয়ে কোনও কাজ হয়নি। বিদ্যুৎ দফতরের গাফিলতির কারণেই এদিন একজন মারা গেলেন।' সেই সঙ্গে অন্য বাসিন্দারা বলেন, 'রাত আড়াইটে নাগাদ বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে ওই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় বিদ্যুৎ দফতরের গাফিলতিই মূল কারণ। যতক্ষণ না বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরা আসছেন অবরোধ চলতে থাকবে।' পরে বিদ্যুৎ দফতরের কর্মী-অফিষারেরা ঘটনাস্থলে এসে পুলিশের সহযোগিতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেন।

করোনা পরবর্তী সমস্যা : প্রয়াত পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত বিশিষ্ট স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ অশোক পনগড়িয়া

জয়পুর, ১১ জুন (হি. স.): করোনা থেকে সেরে ওঠার পরও শেষ রক্ষা হল না। প্রয়াত পদ্মশ্রী প্রাপ্ত বিশিষ্ট স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ অশোক পনগড়িয়া। সম্প্রতি করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। যদিও করোনা থেকে সেরে ওঠেন তিনি। কিন্তু দুর্বলতার কারণে অন্যান্য রোগ শরীরে জাঁকিয়ে বসে। তার জেরেই শুক্রবার মৃত্যু হয় তাঁর।

জয়পুরের ইটারনাল পুরসভা হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন অশোক পনগড়িয়া। করোনা থেকে সেরে ওঠার পর কিডনির সমসা শুরু হয় তাঁর। রোজ ডায়ালিসিস চলছিল। কিন্তু পরিস্থিতিতির অবনতি হতে শুরু করে। ভেন্টিলেটরেও রাখা হয় তাঁকে। তাতেও রক্ষা করা গেল না পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ অশোক পনগড়িয়াকে। ২০১৪ সালে অশোক পনগড়িয়াকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করে ভারত সরকার। দীর্ঘ কর্মজীবনে এ ছাড়াও অজস্র পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গহলট।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কারফিউ কিছুটা শিথিল হতেই বাজারগুলিতে জনজোয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ তেলিয়ামুড়া, ১১ জুন।। শুক্রবার রাজ্যের করোনা কারফিউ এবং নাইট কারফিউ নিয়ে জনমনে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। দেখা গিয়েছে সকাল থেকে রাজধানী আগরতলা সহ বিভিন্ন মহকুমা সদরগুলিতে দোকানপাট খোলা হয়ে এবং তা বিকাল পর্যন্ত খোলা থাকে। প্রশাসনের তরফ থেকে যেসব এলাকায় কারফিউ জারি করা হয়েছিল সেসব এলাকার বাইরেও পরবর্তী সময়ে পুলিশ প্রশাসনকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হয়েছে।

রাজ্যে করুণা অতিমারির পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়াতে রাজ্য সরকার ও বিধি নিষেধ গুলি কিছুটা শিথিল করেছে কয়েকটা জেলা এবং শহরের জন্য। এই কারণে খোয়াই জেলার অধীন তেলিয়ামুড়া শহরের ব্যবসায়ী এবং যানচালক দের মধ্যে অনেকটাই স্বাভাবিক ছন্দ প্রত্যক্ষ করা গেল। শুক্রবার ছিল তেলিয়ামুড়া সাপ্তাহিক হাট বার। এদিন সকাল থেকে বাঁধনহারা"র মত মানুষজন বাজারে আসা যাওয়া করতে শুরু করে কেনাকাটা করার জন্য। দীর্ঘদিন পর তেলিয়ামুড়া শহরের বাজার এলাকায় যেন স্বাভাবিক ছন্দ পুনরায় ফিরে আসে। এদিকে এক যান চালক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, আমরা যাত্রী নিয়ে তেলিয়ামুড়া থেকে খোয়াই যাতায়াত করি। দীর্ঘদিন যান চলাচল বন্ধ থাকার পর রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে ফেয়ার যান চলাচল শুরু হয়। এজন্য রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগকে তিনি ধন্যবাদ জানান। তবে তেলিয়ামুড়া শহরের বাজারে স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে আসে সত্যি, কিন্তু করুণা অতি মাড়ির সংক্রমণ পুনরায় ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। কারণ বাজারে আসা আম জনতার মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বজায় থাকছে না। এমনটাই অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

২০ জুনের মধ্যে প্রকাশ করা হবে কোভাক্সিনের তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়ালের তথ্য

নয়াদিল্লি, ১১ জুন (হি. স.): আগামী ২০ জুনের মধ্যে প্রকাশ করা হবে কোভাক্সিনের তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়ালের তথ্য। শুক্রবার এ কথা জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এদিন নীতি আয়োগের সদস্য ভিকে পাল বলেন, "কোভাক্সিনের তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়ালের তথ্য এবং ফলো-আপ স্টাডি কয়েক দিনের মধ্যে পাওয়া যাবে।"

বৃহস্পতিবার কোভাক্সিনের প্রস্তুতকারী সংস্থা ভারত বায়োটেক জানিয়েছিল এই তথ্য হবে জুলাইয়ের মধ্যে প্রকাশ করা হবে। ভারত বায়োটেক ইঙ্গিত দিয়েছে যে তারা কোভাক্সিনের সম্পূর্ণ লাইসেন্সের জন্য আবেদন করবে, যখন তাদের কাছে সমস্ত তথ্য থাকবে। প্রথমে তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়ালের ফল 'সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্টোল অর্গানাইজেশন'-এর কাছে জমা দেওয়া হবে। তারপরে এটি জার্নালে প্রকাশিত হবে।

তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়ালের ফল পাওয়ার আগেই ভারতে করোনা আক্রান্ত রোগীদের উপর টিকা হিসাবে ব্যবহার শুরু হয় কোভ্যাক্সিন। প্রথম দিকে অনেকেই এই টিকা নিতে আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কোভ্যাক্সিন নেন। যদিও এখনও এই টিকাকে স্বীকৃতি দেয়নি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)।

"আরও অনেকে যোগ দেবে, যাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদের নেব না" দাবি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১১ জুন (হি. স.): বিজেপি ত্যাগ করে ফের তৃণমূলে প্রত্যাবর্তন মুকুল রায়ের। শুক্রবার তৃণমূল ভবনে গিয়ে তৃণমূলে যোগদান মুকুল রায় ও তারপুত্র শুভ্রাংশু রায়। এদিন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতেই তৃণমূলে যোগ দেন মুকুল রায়। মুকুল রায় তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর সাংবাদিক সম্মেলন করে তৃণমূল নেত্রী বলেন, "আরও অনেকে যোগ দেবে, যাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদের নেব না, তাঁদের নেব না"।

মুকুল রায় যোগদানের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আরও অনেকে বিজেপি ছেড়ে আসবেন। আরও অনেকে যোগ দেবে। কিন্তু দলের সঙ্গে ভোটের আগে যাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তাঁদের নেব না। কোথায় পিএম কেয়ারসের টাকা। কোথায় ভ্যাকসিনের জন্য ৩৫ হাজার কোটি টাকা। তৃণমূল নারদ-সারদায় যুক্ত নয়। আমাদের দল শক্তিশালী দল। নির্বাচনের সময় গদ্দারি করেছিল। মুকুল একটা কথাও বলেনি। নির্বাচনের সময় দলবিরোধী একটাও কথা বলেনি। নির্বাচনের সময় যাঁরা গদ্দারি করে বিজেপির হাত শক্তিশালী করেছে। তাদের আমরা নেব না। নরমপন্থী ও চরমপন্থী রয়েছে। যাঁরা গদ্দারি করে নিম্নরুচির পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের নেব না"।

সাংবাদিক সম্মেলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "মুকুল ঘরের ছেলে ঘরে ফিরল। মুকুল রায়ের তৃণমূল প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, " ভোটে বিপুল জয় পেয়েছি।দল ইতিমধ্যেই শক্তিশালী। সাধারণ মানুষ সঙ্গে আছেন। মুকুল পুরনো পরিবারের ছেলে। ওকে চমকে-ধমকে এজেন্সি দেখিয়ে মুকুলের উপরে কম অত্যাচার হয়নি। মুকুল নিজেও মানসিক শান্তি পেল। শরীরটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। মুখে বলতে পারত না। বিজেপি করা যায় না। বিজেপিতে যাঁরা আছে তাঁদের শোষণ এত বেশি। মানুষকে মনুষ্যত্ব নিয়ে বাঁচতে দেয় না। মুকুলের চলে আসা এটাই প্রমাণ। মুকুল ঘরের ছেলে ঘরে ফিরল "।

প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন দল ত্যাগ করেছিলেন মুকুল রায়। যোগ দিয়েছিলেন বিজেপিতে। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরেই বেসুরো লক্ষ্য করা যাচ্ছিল মুকুল রায়কে। এরই মাঝে সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে পুরানো দলেই প্রত্যাবর্তন দলের "চাণক্য"- র। এদিন মুকুল রায়ের সঙ্গে তৃণমূলে প্রত্যাবর্তন হয় মুকুল পুত্র শুভ্রাংশু রায়েরও। এদিন তৃণমূল ভবনে মুকুল রায়ের তৃণমূলে যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল নেতা, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায়। মুকুল রায় ও তার ছেলেকে উত্তরীয় পরিয়ে তৃণমূলের স্বাগত জানান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে ফের তৃণমূলে ফিরলেন মুকুল রায়। গত কয়েকদিন ধরেই বেসুরো ছিলেন প্রাক্তন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। অবশেষে শুক্রবার বিজেপি ত্যাগ করে তৃণমূল ভবনে গিয়ে ফের তৃণমূলে যোগ দিলেন মুকুল রায় ও তার পুত্র শুভ্রাংশু রায়।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরীয় পরিয়ে তৃণমূলের স্বাগত জানান মুকুল রায়কে। তৃণমূলে যোগ দিয়েই, "বিজেপি করতে পারলাম না, সেই কারণে পুরনো ঘরে ফিরে এলাম" এমনটাই মন্তব্য করেন মুকুল রায়।একুশের বিধানসভা ভোট শেষ হতেই বিজেপিতে ভাঙন। ২০১৭ সালে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন দল ত্যাগ করেছিলেন মুকুল রায়। যোগ দিয়েছিলেন বিজেপিতে। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরেই বেসুরো লক্ষ্য করা যাচ্ছিল মুকুল রায়কে। এরই মাঝে এদিন পুরানো দলে ফিরলেন "চাণক্য"। এদিন মুকুল রায়ের সঙ্গে তৃণমূলে প্রত্যাবর্তন হয় মুকুল পুত্র শুভ্রাংশু রায়েরও। এদিন তৃণমূল ভবনে মুকুল রায়ের তৃণমূলে যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল নেতা, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায়। মুকুল রায় ও তার ছেলেকে উত্তরীয় পরিয়ে তৃণমূলের স্বাগত জানান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

কল্যাণপুরে সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে মাস্ক বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ জুন।। কল্যাণপুর এর সামাজিক সংস্থা দিনকাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির অভিনব সামাজিক কর্মসূরচি। সংস্থার তরফ থেকে কল্যাণপুর বাজারে বিভিন্ন দোকান শ্রমিকদের হাতে মাস্ক সেনিটাইজার এবং সাবান তুলে দেওয়া হল। এই উপলক্ষে নাট মন্দির প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সভাপতি অমলেন্দু দেব রায়, শুরুতেই সংস্থার প্রতিষ্ঠা, লক্ষ্য ,উদ্দেশ্য এবং করুণা কালীন সময়ে সার্বিক সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন সংস্থার সদস্য রাজীব ঘোষ। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন কল্যাণপুর ব্লক চেয়ারম্যান সোমেন গোপ , কল্যাণপুর হাসপাতালের চিকিৎসক সুপ্রিয় বর্মন , বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী, মার্চেন্ট এসোসিয়েশন এর সম্পাদক চন্দন মজুমদার প্রমুখ। বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী এই সময়ের মধ্যে দিনকাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সামাজিক কর্মসূচির প্রশংসা করেন এবং আগামী দিনে সমাজকে সুন্দর এবং সুস্থ রাখার প্রয়োজনে সমস্ত অংশের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান রাখেন। এদিকে এক সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে সংস্থার সম্পাদক সজল দেব জানান বিগত বছরের মতো এ বছরও কঠিন সময়ে মানুষের পাশে দিনকাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে আগামী দিনে মানুষের পাশে সমাজের পাশে থাকবে দিনকাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

গকুলনগর পিতৃহারা পরিবারের পাশে জারা ফাউন্ডেশনের সহযোগিতার আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ জুন।। বিশালগড় মহকুমার গকুলনগর ৭ নং ওয়ার্ডের মলিন নমঃ ১০ দিন আগে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।মৃত অবস্থায় উনার দুই সন্তান ৯ বছরের অন্তর নমঃ, ১২ বছরের সমীর নমঃ রেখে গেছেন।গত ১০ দিন আগে হঠাৎ জ্বর উঠে মলিন নমঃ মারা যাওয়াও অসহার হয়ে পরে ঘোটা পরিবার।মলিন নমঃ পেশার দিন মুজুর ছিলেন।মৃত মলিন নমেঃর গকুলনগর ৭ নং ওয়ার্ডে বোনের জায়গাতে থাকতেন।অসহার পরিবারের থাকার মতো কোন জায়গা নেই এমন কি একটা ঘর পর্যন্ত নেই।মলিন নমেঃর দুই অসহার সন্তান সহ পরিবারের পাশে গিয়ে দাড়ানোর আশ্বাস দেন জারা ফাউন্ডেশান। আগরতলা থেকে বিশালগড় গকুলনগের অসহার দুই সন্তানের পাশে দাড়ানোর আশ্বাস দিয়ে আর্থিক সাহায্য করে যান জারা ফাউন্ডেশন এর প্রতিনিধি দল।জারা ফাউন্ডেশন এর সাধারন সম্পাদক মুজাহীত আলী সংগঠনের সভানেত্রী সালমা খাতুন এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সদস্য প্রদীপ ভৌমিক। জারা ফাউন্ডেশন আগামী দিনে গকুল নগর এলাকার আসহার দুই সন্তান সহ ঐ পরিবারে পাশে থেকে সরকারি সাহায্যের আশ্বাস দেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এর কাছে জারা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে অসহায় ওই পরিবারে একটি ঘরের আবেদন করবেন। জারা ফাউন্ডেশন আগামী দিনে এই অসহায় পরিবারের পাশে থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন বলে জানান সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদ আলী।

সিদ্ধান্ত

● **প্রথম পাতার পর**

অমানবিক দমন-পীড়ন। এর প্রতিবাদে রাজ্যব্যাপী ২৫ জুনকে 'কালো দিবস" হিসেবে পালন প্রদেশ বিজেপি। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জেলা ও রাজ্য পর্যায়ে আলোচনা সংগঠিত করা হবে।

লক্ষাধিক

● **প্রথম পাতার পর**

মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ২৪ কোটি ৬০ লক্ষ ৮৫ হাজার ৬৪৯ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৩২,৭৪,৬৭২ জনকে।

কাকড়াবনে

● **প্রথম পাতার পর**

বাড়িতে নিয়ে আসে। বাঘের ছানা আটক করে কাকড়াবন ফরেস্ট অফিসের খবর দেওয়া হয়। ফরেস্ট অফিসার শেখর লোধ ফরেস্ট বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে বাঘের বাচ্চাটিকে যত্নসহকারে খাঁচায় বন্দী করেন এবং বন দপ্তরের গাড়ি দিয়ে কাকড়াবন ফরেস্ট অফিসে নিয়ে আসেন।

সাংবাদিকদের কাছে শেখর লোধ জানান বাঘের ছানাটি কোথায় থেকে এসেছে তা বলা সম্ভব নয় তবে সে বিষয়ে তদন্ত করা হবে। কিন্তু বাঘের বাচ্চাটির গায়ে চোট রয়েছে দেখে বুঝা যায় এই বাঘ শাবকটিকে কোথাও না কোথাও আক্রমণ করা হয়। শনিবার সকালে নির্দিষ্ট জায়গাতে নিরাপদ স্থানে বাচ্চাটিকে পাঠানো হবে। জনবহুল এলাকায় বাঘ শাবকের উপস্থিতিতে জনমনে আতঙ্ক ও উৎকন্ঠা ছড়িয়ে পড়ে।

বিজয় রাঙ্খল

● **প্রথম পাতার পর**

এডিসি নির্বাচনে বিজেপি-আইপিএফটি'র মধ্যে আসন বন্টন সঠিক ভাবে হয়নি বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এদিন আইপিএফটি ছেড়ে তিপ্রামথাতে যোগ দিয়েছেন আইপিএফটি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিরেশ দেববার্মা।তিনি সদ্য সমাপ্ত এডিসি নির্বাচনে ডেমছড়া-কচুছড়ার কেন্দ্রে আইপিএফটির প্রার্থী ছিলেন। বিজেপি আইপিএফটির রাজ্য স্তরের নেতা-নেত্রীর সঙ্গে আরও কিছু সংখ্যক ভোটার যোগ দিয়েছে তিপ্রামথাতে। আগামী দিনে আরও ভোটার তিপ্রার পতাকা তলে আসবে বলে জানিয়েছেন দল ত্যাগীরা। গত এডিসি ভোটের পর থেকেই পাহাড়ে দলত্যাগ অব্যাহত। এদিকে,, শুক্রবার প্রবীন জনজাতি নেতা তথা আইএনপিটির সভাপতি বিজয় রাঙ্খলকে তিপ্রা সভাপতি করার ঘোষণা দিয়েছেন দলের চেয়ারম্যান প্রদুত কিশোর দেববর্মা।

স্বামী

● **প্রথম পাতার পর**

গুরুত্ব দেয়নি পরিবারের লোকেরা। সকালবেলা বাড়ির পার্শবর্তী রাবার বাগানে ঝুলে থাকতে দেখা যায় কৃষ্ণ দেবনাথকে।

প্রতিবেশী একজন রাবার বাগানের লেটেক্স সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখে কৃষ্ণ ঝুলে রয়েছে রাবার গাছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় কৃষ্ণর পরিবারে। মুহূর্তের মধ্যে গোটা গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়। বিশ্রামগঞ্জ থানাকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ নামিয়ে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যায়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনায় পরিবারটির উপর আকাশ ভেঙে পড়ার অবস্থা। কৃষ্ণর এক বন্ধু বলেছে, কৃষ্ণ তার স্ত্রী অর্থাৎ তার জীবনসঙ্গিনীকে অফুরন্ত ভালোবাসত। তার স্ত্রী মরে যাওয়ার পর থেকে কৃষ্ণ মনমরা হয়ে থাকত। সবসময় বন্ধুর কাছে তার সহধর্মিণীর কথা বলত। তোমার কাছে আমিও আসছি চলে। এই কথাটা সব সময় বন্ধুর কাছে নাকি বলত

কৃষ্ণ। গোটা গ্রাম কাঁদছে কৃষ্ণর বন্ধুর মুখে কৃষ্ণর এই কথা শুনে। এমনই ভালোবাসা ছিল দুজনের মধ্যে। স্ত্রীর মৃত্যু মন থেকে মেনে নিতে পারেনি কৃষ্ণ।তাই হয়তো আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। এমনটাই জানিয়েছে বন্ধুবান্ধব পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন।

কৃষ্ণর মৃত্যুর সংবাদে গোটা এলাকা শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছে। কৃষ্ণের বৃদ্ধ পিতা ও পরিবারের লোকজন তার এই অকাল মৃত্যু কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না।

দাবী -আপত্তি

● **আটের পাতার পর**

সরকারি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের ছাত্রী তথা ১৪ বছরের নাবালিকা কন্যা প্রয়াতঃ অঙ্কিতা সেনের পরিবারের সাথে। অঙ্কিতা সেনের পরিবারের লোকেরা বিধায়ক তথা প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন সহ বিধায়ক আশিস সাহাকে দেখতেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে প্রয়াত অঙ্কিতার পিতা উত্তম সেন। সেখানে তাদেরকে সমবেদনা জানানোর পর ছুটে আসে একই এলাকার করোনা আক্রান্তে প্রয়াতঃ নির্মল সাহার বাড়িতে সেখানেও প্রয়াতঃ নির্মল সাহার পত্র শ্রী সাথে দেখা করে সমবেদনা জানিয়ে বাঁশ পাড়া থেকে কালিনগর এলাকার প্রয়াতঃ অভিজিৎ সিনহার বাড়িতে চলে আসেন। মাত্র ৩৩ বছর বয়সে মারা যান অভিজিৎ সিনহা । আই আই টি প্রফেসর ছিলেন অভিজিৎ সিনহা। কর্মস্থল মিজোরামেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান প্রফেসর অভিজিৎ সিনহা। এই অভিজিৎ সিনারিও মা বাবার সাথে কথা বলে সমবেদনা জানানোর পর আগরতলা উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয় বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ ও আশিষ সাহা।

চড়িলাম সংযোজন ঃ বিশালগড় থানাধীন চন্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ডের নদীলাক এলাকার বিল্লাল হোসেনের স্ত্রী কোহিনুর বেগম গত ২৬ শে মে আগরতলা আই জি এম হাসপাতলে শিশু সন্তান জন্ম দেওয়ার সময় রক্তের সংকটে মারা গিয়েছিলেন। সন্তানের জন্ম দেওয়ার পরই কোহিনুর বেগম এর মৃত্যু হয় আই জি এম হাসপাতালে। শুক্রবার বিশালগড় নদীলাক এলাকার বিল্লাল হোসেনের মাতৃহারা শিশু সন্তান টিকে দেখতে আসেন রাজ্যের প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। উনার সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক আশিস সাহা সহ অন্যান্যরা। ছোট্ট শিশুকে দেখে পকেট থেকে টাকা বের করে দিলেন প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন বিল্লালের হাতে। সুদীপ রায় বর্মন বলেন মাতৃহারা শিশুটিকে দেখার জন্য আমার উদগ্রীব ছিল তাই চন্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের নদীলাক এলাকায় ছুটে আসলাম শিশুটিকে দেখার জন্য। শুক্রবার বিশালগড়ে বন্ধুর নাম সুদীপের পদার্পণে অনেক নতুন নতুন কর্মী-সমর্থকদের দেখা যায় বন্ধু সুদীপের সাথে নদ্দীলাক গ্রামে।বিশালগড় নদীলাকে বিল্লাল হোসেনের বাড়ীতে প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন সাংবাদিক দের মুখোমুখি হয়ে বলেন গত ২৭ মে বিল্লাল হোসেনের স্ত্রী কোহিনুর বেগমের শিশু সন্তান জন্ম দেওয়ার পর প্রচুর পরিমানে রক্ত ক্ষরন হওয়াও মৃত্যু হয়েছিল তার।এ বি পজেটিভ রক্তের গ্রোপ ছিল। কহিনুর এর স্বামী বিল্লাল এর অভিযোগ মূলে আইজিএম ব্লাড ব্যাংকে প্রচুর রক্তছিল কিন্তু দেওয়া হয়নি। সেই কারণেই মারা যান কোহিনূর। শুক্রবার বিশালগড় কোহিনুর বেগমের পরিবারে ছোট শিশু সন্তান টি কে দেখতে যান বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন সহ আশিস সাহা অন্যান্যরা। বিশালগড় এর আরো দুইটি বাড়িতে গিয়েছিলেন বন্ধুর নাম সুদীপ এর প্রতিনিধি দল।

উদয়পুর সংযোজন ঃ আজ দুপুরে উদয়পুর রমেশ চৌমূহনীস্থিত 'বন্ধুর নাম সুদীপ ' সংস্থার অফিসে ত্রিপুরার প্রাক্তন স্বাস্থ্য মন্ত্রী তথ্য বিজেপি দলের ছয় কৃষ্ণনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ ও আট আগরতলা বরদোয়ালি কেন্দ্রের বিজেপি দলের নির্বাচিত বিধায়ক আশীষ সাহা বিলোনিয়ায় চৌদ্দ বছরের নাবালিকা মেয়ে কোভিড আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরন করেছিলো,- সেই বাড়ি সহ আরো কয়েক জন কোভিড আক্রান্ত হয়ে নিহতের বাড়ি গিয়ে শান্তনা দিয়ে ফিরে আসার পথে অল্প সময়ের জন্য উদয়পুর রমেশ চৌমূহনীস্থিত 'বন্ধুর নাম সুদীপ ' সংস্থার অফিসে বসে ওনার অনুগামীদের সাথে মত বিনিময় করে কোন পদ্ধতিতে এই কোভিড পরিস্থিতিতে মানুষকে সাহায্য করা যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই পরিস্থিতিতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন কিছু উশৃঙ্খল যুবক দিশা হারা হয়ে, রাজ্যের ক্ষমতাহীন দলকে বিব্রত করছে তাদের আচরণের তীব্র ভাষায় ঘৃনা করেছেন।' বন্ধুর নাম সুদীপ' সংস্থার গত কয়েকদিনের বাগমা বাজার সাফাই , বাগমা থানা, রাধাকিশোর থানা, রাধাকিশোরপুর মহিলা থানা, উদয়পুর ট্রাফিক দপ্তরের অফিস প্রভৃতি এলাকায় সেনিটাইড করে কোভিড মুক্ত করার চেষ্টা করেন। সাথে ছিলেন বিধায়কআশীষ সাহা। বিপুল সংখ্যক সমর্থকের উপস্থিতি ছিলো লক্ষ্যনীয়।

সিআইটিইউ

● **আটের পাতার পর**

হাতে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশ্যে। এই ডেপুটেশনে প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সি আই টি ইউ রাজ্য কমিটি তথা বাগমা এলাকার নেতা দিলীপ দত্ত, প্রদীপ সাহা, রুপন দে প্রমুখ। সি আই টি ইউ সর্বভারতীয় কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে উদয়পুর বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে এই ডেপুটেশন বলে জানান সি আই টি ইউ রাজ্য নেতা দিলীপ দত্ত। উনি জানান কেন্দ্রীয় সরকারে নয়া শ্রমিক কোড, শ্রমিক বিরোধী তিনটি আইন সহ ১২ দফা দাবীর সমর্থনে মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায়ের নিকট এই স্মারকলিপি প্রদান করা হয় প্রধান মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে।দিলীপ দত্ত বলেন ডেপুটেশন প্রদান কালে মহকুমা শাসক দাবীগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে স্মারকলিপিটি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট যথা সময়ে পাঠিয়ে দেবেন বলে ডেপুটেশন প্রদানকারী সিআইটিইউ নেতৃত্বকে আশ্বস্ত করেন। গত কয়েক দিনে সিআইটিইউ উদয়পুর বিভাগীয় কমিটির পক্ষ থেকে উদয়পুরের বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবের নিকট দাবির পক্ষে প্রতিনিধি ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

হতে পারে। বেশ কিছু নতুন মুখ মন্ত্রিসভায় আনা হতে পারে। বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী সুশীল মোদীর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়া নিয়ে জল্পনা অনেক দিনের। এবছর তাঁকে উপমুখ্যমন্ত্রী করা হয়নি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েই। একইভাবে অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনওয়ালকেও কেন্দ্রে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে বলে দীর্ঘদিন ধরে জল্পনা শোনা যাচ্ছে। একই জল্পনা শোনা যাচ্ছে মধ্যপ্রদেশের প্রভাবশালী নেতা জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াকে নিয়েও। আবার বাংলার কর্মীদের মনোবল বাড়াতে আরও কাউকে মন্ত্রী করা হতে পারে বলে একটা জল্পনা গেরুয়া শিবিরের অন্দরে রয়েছে। সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বিজেপি সভাপতির বৈঠকে এসব নিয়েই আলোচনা হবে।

সাধারণত প্রতি মাসে মন্ত্রিসভার বৈঠকের পরে মন্ত্রিদের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু এ বার তার ব্যতিক্রম হল। পাশাপাশি শুক্রবারের বৈঠকে নড্ডার উপস্থিতির কারণে মন্ত্রিসভার রদবদলের সম্ভাবনা ঘিরে জল্পনা তৈরি হয়েছে নতুন করে। আগামী বছরের গোড়ায় উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা। তার আগে ওই রাজ্য থেকে নতুন কয়েক জনকে মোদী মন্ত্রিসভায় ঠাঁই দেওয়া হতে পারে বলে দলের অন্দরে জল্পনা রয়েছে।

বিক্ষোভ

● **প্রথম পাতার পর**

দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাই-সহ দেশের সর্বত্রই বেড়েছে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। নতুন করে ২৯ পয়সা দাম বাড়ার পর রাজধানী দিল্লিতে শুক্রবার পেট্রোলের বর্ধিত দাম ৯৫.৮৫ টাকা এবং ২৮ পয়সা বৃদ্ধির ডিজেলের দাম ৮৬.৭৫ টাকা। কলকাতায় উভয় জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে ২৮ পয়সা। কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রোলের বর্ধিত দাম ৯৫.৮০ টাকা এবং ডিজেলের নতুন দাম ৮৯.৬০ টাকাউ মুম্বইয়ে ক্রমেই বেড়ে চলেছে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম।

২৮ পয়সা বেড়ে মুম্বইয়ে শুক্রবার পেট্রোলের দাম পৌঁছেছে ১০২.০৪ টাকায় এবং ৩০ পয়সা বেড়ে ডিজেলের দাম ৯৪.১৫ টাকায় পৌঁছেছে। চেন্নাইয়ে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে, যথাক্রমে ৯৭.১৯ টাকা প্রতি লিটার এবং ৯১.৪২ টাকা প্রতি লিটার। চেন্নাইয়ে পেট্রোলের দাম বেড়েছে ২৫ পয়সা এবং ডিজেলের দাম বেড়েছে ২৭ পয়সা। কোনও দিন বাড়ছে, কোনও দিন আবার অপরিবর্তিত থাকছে, কিন্তু পেট্রোল ও ডিজেলের দাম কমার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। ফলে রোজই চিন্তা বাড়ছে সাধারণ মানুষের। খারাপ প্রভাব পড়ছে দৈনন্দিন জীবনে।

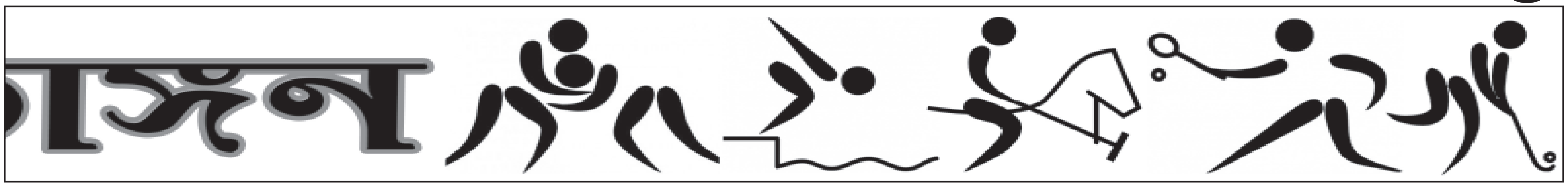

ফের বিতর্কে শাকিব, লাথি মেরে স্টাম্প ভাঙলেন বিপক্ষ প্রশিক্ষকের সঙ্গে ঝামেলায় জড়ালেন

ঢাকা, ১১ জুন (হি.স.) : ফের বিতর্কে জড়ালেন বাংলাদেশের ক্রিকেট তারকা শাকিব আল হাসান। চলতি ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে শুক্রবার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও আবাহনী লিমিটেডের মধ্যে ম্যাচ চলার সময় লাথি মেরে স্টাম্প ভেঙে ফেলেন শাকিব। এমনকি বিপক্ষের মুখ্য প্রশিক্ষক ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের অন্যতম পরিচালক খালেদ মামুদ সুজনের সঙ্গেও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন দেশের প্রাক্তন অধিনায়ক। পরে অবশ্য নিজের ভুল বুঝতে পেরে নেট মাধ্যমে ক্ষমা চেয়ে নেন শাকিব। যদিও অনেকে মনে করছেন শাস্তি পেতে পারেন তিনি।

ঘটনাটি তাঁর দলের বোলিংয়ের পঞ্চম ওভারে ঘটেছিল। শেষ বলটা দারুণ ভাবে ভেতরে নিয়ে আসেন সাকিব। ব্যাটসম্যান মুশফিকুর রহিম পরাস্ত হন। এলবিডব্লিউর জোরালো আবেদন করলেও নাকচ করে দেন আম্পায়ার। এরপর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে ক্ষেপে গিয়ে লাথি মেরেই স্টাম্প ভেঙে ফেলেন এই অলরাউন্ডার! পরের ওভার শেষে ফের তাঁর সঙ্গে ফের আম্পায়ারের কথা কাটাকাটি হয়। সেই সময় ফের স্টাম্প তুলে পিচের উপর আছাড় মারেন তিনি!

পরে বৃষ্টির জন্য খেলা সাময়িক বন্ধ হওয়ার জন্য সাজঘরে ফিরছিল শাকিবের দল। সেই সময় শাকিবকে গালাগালি করেন আবাহনীর কয়েকজন সমর্থক। শাকিবও তাঁদের পাল্টা জবাব দেন। শাকিবের এমন আচরণ মেনে নিতে পারেননি সুজন। তাঁর সঙ্গে শাকিবের কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে যায়। যদিও দুজনকে তাঁদের দলের অন্যরা সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঝামেলা বড় আকার নেয়নি।

পরে ফেসবুকে ক্ষমা চেয়ে শাকিব লেখেন, ''যাঁরা ঘরে বসে খেলা দেখছিলেন তাঁদের কষ্ট দেওয়ার জন্য আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। আমার মতো একজন অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের এমন আচরণ করা কখনই উচিত নয়। আমি আমার দল, ম্যানেজমেন্ট, টুর্নামেন্ট অফিসিয়ালস এবং সাংগঠনিক কমিটির কাছে এই মানবিক ভুলের জন্য ক্ষমা চাইছি। আশা করিছি, ভবিষ্যতে কখনই আর এমন কাজ করব না। সবাইকে ধন্যবাদ এবং ভালোবাসা।'' সাকিবের এমন আচরণে মাঠের উপস্থিত সবাই অবাক হয়ে যান।

তবে ক্ষমা চাওয়ার পরেও নির্বাসনের মুখে পড়তে পারেন সাকিব। অনেকেই মনে করছে তাঁর ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের জন্য তিনি বড় শাস্তির মুখে পড়তে পারেন।

লিওনেল মেসির নেতৃত্বে কোপা আমেরিকায় আর্জেন্তিনা দল

বুয়েনস আইরেস, ১১ জুন (হি.স.) : ১৯৯৩ সালের পর ফের কোপা আমেরিকা জয়ের লক্ষ্য ব্রাজিলে পা রাখছে আর্জেন্তিনা। প্রত্যাশিতভাবেই আর্জেন্তিনাকে নেতৃত্ব দেবেন লিওনেল মেসি। ২৮ জনের দলে রয়েছেন সার্জিও আগুয়েরো এবং অ্যাঞ্জেল ডি' মারিয়া।

দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবলের পরিচালনা কমিটি, কনমেবল-র তরফে এই তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

আর্জেন্তিনা শেষবার কোপ আমেরিকা জিতেছিল ১৯৯৩ সালে। সুতরাং ২৮ বছর পর মেসির সামনে দারুণ সুযোগ দেশকে কোপা জেতানোর। তারপর থেকে আর্জেন্তিনা ফুটবলে সাফল্য বলতে ২০০৮ বেজিং অলিম্পিকে সোনা জয়।

সোমবার রিও ডি জেনেইরো-তে চিলির বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে আর্জেন্তিনা। 'এ' গ্রুপে আর্জেন্তিনার সঙ্গে রয়েছে উরুগুয়ে, বলিভিয়া এবং প্যারাগুয়ে।

আর্জেন্তিনা স্কোয়াড :

গোলকিপার: ফ্রাঙ্কো আরমানি (রিভার প্লেট), এমিলিয়ানো মার্টিনেজ (অ্যাস্টন ভিলা), আগুস্টিন মার্চেসিন (পোর্তো) এবং জুয়ান মুসো (উদিনেস)

ডিফেন্ডার: গনজালো মন্টিল (রিভার), নিকোলাস ওটামেণ্ডি (বেনফিকা), জার্মান পেজেলা, লুকাস মার্তেনেজ কোয়ার্টা (ফিওরেন্টিনা), নিকোলাস টেগলিয়াফিকো, লিসান্দ্রো মার্তেঞ্জ (অ্যাজাক্স), মার্কোস আকুনা (সেভিলা), ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো (আটলান্টা)।

মিড-ফিল্ডার: লেয়ানড্রো পেরেদেস, অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া (পিএসজি), গাইডো রদ্রিগেজ (বেতিস), জিওভানি লো সেলসো (টটেনহাম), এক্সকিল প্যালাসিয়াস (বায়ার লেভারকুসেন), নিকোলাস গঞ্জালেজ (স্টুটগার্ট), রদ্রিগো দে পল (উদিনোস) (সেভিলা), অ্যাঞ্জেল কোরিয়া (অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ), নিকোলাস ডোমঙ্গুয়েজ (বোলোনা)

ফরোয়ার্ড: লিওনেল মেসি (বার্সেলোনা), লাউটারো মার্টিনেজ (ইন্টার মিলান), জোয়াকুইন কোরিয়া (লাজিও), লুকাস আলারিও (বায়ার লেভারকুসেন) এবং সার্জিও আগুয়েরো (বার্সেলোনা)

সাগর রানা হত্যাকাণ্ডে গ্রেফতার আরও এক কুস্তিগীর

নয়াদিল্লি, ১১ জুন (হি. স.): সাগর রানা ধনকড় হত্যাকাণ্ডে গ্রেফতার আরও এক কুস্তিগীর। কুস্তিগীর অনিরুদ্ধকে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ। ছত্রসাল হত্যা মামলায় অনিরুদ্ধকে নিয়ে মোট ১০ জনকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, সাগর রানাকে মারধর করার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ২২ বছরের অনিরুদ্ধও। এবং এই কাজে তিনি সুশীল কুমারকে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু এর বাইরে অনিরুদ্ধকে নিয়ে আর কোনও তথ্য দিতে চায়নি পুলিশ।

ছত্রসাল স্টেডিয়ামে জুনিয়র জাতীয় চ্যাম্পিয়ন সাগর রানা ধনকড় হত্যা মামালায় মূল অভিযুক্ত সুশীল কুমারই। সাগর ছাড়াও তাঁর আরও দুই বন্ধু সোনু ও অমিত কুমারকেও মারাধর করার অভিযোগ রয়েছে সুশীলের বিরুদ্ধে। প্রসঙ্গত সুশীলের মার খেয়েই মারা যান সাগর। এই মারধরের ভিডিয়োও ভাইরাল হয়েছে। যাতে আরও বেশি করে ফেঁসে গিয়েছেন সুশীল।

এই মুহূর্তে তিহাড় জেলে বন্দি রয়েছেন দু''বারের অলিম্পিক্সে পদকজয়ী কুস্তিগীর সুশীল। পুলিশের জেরায় সুশীল জানিয়েছিলেন, ছত্রসাল স্টেডিয়ামের ২৩ বছরের কুস্তিগীর সাগরকে তিনি শুধু ভয় দেখাতেই চেয়েছিলেন। মেরে ফেলতে চাননি। তদন্তে নেমে পুলিশ সুশীলের বিরুদ্ধে নানা কুকর্মের প্রমাণ পেয়েছেন। এমন কী অন্ধকার জগতের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল বলে জানা গিয়েছে।

ইউরো শুরু আগেই করোনায় আক্রান্ত রাশিয়ার ফুটবলার

মস্কো, ১১ জুন (হি.স.) : ইউরো শুরু হওয়ার আগেই ধাক্কা রাশিয়া শিবিরে। করোনা আক্রান্ত হলেন ফুটবলার আন্দ্রেই মস্তোভয়। তাঁর বদলে দলে এলেন রোমান ইয়েভগেনিয়েভ। শুক্রবার এমনটাই জানানো হয়েছে দলের তরফে।

রাশিয়ার তরফে বলা হয়, "আরটিপিসিআর পরীক্ষার ফল পজিটিভ এসেছে। দলের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মস্তোভয়ের বদলে ইয়েভগেনিয়েভকে নেওয়া হচ্ছে।'' রাশিয়ার প্রথম ম্যাচ শক্তিশালী বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে। শনিবার রাতে মুখোমুখি হবে দুই দেশ।

শুক্রবার রাত থেকে শুরু হচ্ছে এ বারের ইউরো কাপ। গত বছর হওয়ার কথা থাকলেও করোনার জন্য তা সম্ভব হয়নি। এ বারে ১১টি দেশ মিলে আয়োজন করছে এই প্রতিযোগিতা। ইটালি বনাম তুরস্কের ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ইউরো ২০২০। এই বছর হলেও প্রতিযোগিতার নামের সঙ্গে গত বছরের সালই রেখেছেন কর্তৃপক্ষ।হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

ফ্রেঞ্চ ওপেনের হাইভোল্টেজ মুখোমুখি রাফায়েল নাদাল ও নোভাক জকোভিচ

প্যারিস, ১১ জুন (হি.স.) : শুক্রবার রাতে ফ্রেঞ্চ ওপেনের হাইভোল্টেজ মুখোমুখি হচ্ছেন রাফায়েল নাদাল ও নোভাক জকোভিচ। অন্যদিকে, আরও একটি সেমিফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছেন সিতিসপাস ও ভেরেভ। রোলা গোরোর মাটিতে কে কতটা সাবলীল ভূমিকা পালন করতে পারেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল।

ফ্রেঞ্চ ওপেনের পুরুষদের বিভাগে ইতালিতে টেনিস খেলোয়াড় মাতিও বেরিতিনিকে হারিয়েছিলেন নোভাক জোকোভিচ। আর আর্জেন্টিনার টেনিস খেলোয়াড় ডিয়েগো সোয়াটজম্যানকে হারিয়ে ছিলেন রাফায়েল নাদাল।

আর অন্যদিকে সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবেন আলেকজেন্ডার ভেরেভ এবং টেফানোজ সিতিসপাস। এই দুইজনের মধ্যে যিনি জিতবেন, তিনি নাদাল বা জোকোভিচের মধ্যে ফাইনাল খেলবেন। এখনও পর্যন্ত ৫৭ বার মুখোমুখি হয়েছেন নোভাক ও রাফায়েল। এরমধ্যে ২৯ বার জিতেছেন জোকোভিচ ও ২৮ বার জিতেছে রাফায়েল নাদাল।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্টে সর্বনিম্ন স্কোর ওয়েস্ট ইন্ডিজের, ৫ উইকেট এনগিডির

সেন্ট লুসিয়া, ১১ জুন (হি.স.) : ঘরের মাঠেই দক্ষিণ আফ্রিকার বোলিংয়ের বিরুদ্ধে বিপর্যস্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল। বৃহস্পতিবার প্রথম টেস্টের প্রথম দিনে সেন্ট লুসিয়ায় ৯৭ রানে শেষ হয়ে গেল তারা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এটাই তাদের সর্বনিম্ন ইনিংস। ৫ উইকেট নিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার জোরে বোলার লুনগি এনগিডি।

দীর্ঘ ১১ বছর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রথম দিনেই সেখানে বিপক্ষকে চাপে ফেলে দিল তারা। দিনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর ৪ উইকেট হারিয়ে ১২৮। সর্বোচ্চ ৬০ রান করেন এডেন মার্করামের। ওয়েস্ট ইন্ডিজের অভিষেককারী বোলার জেডেন সিলস ৩ উইকেট পেয়েছেন।

ওপেনিংয়ে ক্রেগ ব্রাথওয়েট এবং শাই হোপ ভালই খেলছিলেন। কিন্তু অনরিখ নোখিয়াকে আনার পরেই ক্যারিবিয়ানদের প্রতিরোধ শেষ হয়ে যায়। এরপর নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট পড়তে থাকে। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

রোলাঁ গারো পাচ্ছে এবার নয়া মহিলা গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন

প্যারিস, ১১ জুন (হি.স.) : এবারের ফরাসি ওপেনে নয়া মহিলা গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন হতে চলেছেন। শনিবার ক্লে-কোর্টের মেগা ফাইনালে মুখোমুখি হতে চলেছেন রাশিয়ার আনাস্তাসিয়া পাভলুচেঙ্কোভা এবং চেক প্রজাতন্ত্রের বারবোরা ক্রেজিকোভা। নাওমি ওসাকা, অ্যাশলে বার্টি, ইগা স্বিয়াতেক, সেরেনা উইলিয়ামসের মতো টেন্স তারকাদের ছাপিয়ে এই জোড়া নাম ফাইনালে প্রত্যাশা করতে পারেননি কেউই। তাই বলা যায় খানিকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই কেরিয়ারে প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে পৌঁছলেন পাভলুচেঙ্কোভা এবং ক্রেজিকোভা।

যদিও পাভলুচেঙ্কোভার ক্ষেত্রে কিন্তু বিষয়টা খানিকটা আলাদা। পরিসংখ্যান জানান দিচ্ছে ওপেন এরায় সবচেয়ে দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালের টিকিট পেলেন এই রাশিয়ান। শেষবার রাশিয়ান মহিলা হিসেবে গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনাল খেলেছিলেন মারিয়া শারাপোভা। স্লোভেনিয়ার তামারা জিদানেককে বৃহস্পতিবার শেষ চারে স্ট্রেট সেটে হারালেন পাভলুচেঙ্কোভা।

শ্রীলঙ্কায় সফরে প্রতিভাবান ছয় ক্রিকেটারের দরজা খুলল ভারতীয় দলে

নয়াদিল্লি, ১১ জুন (হি.স.) : শ্রীলঙ্কায় সফরে ভারতীয় 'বি' দলে ছয় নতুন মুখ নিয়ে চর্চা ভারতীয় ক্রিকেট মহলে। এঁরা হলেন দেবদত্ত পাড়িক্কল, চেতন সাকারিয়া, নীতিশ রানা, ঋতুরাজ গায়কোয়াড়, কৃষ্ণাপ্পা গৌতম ও বরুণ চক্রবর্তী। নতুন এই ছয় জন প্রতিভাবান ক্রিকেটারের সামনে ভারতীয় দলের দরজা প্রথমবারের জন্য খুলে গিয়েছে। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা যখন ইংল্যান্ডে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন, তখন ভারতের 'বি' দল সীমিত ওভারের সিরিজ খেলতে শ্রীলঙ্কা উড়ে যাবে। ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন শিখর ধাওয়ান। সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করবেন ভুবনেশ্বর কুমার।

দেবদত্ত পাড়িক্কল

গত বছর আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন দেবদত্ত। ১৫ ম্যাচে তিনি করেছিলেন ৪৭৩ রান। এরপর ঘরোয়া টুর্নামেন্টগুলিতেও নজরকাড়া পারফর্ম করেন। ২০২০-২০২১ মরসুমের বিজয় হাজারে ট্রফিতে কর্ণাটকের এই তরুণ ব্যাটসম্যান সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন। ৭ ম্যাচে ৭৩৭ রান করেছিলেন দেবদত্ত। আইপিএলে খেলতে নেমে একটি শতরান সহযোগে ৬ ম্যাচে ১৯৫ রান করেছেন দেবদত্ত।

চেতন সাকারিয়া

ঘরোয়া ক্রিকেটে সৌরাষ্ট্রের হয়ে খেলেন ২৩ বছরের প্রতিশ্রুতিমান মিডিয়াম ফাস্ট বোলার চেতন সাকারিয়া। এই বছর আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে খেলতে নেমে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট নিয়ে সবার নজর কেড়েছেন তিনি। আইপিএলের অভিষেক ম্যাচেই তিন উইকেট নিয়েছিলেন চেতন। আইপিএলের প্রথম পর্বের সাতটি ম্যাচ খেলে সম সংখ্যক উইকেট নিয়েছেন তিনি।

নীতিশ রানা

ঘরোয়া ক্রিকেটে নীতিশ রানা একটি বহু পরিচিত নাম। দীর্ঘ সময় ধরে দিল্লির হয়ে প্রচুর রান করে এসেছেন তিনি। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এখনও পর্যন্ত ৩৮টি ম্যাচ খেলে ৪১.২০-এর গড়ে ২২৬৬ রান এবং লিস্ট এ ক্রিকেটে ৫৮টি ম্যাচ খেলে ৪১.২৭-এর গড়ে ১৯৪০ রান করেছেন নীতিশ। আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলেন দিল্লির এই ২৭ বছর বয়সি ব্যাটসম্যান। স্থগিত হয়ে যাওয়া চতুর্দশ সংস্করণের আইপিএলে ৭ ম্যাচে ২০১ রান করেছেন নীতিশ।

রুতুরাজ গায়কোয়াড়

ঘরোয়া ক্রিকেটে মহারাষ্ট্রের হয়ে খেলেন ২৪ বছর বয়সি প্রতিভাবান ব্যাটসম্যান রুতুরাজ। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এখনও পর্যন্ত ২১টি ম্যাচ খেলে ৩৮.৫৪-এর গড়ে ১৩৪৯ রান এবং লিস্ট এ ক্রিকেটে ৫৯টি ম্যাচ খেলে ৪৭.৮৭-এর গড়ে ২৬৮১ রান করেছেন তিনি। আইপিএলে মহেন্দ্র সিং ধোনির দল চেন্নাই সুপার কিংসে খেলেন রুতুরাজ। গতবছর আইপিএলে নজরকাড়া পারফর্ম করেছিলেন তিনি। এইবছর আইপিএলের প্রথম পর্বে ৭ ম্যাচে ১৯৫ রান করেছেন রুতুরাজ।

কৃষ্ণাপ্পা গৌতম

৩২ বছর বয়সি কৃষ্ণাপ্পা গৌতম ঘরোয়া ক্রিকেটের একটি বহু পরিচিত নাম। কর্ণাটকের হয়ে খেলেন তিনি। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এখনও পর্যন্ত ৪২টি ম্যাচ খেলে ৩৯৮২ রান ও ১৬৬টি উইকেট এবং লিস্ট এ ক্রিকেটে ৪৭টি ম্যাচ খেলে ১৯৭০ রান এবং ৭০টি উইকেট নিয়েছেন গৌতম। আইপিএলের ইতিহাসের সবচেয়ে দামি আনক্যাপড প্লেয়ার তিনি। এবারের নিলামে ৯.২৫ কোটি টাকা দিয়ে গৌতমকে দলে নিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস।

বরুণ চক্রবর্তী

আইপিএলের সৌজন্যে বরুণ চক্রবর্তীকে সকলেই চেনেন। গত বছর মরুশহরে অনুষ্ঠিত আইপিএলে নজরকাড়া পারফর্ম করেছিলেন তিনি। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ২০ রান দিয়ে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন তামিলনাড়ুর এই তারকা স্পিনার। এরপর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজে ভারতের টি-২০ দলে সুযোগ পেয়েছিলেন বরুণ। কিন্তু চোটের কারণে দল থেকে বাদ পড়েন তিনি। আইপিএলে কলকাতার হয়ে খেলতে নেমে ৭ ম্যাচে সমসংখ্যক উইকেট নেন তিনি।হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

আজ রাত থেকে শুরু হচ্ছে ইউরো কাপ, রোমে মুখোমুখি ইতালি এবং তুরস্ক

লন্ডন, ১১ জুন (হি.স.) : শুক্রবার রাত থেকেই শুরু হচ্ছে ইউরোপ সেরা হওয়ার লড়াই। গত বছর ইউরো কাপের প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা থাকলেও করোনা অতিমারির কারণে তা এক বছর পিছিয়ে গিয়েছে। এবারই প্রথম ইউরো কোনও নির্দিষ্ট দেশে নয়, খেলা হবে ১১টি দেশের ১১টি শহরে। বেশিরভাগ বড় দেশই নিজেদের ঘরের মাঠে খেলার সুবিধা পাবে।

বিশ্বের অন্যতম সেরা শক্তিধর দেশগুলি খেলে এই প্রতিযোগিতায়। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। এই মুহূর্তে ফিফার ক্রমতালিকায় প্রথম দশে আছে সাতটি ইউরোপের দেশ। প্রত্যেকেই খেলছে ইউরোতে। শুক্রবার রোমের স্টেডিয়ো অলিম্পিকোতে মুখোমুখি হবে ইতালি এবং তুরস্ক।

এবারের প্রতিযোগিতায় গ্রুপ 'এফ' সবচেয়ে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের গ্রুপ, যেখানে রয়েছে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানি, গতবারের বিশ্বকাপজয়ী ফ্রান্স এবং গতবারের ইউরো জয়ী পর্তুগাল। উয়েফার নিয়মে প্রত্যেকেই পরের পর্বে যেতে পারে। ১৫ জুন মুখোমুখি হবে ফ্রান্স এবং জার্মানি। ১৯ জুন পর্তুগালের বিরুদ্ধে খেলবে জার্মানি। গতবারের ইউরো কাপের ফাইনালে ওঠা দুই দল পর্তুগাল এবং ফ্রান্স মুখোমুখি হবে ২৪ জুন।

ফিফার ক্রমতালিকায় শীর্ষে থাকা বেলজিয়াম ১৩ জুন তাদের অভিযান শুরু করছে রাশিয়ার বিপক্ষে। এরপর তারা খেলবে ডেনমার্ক (১৭ জুন) এবং ফিনল্যান্ডের (২২ জুন) বিপক্ষে। একবারও ইউরো না পাওয়া ইংল্যান্ড প্রথম ম্যাচে খেলবে ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে (১৩ জুন), যাদের কাছে সেমিফাইনালে হেরে তারা গতবারের বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছিল। ১৫ জুন সুইডেনের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করছেন স্পেন।

নির্বাসিত হওয়ার পর ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন অলি রবিনসন

লন্ডন, ১১ জুন (হি.স.) : বর্ণবিদ্বেষমূলক বিতর্কের জেরে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে নির্বাসিত ইংল্যান্ডের পেস বোলার অলি রবিনসন এবার ক্রিকেট থেকে বিরতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। শুক্রবার তার কাউন্টি ক্লাব সাক্সেস এই খবর জানিয়েছে। ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্লাব সাক্সেসের পক্ষ থেকে এদিন একটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, 'ইংল্যান্ডের তরুণ এই পেসার বোলার পরিবারের সাথে সময় কাটানোর জন্য ক্রিকেট থেকে কিছু সময়ের জন্য বিরতি নিচ্ছেন।' তবে তিনি আবার কবে ২২ গজে ফিরবেন সেই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। বর্ণবিদ্বেষমূলক বিতর্কের জেরে কড়া শাস্তির মুখে পড়েছেন অলি রবিনসন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে নির্বাসিত হয়েছেন রবিনসন। এবার ক্রিকেট থেকে ছোট বিরতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন ইংল্যান্ডের এই পেসার।

২০১২-১৩ সালে টুইটারে বিতর্কিত পোস্ট করেছিলেন রবিনসন। সেই পোস্ট আবারও বর্তমান সময়ে সামনে আসে। অলি রবিনসন অবশ্য এত বছর পরে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরে ক্ষমা চেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে অভিষেক হয় রবিনসনের। অভিষেক টেস্টেই দুই ইনিংসে ৭ উইকেট নিয়ে সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন ইংল্যান্ডের এই পেসার। শুধু তাই নয় প্রথম ইনিংসে যেখানে বার্নস ছাড়া কোন ব্যাটসম্যান কিউইদের বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতে পারেননি। সেখানে ৪২ রানের একটি ইনিংসও খেলেন রবিনসন।

ব্রাজিলেই হচ্ছে কোপা আমেরিকা, সুপ্রিম সম্মতিতে খুশি ফুটবলাররা

রিও ডি জেনেইরো, ১১ জুন (হি.স.): ফুটবলারদের খুশি করে দিল ব্রাজিলের সুপ্রিম কোর্ট। মহামারী পরিস্থিতিতে ব্রাজিলেই হবে কোপা আমেরিকা। সুপ্রিম কোর্টের গ্রীন সিগন্যালের পর আর কোনও অনিশ্চয়তা থাকল না। ফলে রবিবার থেকেই ব্রাজিলে শুরু হচ্ছে কোপা আমেরিকা প্রতিযোগিতা। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, কোপা আমেরিকা আয়োজন করতে পারবে ব্রাজিল। তবে, কোভিড সতর্কতা মেনে চলতে হবে।

ব্রাজিলে করোনাভাইরাসের প্রকোপ এখনও কমেনি। মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা এখনও উদ্বেগ বাড়াচ্ছে! এমতাবস্থায় ব্রাজিলে কোপা আমেরিকা প্রতিযোগিতা হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। কোপা আয়োজনের বিরুদ্ধে ব্রাজিলের বিভিন্ন আদালতে মামলা হয়েছে। সেই নিয়ে বৃহস্পতিবার ভার্চুয়ালি শুনানি হয় ব্রাজিলের সুপ্রিম কোর্টে। সকলের নজর ছিল ব্রাজিলের সুপ্রিম কোর্টের দিকেই। গ্রীন সিগন্যাল দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, কোপা আমেরিকার আয়োজন করতে পারবে ব্রাজিল। যদিও, অধিকাংশ বিচারক জানিয়েছেন, অতিরিক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে সরকারকে।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

CANCELLATION ORDER

The Press Notice inviting Tender No-PT-XLIII/EE/RD/STB/2020-21 dt-15/03/2021 in reference to the DNIT No. 151/EE/RD/STB/DNIT/2020-21 dt. 15/03/2021 (2ND Call), which was floated for Construction of dining hall at Kazirkhil High School under Abhoynagar GP of Hrishyamukh RD Block. **(PWD SoR-2017)** has been hereby cancelled due to the following reason:-

1) Due to the quoted rate of the bidder is exceptional below percentage & not justified with the relevant market rate as well as the estimate prepared on the basis of PWD SoR-2017.

To :-

1. Sri Uttam Chakraborty,Wuhuripur, Santirbazar, South Tripura for information please.

Executive Engineer
RD Santirbazar Division
Santirbazar South Tripura

ICA/C/964/2021--22

PRESS NOTICE INVITING TENDER

Sealed Rate Quotations are invited on behalf of the Governor of Tripura, from interested suppliers of Tripura able to supply **"Manitol"** for production of Bio-fertilizer at State Bio-fertilizer Production Centre, under State Agriculture Research Station, at Dutta Tila ,A.D.Nagar ,Agartala. QuoteJ rate in sealed envelope will be received on **23rd June 2021 upto 3.00 PM** and will be opened on the same day at 3.30 PM, if possible in the office of the Joint Director of Agriculture (Research),SARS, Arundhatinagar, Agartala. The terms & condition in details can be accessible from the office of the undersigned on all working days and also can be downloaded from the Departmental Website- **www.agri.tripura.gov.in**

(Arun Bhattacharya)
Joint Director of Agriculture (Res.)
State Agriculture Research Station
Arundhutinagar,Agartala

ICA/C/959/2021--22

No.F.3(2-27)/DEO (U)/Sainagra/KLS/2021/3254
Dated, Kailashahar. the 10/06/2021
NOTICE INVITING OUOTATION FOR HIRING OF VEHICLE

Sealed : Quotations are invited from the interested bonafide owners/Firms/Agencies/Co- operative Societies for hiring of 1(one) no. vehicle (including. fuel etc.), preferably Non- AC Maruti WagonR/ Maruti Eeco/ Maruti Alto K10/ Maruti Omni having valid Registration and Commercial Permit for Govt. duties in the Office of the undersigned or elsewhere within the District/ State on per day hiring basis as and when to be required.

The Quotations addressed to the undersigned in plain paper as per prescribed format along with valid Certificates/ documents and Demand Draft may be dropped through sealed packet in the Tender Box of the Office of the undersigned in between 10.30 am to 4.00 pm from 15/06/2021 to 21/06/2021 (in all working days). The Format including othes 'terms and conditions may be collected from the Office (Samagra Shiksha Cell) daring Office hours in between 15/06/2021 to 19/06/2021.

The undersignIgd reserves the right to accept or reject any or all Quotations without assigning any reason thereof.

(S. Das)
District Project Co-ordinator,
Samagra Shiksha Abhiyan
(District Education Officer, 1/C)
Unakoti District, Kailashahar

ICA/C/955/2021--22

■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

কেন্দ্র বিনামূল্যে টিকা দেবে, তাই রাজ্যের বরাদ্দ অর্থে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ঢেলে সাজানো হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।। দেশের প্রথম রাজ্য হিসেবে ১০০ শতাংশ মানুষের টিকাকরণের লক্ষ্যেই কাজ করছে ত্রিপুরা সরকার। কারণ, ৪৫ উর্ধদের টিকাকরণে দেশের শীর্ষে ত্রিপুরা। মানুষের সচেতনতার জন্যই এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে। পিএম কেয়ার্সের অর্থে ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজে ৬০০ এলপিএম-র অক্সিজেন প্ল্যান্টের উদ্বোধন করে এ-কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি যোগ করেন, কেন্দ্র বিনামূল্যে টিকা দেবে। তাই, রাজ্যের বরাদ্দ অর্থে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ঢেলে সাজানো হবে। এদিন তিনি বলেন, পিএম কেয়ার্সের অর্থে ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজে ৬০০ এলপিএম-এর অক্সিজেন প্ল্যান্ট নির্মাণ করা হয়েছে। যখনই কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের প্রস্তাব গিয়েছে তৎক্ষনাত এই প্ল্যান্ট মঞ্জুর করা হয়েছে। তাতেই প্রমাণিত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কোভিড মোকাবিলায় কতটা তৎপর।

তিনি গোটা দেশের কোভিড ম্যানেজমেন্টের জন্য প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, পৃথিবীর বহু উন্নত দেশ যখন হিমশিম খাচ্ছে কোভিড সামলাতে তখন অর্থনীতিকে একটা জায়গায় স্থির রাখতে সক্ষম হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কটাক্ষ, নিন্দুকেরা বলেছিল ৩২ শতাংশ অর্থনীতর অধোগতি হবে। কিন্তু তাঁদের আজকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি বলেন, কোভিডে মৃত্যুর জন্য অনেক সময় দেখা যাচ্ছে রোগীদের অবহেলা, গা ছাড়া মনোভাবই প্রধান কারণ হয়ে উঠছে। উপসর্গ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা টেস্ট করাচ্ছেন না। তারপর হঠাৎ করেই তাঁদের অবস্থা সংকটজনক হয়ে উঠছে। তখন চিকিৎসকদেরও আর কিছু করার থাকছে না। তিনি

সকলের উদ্দেশ্যে অনুরোধ জানান, উপসর্গ থাকলে দ্রুত টেস্ট করান এবং চিকিৎসকদের পরামর্শ নিন। এদিন তিনি বলেন, টিকাকরণের জন্য রাজ্য সরকার ১৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বিনামূল্যে টিকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। তাই ত্রিপুরা সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ওই অর্থে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজানো হবে।

আগামী সপ্তাহে সমস্ত নগর সংস্থা ও এডিসি এলাকায় ১৮ উর্ধদের টিকাকরণ, দেওয়া হবে আড়াই লক্ষ টিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।। করোনা যখন শিয়রে মৃত্যু ঘন্টা বাজিয়েই চলেছে, ত্রিপুরায় ১৮ উর্দ-দের টিকাকরণে বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। সমস্ত নগর সংস্থা এবং এডিসি এলাকায় আগামী সপ্তাহে বিশেষ টিকাকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হবে। ওই শিবিরে আড়াই লক্ষ টিকা-র ডোজ দেওয়া হবে। আজ মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্য মন্ত্রীর পৌরোহিত্ব-এ স্বাস্থ্য দফতরের পর্যালোচনা বৈঠকে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, দ্রুত আড়াই লক্ষ টিকা ১৮ উর্ধদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হোক।

ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত হয়ে বয়স্কদের পাশাপাশি যুবদের মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশ দীর্ঘায়িত হয়েছে। তাতে, অন্যতম কারণ হিসেবে বিলম্বে চিকিতা পরিষেবার সান্নিধ্যে যাওয়াকে দেখানো হচ্ছে। তবে, টিকাকরণ হয়নি, তাতে অল্প বয়সীদের মৃত্যু হচ্ছে, এই যুক্তিও উড়িয়ে দিচ্ছে না স্বাস্থ্য দফতর। ফলে, এখন ১৮ উর্দদের টিকাকরণে বিশেষ জোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার।

সূত্রের দাবি, যুব-রা করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর শারীরিক অবস্থার অবনতি প্রথমে আন্দাজ করতে পারেন না। ফলে, বাড়িতে আইসোলেসনে থেকে তাদের স্বাস্থের অবনতি হলেও টের না পাওয়ায় তারা চিকিতকদের অধীনে যাচ্ছেন না। সূত্রের কথায়, আজ বৈঠকে আলোচনা হয়েছে, করোনা আক্রান্ত হলে বাড়িতে আইসোলেশনে থাকার বদলে কোভিড কেয়ার সেন্টারে ভর্তি হওয়ার জন্যই পরামর্শ দেওয়া হবে। কারণ, সময়মতো হাসপাতালে গেলে করোনা আক্রান্ত রোগীকে বাঁচানো সম্ভব। তাই, মানুষ হাসপাতাল কিংবা কোভিড কেয়ার সেন্টারে ভর্তি হন, সেদিকে এখন থেকে জোর দেবে স্বাস্থ্য দফতর।

সূত্রের বক্তব্য, এছাড়া টিকাকরণে জোর দিয়ে যুব প্রজন্মকে অধিকমাত্রায় তার আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করবে স্বাস্থ্য দফতর। এক্ষেত্রে আগামী সপ্তাহে ত্রিপুরায় সমস্ত নগর সংস্থা ও এডিসি এলাকায় বিশেষ টিকাকরণ শিবিরের আয়োজন করা হবে। ১৮ উর্দ আড়াই লক্ষ মানুষের টিকাকরণ এক দিনে সমাপ্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ওই শিবিরের আয়োজন করবে ত্রিপুরা সরকার। সূত্রের দাবি, ওই কর্মসূচির অধীন জনজাতিদের টিকাকরণ নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত জনজাতি নেতাদের দায়িত্ব দেওয়া হবে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৮ উর্ধদের টিকাকরণে আরও গতি সঞ্চারিত করার জন্য রাজ্যের স্বাস্থ্য আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছি। আজ স্বাস্থ্য দফতরের পর্যালোচনা বৈঠকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দ্রুত আড়াই লক্ষ টিকা ১৮ উর্ধদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হোক। তিনি বলেন, কোভিড পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা মানুষের ঘরে ঘরে মসৃণ ভাবে পৌঁছতে পারে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। সমগ্র ব্যবস্থাকে আরও সুসংগঠিত করতে বেশি সংখ্যায় শিক্ষকদের যুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় টিকাকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করার নির্দেশ দিয়েছি এদিনের বৈঠকে। মানুষের মধ্যে টেস্টিং সম্পর্কে সচেতনতা প্রচারকে আরও নিবিড় করতে হবে। যাতে উপসর্গ দেখা দিলেই তাঁরা টেস্ট করান। অনেক সময়ে দেখা যাচ্ছে যথা সময়ে কোভিড পরীক্ষা না হওয়ার ফলে সংক্রামিতের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক পর্যায়ে চলে যায়। যা জীবনহানির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

ছাড়পত্র পেল আরও এক অ্যান্টিজেন পরীক্ষার কিট

নয়াদিল্লি, ১১ জুন (হি. স.): ভারতে ছাড়পত্র পেল আরও এক অ্যান্টিজেন পরীক্ষার কিট। বাড়িতে বসে মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যেই সঠিক ফলাফল জানিয়ে দেবে মেডটেক ফার্ম মেরিল-এর 'কোভিফাইন্ড'। শুক্রবার এই দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি র‌্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টিং কিটকে অনুমোদন দিল ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর)। মেরিল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এই টেস্ট কিট ভারতে কোভিড পরীক্ষার সংখ্যা আরও বাড়াবে বলেই মনে করা হচ্ছে। সংক্রমণের বিস্তার রোধে পরীক্ষার কিটের চাহিদা মেটাতেও সাহায্য করবে। মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যেই সঠিক ফলাফল জানিয়ে দেবে 'কোভিফাইন্ড'। মেরিলের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সঞ্জীব ভট্ট বলেন, "একটি নির্ভরযোগ্য র‌্যাপিড অ্যান্টিজেন পরীক্ষার কিট সকলের কাছে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি আমরা।

প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি প্রদান করল সিআইটিইউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।। শুক্রবার ১২ দফা দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে সি আই টি ইউর উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্য ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। প্রাক্তন সাংসদ তথা সিটুর প্রবীণ নেতা শংকর প্রসাদ দত্ত শনিবার সংগঠনের কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ জটিল সমস্যার সম্মুখীন। কাজ ও খাদ্যের অভাবে শ্রমিকরা দিশেহারা। পরিবার প্রতিপালন করা কষ্টকর হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় সরকার করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে মানুষের জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেগুলো যথেষ্ট নয়। কেন্দ্রীয় সরকার করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলায় সময়োপযোগী যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি বলে অভিযোগ করেছেন প্রাক্তন সাংসদ তত সিআইটিইউ নেতা শংকর প্রসাদ দত্ত। বিশ্বের অন্যান্য দেশে যেখানে গত বছরই করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলায় টিকাকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সে অনেক পিছিয়ে গেছে। ২০২১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার টিকাকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ফলে দেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে। এর জন্য সিটু নেতা কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করেছেন। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে রাজ্যের মানুষ যাতে স্বাচ্ছন্দে জীবন-যাপন করতে পারেন সেজন্য প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে ১২ দফা দাবিতে উদ্যোগে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। দাবি গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রত্যেকের জন্য বিনামূল্যে করোনা ভ্যাকসিন এর ব্যবস্থা করতে হবে। আয়কর দিতে হয় না এ ধরনের প্রতিটি পরিবারকে প্রতি মাসে সাড়ে সাত হাজার টাকা করে একাউন্টের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে। প্রতিটি হাসপাতালে করোণা রোগীর চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে এবং অক্সিজেনের ব্যবস্থা করতে হবে। জনস্বাস্থ্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেক সদস্যর জন্য মাসে ১০ কেজি করে বিনামূল্যে রেশন সরবরাহ করতে হবে। করোনা আক্রান্ত প্রত্যেক রোগীর চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সিটু নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ শংকর প্রসাদ দত্ত আশা ব্যক্ত করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার এসব দাবির প্রতি সহমর্মিতা পোষণ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে তিনি মনে করেন।

উদয়পুর সংযোজন ঃ সর্বভারতীয় কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ১২ দফা দাবীর সমর্থনে সি আই টি ইউ উদয়পুর মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায়ের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাক সংসদে পাশ বিল বড়সড় স্বস্তি কুলভূষণ যাদবের

ইসলামাবাদ, ১১ জুন (হি. স.): বড়সড় স্বস্তি পেলেন পাক জেলে বন্দি প্রাক্তন ভারতীয় নৌসেনা আধিকারিক কুলভূষণ যাদব । আন্তর্জাতিক ন্যায় বিচার আদালতের রায়কে কার্যকর করতে পাক সংসদের নিম্নকক্ষে পাশ এই সংক্রান্ত একটি বিল পাশ হয়েছে। শুক্রবার ২১ সদস্যের স্ট্যান্ডিং কমিটি বিলটিতে সমর্থন জানিয়েছেন। এর ফলে কুলভূষণ যাদবের মামলার যেকোনও রায় পর্যালোচনা এবং পুনর্বিবেচনা করা যাবে। আর এই আইনকে হাতিয়ার করে সর্বোচ্চ আদালতেও আপিল জানাতে পারবেন কুলভূষণ। জানা গিয়েছে, পাকিস্তানের নিম্নকক্ষে পাশ হওয়া বিলটির নাম 'আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালত (পর্যালোচনা এবং পুনর্বিবেচনা) আইন'। যদিও এই আইন পাশের পরই ইমরান সরকারের বিরোধিতায় মুখর হয়েছেন পাকিস্তানের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। প্রসঙ্গত, গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ২০১৭ সালে কুলভূষণ যাদবকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিয়েছিল পাকিস্তান। তখনই দিল্লি এর বিরোধিতা করতে থাকে। দিল্লির তরফে দাবি করা হয় কুলভূষণ গুপ্তচর নন। নৌসেনা থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি ইরানে ব্যক্তিগত ব্যবসা চালাতেন। সেখান থেকে কোনওভাবে অপহৃত হন এবং তাঁকে পাকিস্তানে নিয়ে আসা হয়। পাকিস্তান অবশ্য নিজেদের দাবিতে অনড় ছিলেন। এরপরই ভারতের তরফে আরজি জানানো হয়, ভারতীয় গুপ্তচর সন্দেহ ধৃত কুলভূষণ যাদবকে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য আবেদনের সুযোগ দিতে হবে।

করিমগঞ্জে বিএসএফের হাতে উদ্ধার বাংলাদেশি নোট ও ৪১ লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট, আটক এক যুবক

করিমগঞ্জ (অসম), ১১ জুন (হি.স.) : করিমগঞ্জের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী লামাজোয়ারে বিএসএফ-এর অভিযানে বাংলাদেশি নোট এবং ৪১ লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এর সঙ্গে এক পাচারকারীকে আটক করেছে বিএসএফ।

গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র কাছাড়-মিজোরাম ফ্রন্টিয়ারের মাসিমপুর হেড-কোয়ার্টারের ৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের বিএসএফ জওয়ানরা স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সহযোগে বৃহস্পতিবার রাত প্রায় পৌনে বারোটা নাগাদ করিমগঞ্জের লামাজোয়ার এবং জারাপাতা গ্রামে যৌথ অভিযান চালান। উত্তর লাফাশাইল গ্রামের প্রয়াত ইরমান আলির ছেলে হাকির আলির বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৩৬টি কালো প্যাকেট এবং ছয়টি নীল রঙের প্যাকেটে মোড়া মোট ৮, ২৮৭টি নেশার ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছেন অভিযানকারীরা। নেশাসামগ্রী সহ হাতেনাতে তাঁরা আটক করেন জনৈক হাকির আলিকে। বাজেয়াপ্তকৃত নেশাসামগ্রী ইয়াবা ট্যাবলেটগুলোর বাজারমূল্য কম করেও ৪১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৫০০ টাকা হবে বলে জানিয়েছেন বিএসএফ-এর কাছাড়-মিজোরাম ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টারের জনসংযোগ আধিকারিক।

তিনি জানান, এছাড়া ১৩ হাজার ৫৭০ টাকার বাংলাদেশি নোট উদ্ধার করা হয়েচে ধৃত ব্যক্তির কাছ থেকে। পরে আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ধৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে করিমগঞ্জ সদর থানায় এফআইআর দায়ের করে বাজেয়াপ্ত ইয়াবা ট্যাবলেট, বাংলাদেশি নোট সমেত হাকির আলিকে পুলিশে সমঝে দেওয়া হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ২১ মে একইভাবে লামাজোয়ার গ্রামে বিএসএফ-এর ফার্স ব্যাটালিয়নের জওয়ানদের অভিযানে ৬০৪টি ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।

দুর্গা চৌমুহনী ব্লকে খেলার মাঠ সংস্কারের নামে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ জনগণের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।। ধলাই জেলার কমলপুরের দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের অন্তর্ভুক্ত দক্ষিনকোচাইনালা পঞ্চায়েতের মেথির মিয়া গ্রামের জেবি স্কুলের খেলার মাঠ ল্যান্ড লেভেলিং করার নামে অর্থ গায়ের করার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। কোচাইনালা পঞ্চায়েতের মেথির মিয়া গ্রামের জেবি স্কুলের খেলার মাঠ ল্যান্ড লেভেলিং করার নামে অর্থ গায়ের করার অভিযোগ উঠল পঞ্চায়েতের মেম্বারের বিরুদ্ধে। এমন গুরুতর অভিযোগ করেন বিজেপি মাইনরিটি মোর্চার প্রাক্তন সভাপতি তাজ উদ্দিন আহমেদ খান।

প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা সত্বেও প্রথম মাঠের ল্যান্ড লেবেলিং কাজ হয় নি, অথচ দ্বিতীয়বারের জন্য মাঠ লেভেলিং কাজের অর্থ বরাদ্দ হয়। এনিয়ে দক্ষিণ কোচাইনালা পঞ্চায়েতের মেথির মিয়া গ্রামবাসীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। দূর্গা চৌমুহনী আরডি ব্লকের অধীন দক্ষিন কোচাইনালা পঞ্চায়েতের মেথির মিয়া গ্রাম। গ্রামের জেবি স্কুলের অধীন খেলাধুলার মাঠ রয়েছে। মাঠটিতে গ্রামের ছেলে মেয়েরা খেলাধুলা সহ বছর বছর টুর্নামেন্ট শুরু হয়।মাঠটির বেশ কিছু জায়গা খেলার অনুপোযুক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে গ্রামবাসীদের দাবি অনুসারে মাটটি সংস্কারের জন্য পঞ্চায়েত থেকে এমজি রেগার মাধ্যমে প্রথমে ২৫ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়। কিন্তু, কোন কাজ করা হয় নি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ বরাদ্দকৃত অর্থ সম্পূর্ন গায়েব করা হয়। অথচ, দ্বিতীয় বার পুনরায় মাঠ লেভেলিং করার জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়। গ্রামবাসীদের দাবি মাঠ লেবেলিং এর জন্য প্রথমে যে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে সেই অর্থের কাজ করা হোক। এরপর দ্বিতীয় বারের বরাদ্দকৃত অর্থের কাজ করা হবে। মেথির মিয়া গ্রামবাসীদের অভিযোগ পঞ্চায়েত সদস্য শ্যামল দাস রেগার বরাদ্দকৃত অর্থ হাপিজ করে দিয়েছে।বিষয়টি জানতে দক্ষিণ কোচাইনালা পঞ্চায়েতের সদস্য শ্যামল দাসকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, করোনা পরিস্থিতি এবং আবহাওয়ার কারণে কাজ করানো যায়নি।

তিনি অবশ্য বলার চেষ্টা করেন শ্রমিকদের মজুরির টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রশ্নবানে জর্জরিত হয়ে পঞ্চায়েত সদস্য শ্যামল বাবু বোঝানোর চেষ্টা করেন তিনি নাকি কাজটি করাবেন। তিনি স্বীকার করেন, প্রথমবারের কাজ না করানো না হলেও এবার মাঠ লেভেলিং এর জন্য দ্বিতীয়বার অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগ পরোক্ষে স্বীকার করলেও এ বিষয়ে প্রশাসনের তরফে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সেটাই এখন দেখার বিষয়।

বিলোনীয়া, উদয়পুর, বিশালগড়ে বিভিন্ন এলাকা সফর করলেন বিধায়ক সুদীপ বর্মণ, শুনলেন দাবী-আপত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।। শুক্রবার সকালে বিলোনিয়া সফরে গিয়েছিলেন শাসক দলের বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।সঙ্গে ছিলেন শাসক দলের অপর বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা। বিলোনিয়া থেকে ফেরার সময় উদয়পুর মহাকুমার বন্ধুর নাম সুদীপের রমেশ চৌমুনীস্থিত অফিসে গিয়ে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন। অল্প সময়ে প্রচুর যুবকর্মী বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন এর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। কর্মীদের সঙ্গে কথা বলার পর সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন জানান, বর্তমান করোনা চলা কালীন সময়ে মানুষের বাড়িতে খাবার পৌঁছে দেওয়া এবং পাশে থাকার জন্য বন্ধু নাম সুদীপের সদস্যরা যেভাবে কাজ করছেন এজন্য তিনি তাদের ধন্যবাদ জানান।

পাশাপাশি খাদ্য সামগ্রী দিতে গিয়ে শাসক দলের বাইক বাহিনী গতকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার উদয়পুর, কাকড়াবন, মির্জা, কোশামারা কিশোরগঞ্জ সহ বিভিন্ন জায়গায় রাত্রি দশ টার পর যে ভাবে বাড়ি ঘরে গিয়ে মহিলা, পুরুষের ওপর হামলা সহ ঘরবাড়ি , গাড়ি, দ্বিচক্র যান ভাঙচুর করেছে তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।তাদের প্রতি ধিক্কার জানান। তাদেরকে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। এসব যারা করছে আগামী দিন তাদের তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান। মানুষের পাশে থাকা ,মানুষের সঙ্গে কাজ করা ,এটা কোনো রাজনৈতিক রঙও হতে পারে

'বন্ধুর নাম সুদীপ'

না বলে উল্লেখ করেন সুদীপবাবু। সমাজ সেবায় নিয়োজিত দের ওপর যারা হামলা করেছ , হুমকি দিচ্ছে এরা সমাজের ক্রিমিনাল বলে উল্লেখ করেন সুদীপ রায় বর্মন।দলীয় কর্মীদের মানুষের পাশে থাকার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে সারা রাজ্যেই বন্ধু নাম সুদীপ সংস্থার পক্ষ থেকে করুণা আক্রান্ত পরিবারসহ পরিবেশের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এধরনের সেবামূলক কাজে জড়িতদের হুমকি এবং হামলার ঘটনায় জড়িতদের যোগ্য জবাব দিতে জনগণ প্রস্তুত রয়েছেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

বিলোনীয়া সংযোজন ঃ আমি তো পারলাম না মেয়েকে বাঁচে আনতে। করোণা আক্রান্তে প্রয়াত ১৪ বছরের শিশু কন্যা অঙ্কিতা সেনের পিতা এভাবে আর্তনাদ, প্রাক্তন স্বাস্থ্য মন্ত্রী তথা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনকে কাছে পেয়ে। প্রয়াত অঙ্কিতা সেনের বাবা মায়ের আর্তনাদ বাড়িতে উপস্থিত প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন থেকে শুরু করে সবার চোখের এক কোনে জল ঝরে পরলো একটা সময়। বন্ধুর নাম সুদীপ এই বিধায়ক অনুগামীরা করোনা পরিস্থিতিতে দরিদ্র মানুষের পাশে থেকে শুরু করে করোনা আক্রান্ত রোগী ও তার পরিবারের পাশে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে প্রতিনিয়ত কর্মসূচি জারি রেখেছে। শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১ টা নাগাদ বিলোনিয়া সফরে এসে প্রথমেই বিলোনিয়া পৌর পরিষদের বাশ পাড়া কলোনি এলাকায় গিয়ে দেখা করেন বিলোনিয়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।